# দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৫৫ ॥ ১০ জুন ২০২৪ ॥ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৩ জিলহজ্ব ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা


## চার দিনের সফরে পাবনায় রাষ্ট্রপতি

**পাবনা প্রতিনিধি :** চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর চতুর্থবারের মতো নিজ জেলায় এলেন তিনি। গতকাল রোববার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে পাবনার শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি। এ সময় পাবনার জেলা প্রশাসক মুহা. আসাদুজ্জামান, পুলিশ সুপার আকবর আলী মুনসীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে শুভেচ্ছা জানান। সেখান থেকে পাবনা সার্কিট হাউজে উপস্থিত হয়ে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি। পাবনার জেলা প্রশাসক মুহা. আসাদুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি চতুর্থবারের মতো নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন। শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

### ঈদযাত্রা

# অনলাইনে নেই বাসের টিকিট কাউন্টারে দাম বেশি

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঈদযাত্রায় যাত্রীদের পছন্দের শীর্ষে থাকে ট্রেন। কিন্তু যাত্রী সংখ্যা বিবেচনায় ট্রেনের আসন অপর্যাপ্ত। কাজেই বিপুল পরিমাণ যাত্রীর বাড়ি ফেরার শেষ ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়ায় বাস। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় ঈদের আগে-পরে বাসের টিকিটের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এ সুযোগে টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেন বাস মালিকরা। বিকল্প না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়তি দামেই টিকিট কাটতে হয় সাধারণ যাত্রীদের। বরাবরের মতো এবারের চিত্রও একই। দেশজুড়ে ঈদুল আজহা উদযাপন করা হবে ১৭ জুন। সে হিসাবে এখনও বাকি আট দিন। ঈদের এই দিনটিকে ধরে ১৬ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ঈদ যাত্রা শুরু হবে আগামী ১৩ জুন থেকে। কারণ ওই দিন বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কর্ম দিবস। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী নামি-দামী পরিবহনের বাসের টিকিট শেষ হয়ে গেছে। ফলে এসব কাউন্টারে এসে যাত্রীদের খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। যাত্রীদের অভিযোগ, ছোট- ছোট কোম্পানির বাসের টিকিট এখনও আছে। তবে সংশ্লিষ্টরা সেগুলো বিক্রি করছেন না। ঈদ আরও ঘনিয়ে আসলে সেসব টিকিট আরও বেশি দামে

বিক্রির পাঁয়তারা করছেন তারা। বড় কোম্পানিগুলোরও সব টিকিট বিক্রি হয়নি। সংশ্লিষ্টরা হয়ত সিস্টেম ব্লক করে রেখেছে। যাতে সময় সুযোগ বুঝে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। যখন বেসরকারি বাসের টিকিটের এই হালচাল, তখন কিছুটা আশার বাণী শুনিয়েছে দেশের রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন সংস্থা বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)। সংস্থাটি আজ থেকে বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করবে। বড় বাস কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঈদ উপলক্ষ্যে ১৩, ১৪ ও ১৫ জুনের টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। টিকিট তো অনলাইনে আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে কাউন্টার থেকে নতুন করে টিকিট দেওয়া যাচ্ছে না। নুরুদ্দীন তাসলিম নামে একজন বেসরকারি চাকরিজীবী বলেন, ঈদের আগে শেষ অফিস করতে হবে ১৫ জুন। ওই দিন রাতে পঞ্চগড় যাওয়ার জন্য আরও ১০ দিন আগে একটি টিকিট আমি অনলাইন থেকে সংগ্রহ করেছি। তখন আমি ন্যায্য দামেই টিকিট কিনতে পেরেছি। কিন্তু কাউন্টারে গেলেই ওরা আরও ২০০/৩০০ টাকা বেশি নেবে। এখন তো আর অনলাইনে টিকিট নেই। সব

*২-এর পাতায় দেখুন*

## ভ্যাপসা গরমে বাড়ছে অস্বস্তি

**স্টাফ রিপোর্টার :** গত কয়েকদিন থেকে সারাদেশে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। শনিবার ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে কোন বৃষ্টি হয়নি। গতকাল রোববার (৯ জুন) আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, খুলনা ও বরিশাল বিভাগসহ রাজশাহী, পাবনা ও মাদারীপুর জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। একই সময়ে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সোমবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিয়ে তিনি বলেন, চলমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে

*২-এর পাতায় দেখুন*

গতকাল রোববার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক যৌথসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করে ওবায়দুল কাদের।

## রাঘব বোয়ালদের লুটপাট বন্ধ করার জন্য এই বাজেট: ওবায়দুল কাদের

**স্টাফ রিপোর্টার :** দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় আনার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'আইন করা আছে, আইন নতুন করে করতে হবে না। নেত্রী যেটা বলেছেন, সেটা আমিও বলবো। আধার দিয়েছি, এখন রুই-কালতা ধরা পড়বে। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। কবে দুর্নীতিবাজদের বিচার করার সাহস বিএনপির ছিল না, শেখ হাসিনার আছে। গতকাল রবিবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ, জেলা আওয়ামী লীগ এবং সব সহযোগী সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের যৌথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস ও হুমকি মোকাবিলা করার জন্য ভবিষ্যতে

*২-এর পাতায় দেখুন*

## তর্কাতর্কি থেকে কনস্টেবল মনিরুলকে গুলি করেন কাউসার

**স্টাফ রিপোর্টার :** পুলিশ কনস্টেবল মনিরুল হকের সঙ্গে আরেক কনস্টেবল কাউসার আহমেদের তর্কাতর্কি হয়েছে। তার ফলশ্রুতিতেই একপর্যায়ে মনিরুলকে গুলি করেন কাউসার। গতকাল রোববার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ঘটনার প্রাথমিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে এমন কথা জানান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) ড. খ. মহিদ উদ্দিন। এ সময় তিনি ডিপ্লোম্যাটিক জোনে পুলিশ সদস্যের গুলিতে আরেক পুলিশ সদস্যের মৃত্যুর ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করেন। খ. মহিদ উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, কোনো বিষয় নিয়ে পুলিশ কনস্টেবল মনিরুল হকের সঙ্গে আরেক কনস্টেবল কাউসার আহমেদের

*২-এর পাতায় দেখুন*

## সারা দেশে ৪৬১৩ এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :** বর্তমানে সারা দেশে ৪ হাজার ৬১৩টি এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। গতকাল রোববার সংসদের বাজেট অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা জানান। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সংসদে সভাপতিত্ব করেন। রোববারের প্রশ্ন উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর আলোকে কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পাসের হার, প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা হয়ে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এমপিওভুক্ত করার কাজটি বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

সারা দেশে এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এমপিওভুক্ত করা হয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরের আর এক মাসেরও কম সময় অবশিষ্ট রয়েছে। এ স্বল্প সময়ে নতুন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের আপাতত নেই।

আওয়ামী লীগের সদস্য সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারীর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মহিবুল হাসান বলেন, শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। বেসরকারি শিক্ষকদের অবসরভাতা ও কল্যাণভাতা প্রাপ্তিতে বিলম্বের সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক রয়েছে। এ খাতে পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান না থাকায় মূলত বেশি সময় লাগছে এবং সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অবসর উত্তরকালে শিক্ষকদের প্রাপ্য অর্থ যেন দ্রুততম সময়ে পেতে পারেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সমস্যার উত্তরণে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

## সৌদি পৌঁছেছেন ৭২৪১৫ জন হজযাত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :** পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরব (৯ জুন রাত ২টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত) পৌঁছেছেন ৭২ হাজার ৪১৫ জন হজযাত্রী। মোট ১৮৫টি ফ্লাইটে তারা সৌদিতে পৌঁছান। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৫৫০ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী ৬৭ হাজার ৮৬৫ জন। গতকাল রোববার হজ সম্পর্কিত সবশেষ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। এয়ারলাইন্স, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হজ অফিস ঢাকা এবং সৌদি আরব সূত্রে এ তথ্য জানিয়েছে হেল্পডেস্ক। হেল্পডেস্কের তথ্যমতে, এ পর্যন্ত মোট ১৮৫টি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ৯৭টি, সৌদি এয়ারলাইনসের ৬২টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইনস ২৬টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। গতকাল পর্যন্ত মোট ফ্লাইটের ৮৭ দশমিক ৫

*২-এর পাতায় দেখুন*

## বেনজীরের শুনানি পেছাতে দুদকে স্ত্রী ও কন্যার চিঠি

**স্টাফ রিপোর্টার :** পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের শুনানি পেছাতে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) চিঠি দিয়েছেন তার স্ত্রী ও তিন মেয়ে। এর আগে ১৫ দিন সময় চেয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে দুদকে আবেদন করেছিলেন বেনজীর। সেই সময় বেনজীরের ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ৬ জুন নির্ধারিত ছিল। গতকাল রোববার তার স্ত্রী ও তিন মেয়ে দুদককে ফের সময় পেছাতে চিঠি দেন। এবার বেনজীরকে ২৩ জুন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিন ধার্য করে দুদক। এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আশ-শামস জগলুল হোসেন বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের স্থাবর সম্পত্তি দেখভালের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেন। তার সাভারের সম্পত্তি দেখবেন সেখানকার ইউএনও, গোপালগঞ্জের মাছের খামার দেখবেন

*২-এর পাতায় দেখুন*

## সরাসরি বিমান যোগাযোগ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে ভূমিকা রাখবে

**স্টাফ রিপোর্টার :** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ নতুন করে বিভিন্ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গতকাল রবিবার সচিবালয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, জনশক্তি রফতানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করতে এভিয়েশন খাতে সহযোগিতা জোরদার করা

*২-এর পাতায় দেখুন*

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ৩০তম বোর্ড মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন -পিআইডি

## বাজেট ২০২৪-২৫ আইসিটি খাতে কর অব্যাহতির মেয়াদ আরও বাড়ানোর দাবি বেসিসের

**স্টাফ রিপোর্টার :** নতুন অর্থবছরের (২০২৪-২৫) বাজেট প্রস্তাবনায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর অব্যাহতি ৩ বছর বাড়ানো হয়েছে। তবে সেটি ৫ বছর করার দাবি জানিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতি রাসেল টি আহমেদ। গতকাল রোববার বেসিস অডিটোরিয়ামে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট (২০২৪-২৫) নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায়ীদের 'বাজেট প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান বেসিস সভাপতি রাসেল টি আহমেদ। তিনি বলেন, 'বাজেট পূর্ববর্তী সময়ে মূল যেই দাবি জানিয়েছিলাম, তা ছিল কর অব্যাহতির সময় সীমা বাড়ানোর জন্যে। এবারের বাজেটে

*২-এর পাতায় দেখুন*

## ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :** সারা দেশে ১৭ হাজার ৭১০ জন ভিক্ষুককে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. দীপু মনি। পাশাপাশি ঢাকা শহরে ভিক্ষারত অবস্থায় আটক হওয়া ভিক্ষুকদের সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। গতকাল রোববার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য তাহমিনা বেগমের এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ কথা জানান। এ সময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রোববারের প্রশ্ন উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়। দীপু মনি বলেন, ঢাকা শহরে জীবন-জীবিকার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল এ রূপ ঠিকানাবিহীন কত লোক বসবাস করে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। নদী ভাঙন, অতি দারিদ্র্য, রোগ, ব্যাধি, অশিক্ষা প্রভৃতি কারণে কিছু লোক ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছেন। যাদের প্রকৃতপক্ষে সাহায্যের দরকার আছে। তবে কিছু কিছু কর্মবিমুখ লোক সহজ আয়ের পথ হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিয়েছেন। এর পাশাপাশি কিছু দুষ্টচক্র নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অসহায় মানুষদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তি সমাধানে সরকার ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৭ হাজার ৭১০ জন ভিক্ষুককে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরে ভিক্ষারত অবস্থায় আটক ভিক্ষুকদের সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে ভিক্ষুকদের ডাটাবেজ তৈরির

*২-এর পাতায় দেখুন*


JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ ১০ জুন ২০২৪ ॥ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

## কৃষিতে বেড়েছে বরাদ্দ

# কৃষকের জন্য নেই সুখবর

**স্টাফ রিপোর্টার :** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতের বরাদ্দ বেড়েছে। তবে সুখবর নেই কৃষিক্ষেত্রের কারিগর কৃষকের জন্য। কমানো হয়েছে ভর্তুকি। নেই ক্রমবর্ধমান সার, সেচ ও কৃষি উপকরণের দাম কমানোর কোনো উদ্যোগ। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায়ও নেই কোনো বরাদ্দ। কৃষিপণ্য রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাত খাতের জন্যও তেমন কোনো সুবিধা রাখা হয়নি। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারও কৃষিখাতের বাজেট গতানুগতিক। কৃষক ও কৃষিখাতের স্বার্থ রক্ষায় নতুন কিছু নেই। প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্যনিরাপত্তা খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদায়ী অর্থবছর (২০২৩-২৪) এ বরাদ্দ ছিল ৩৫ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতে ১৭ হাজার ২৬১ কোটি টাকার ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট ভর্তুকি ও প্রণোদনার ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের ভর্তুকির চেয়ে যা অনেক কম। চলতি অর্থবছরে প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৭ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা, যা পরে বাড়িয়ে ২৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছিল সরকার। কৃষি অর্থনীতিবিদ ও ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজের সাবেক উপাচার্য ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'বাজেটে বরাদ্দ বাড়লেও সেটি খুব অপ্রতুল। আবার শস্যখাতের ভর্তুকি কমানো হয়েছে। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত। এতে উৎপাদন খরচ বাড়বে। কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। খাদ্যনিরাপত্তা ব্যাহত হবে। কৃষির ভর্তুকি কমানো একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।' তিনি বলেন, 'বাজেট খুব গতানুগতিক। রপ্তানি বাড়ানো ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত নিয়ে কোনো প্রতিফলন নেই। বিশেষ করে রপ্তানির ক্ষেত্রে আরও কীভাবে আমরা এগিয়ে যাবো সেটা থাকা দরকার ছিল। প্রক্রিয়াজাত পণ্য আরও কীভাবে বহুমুখীকরণ করা হবে, এসব সহজীকরণ কীভাবে হবে- কোনো নির্দেশনা নেই। জলবায়ু নিয়ে কৃষি অনেক সমস্যায় রয়েছে। তারও কোনো খবর নেই। কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ দেওয়া হয় শূন্য

৭-এর পাতায় দেখুন

## জুনে রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া

**স্টাফ রিপোর্টার :** পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রবাসীরা অর্থ পাঠাচ্ছেন স্বজনদের কাছে। আর ডলারে পাঠালেই বাড়তি দামের সঙ্গে মিলছে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করে প্রণোদনা। আর এতেই প্রবাসী আয়ের পালে বইছে নতুন হাওয়া। জুনের প্রথম সপ্তাহে এমন তথ্য মিলছে। সাত দিনে এলো ৭২ কোটি ৬২ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮ হাজার ৪৯৭ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। প্রতি ডলার ১১৭ টাকা হিসাবে। গতকাল রোববার এ তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তথ্য অনুযায়ী, চলতি জুন মাসে প্রতিদিন প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১০ কোটি ৩৭ লাখ ৫৫ হাজার ৭১৪ মার্কিন ডলার, যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। আগের মাস মে-তে ৪৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছিল। সে মাসে প্রতিদিন প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ৭ কোটি ৫১ লাখ ২৯ হাজার ৩৩৩ মার্কিন ডলার। আর আগের বছরের জুন মাসে প্রতিদিন দেশে এসেছিল ৭ কোটি ৩৩ লাখ ২ হাজার ৬৬৬ মার্কিন ডলার। এ তথ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

# ডাক্তারদের অনুপস্থিতি ও অবহেলা সহ্য করা হবে না : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :** রোগীর চিকিৎসাসেবায় কোনো গাফিলতির সহ্য করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। গতকাল রোবাবার দুপুরে সচিবালয়ের গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার ফোরাম আয়োজিত বিএসআরএফ সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, চিকিৎসাসেবা এমন একটা বিষয়, এখানে সামান্যতম গাফিলতির কারণে মানুষের জীবন চলে যায়। চিকিৎসা দেওয়ার সময় দ্বিতীয়বার চিন্তার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি কিংবা নেগলেন্সি আমি সহ্য করব না। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের

৭-এর পাতায় দেখুন

## কোটা বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**স্টাফ রিপোর্টার :** সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ফের উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। কোটা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কলাভবন, মলচত্বর, ভিসি চত্বর, টিএসসি হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'সংবিধানের/ মুক্তিযুদ্ধের মূলকথা, সুযোগের সমতা', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'আঠারোর

৭-এর পাতায় দেখুন

## সহকর্মীকে গুলি করে হত্যার তদন্ত চলছে : আইজিপি

**স্টাফ রিপোর্টার :** পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, রাজধানীর বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ফিলিস্তিন দূতাবাসের সামনে সহকর্মী কনস্টেবল কাউসার আলীর গুলিতে কনস্টেবল মনিরুল ইসলাম নিহত হওয়ার কারণ জানতে তদন্ত চলছে। গত শনিবার (৮ জুন) রাত আড়াইটার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে ফিলিস্তিন দূতাবাসের সামনে আমাদের দুজন কনস্টেবল ডিউটিরত ছিলেন। এদের মধ্যে কনস্টেবল কাউসারের গুলিতে কনস্টেবল মনিরুল ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনায় জাপান দূতাবাসের গাড়িচালক সাজ্জাদ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তিনি এখন ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাজ্জাদের শরীরে তিন রাউন্ড গুলি লাগে। আক্রমণকারী কনস্টেবলকে থানায় নেওয়া হয়েছে। তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। আইজিপি বলেন, মনিরুলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আমরা কিছু গুলির খোসা ও ২০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছি। এ ঘটনায়

৭-এর পাতায় দেখুন

## সরকারের ক্ষমতার 'সিকিউরিটি গার্ড' বেনজীর, আজিজরা : রিজভী

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সরকারের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের আজকে যে দখলদারিত্বের ক্ষমতা এই ক্ষমতার প্রহরী বেনজীর সাহেব, আজিজ সাহেবরা। তারা জনগণের ওপর যে দমননীতি চালিয়েছে সেটা তো আজকে সর্বজন স্বীকৃত। জাপানের

৭-এর পাতায় দেখুন

## বিনাপ্রশ্নে কালো টাকা সাদার সুযোগ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত: রিহ্যাব

**স্টাফ রিপোর্টার :** অপ্রদর্শিত অর্থ বিনাপ্রশ্নে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়াকে বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। সংগঠনটির মতে, প্রস্তাবিত বাজেটের এ সিদ্ধান্তের ফলে আবাসন খাতে বিনিয়োগ আসবে, রাজস্ব বাড়বে সরকারের। গতকাল রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'ঘোষিত জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫' সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান রিহ্যাব সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রিহ্যাবের প্রথম সহ-সভাপতি লায়ন এম এ

৭-এর পাতায় দেখুন

## জমি দখল, কিশোর গ্যাং বরদাশত করা হবে না : তাপস

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ঢাদসিক) জমি দখল ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো অপরাধী চক্র সৃষ্টির চেষ্টা বরদাশত করা হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। নগর ভবন প্রাঙ্গণে গতকাল রোববার মিরনজিল্লা পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিবাসের বাসা বরাদ্দপত্র ও চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। ঢাদসিক মেয়র বলেন, 'মিরনজিল্লায় যে কাঁচাবাজার রয়েছে, সেটি ২০১৬ সালে পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রায় আট বছর পরে আমরা সেটি বাস্তবায়নে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কোনো জমি কোন ভূমিদস্যুর হাতে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। 'মীরনজিল্লা কোনো মাদকচক্র, কিশোর গ্যাং ও অপরাধ চক্রের আখড়া হতে দেব না। সকল জমি আমরা

দখলমুক্ত করব এবং আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঢাকাবাসীর জন্য আমরা সেটা কাজে লাগাব; জনকল্যাণে কাজে লাগাব। ঢাকাবাসীর জীবনমান উন্নয়নে এবং সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে যাব।' বিগত চার বছরে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সবাই হরিজন ও তেলেগু সম্প্রদায়ের এবং আগামীতেও তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানান মেয়র। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হরিজন, তেলেগুসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত করেছেন, বাসা নিশ্চিত করেছেন। আজকে আমরা সেটাই বাস্তবায়ন করে চলেছি। বিগত ৪ বছরে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে এ পর্যন্ত ২৫০ জন নতুন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দিয়েছি। এরা সকলেই হরিজন ও তেলেগু সম্প্রদায়ের।

৭-এর পাতায় দেখুন

## মিয়ানমার থেকে ফিরলেন ৪৫ বাংলাদেশি, গেলেন ১৩৪ বিজিপি ও সেনা সদস্য

**স্টাফ রিপোর্টার :** মিয়ানমারে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরেছেন ৪৫ জন বাংলাদেশি। অন্যদিকে, সংঘাতের জেরে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের ১৩৪ বিজিপি ও সেনা সদস্যকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের শূন্যরেখার জলসীমায় আসা মিয়ানমারের নৌ বাহিনীর জাহাজ ইউএমএস চিন ডুইন থেকে ৪৫ বাংলাদেশিকে নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি টাগবোট বা ছোট্ট জাহাজ গতকাল রোববার সকাল ৯ টা ৫০ মিনিটে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর মোহনা সংলগ্ন নুনিয়ারছড়াস্থ বিআইডব্লিটিএ এর জেটি ঘাট এসে পৌঁছে। একই সময় অপর একটি টাগবোটে করে ঘাটে আসেন মিয়ানমারের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এর আগে সকাল ৭টা ৫মিনিটে ওই জেটি ঘাটে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আনা হয় পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১৩৪ জন বিজিপি ও সেনা সদস্যকে। টানা ৩ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নানা প্রক্রিয়া শেষে ১৩৪ জন বিজিপি ও সেনা সদস্যকে গ্রহণ করে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর দুটি টাগবোটে করে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিআইডব্লিটিএ ঘাট থেকে যাত্রা করে তাদের সাগরে জলসীমার

৭-এর পাতায় দেখুন

## বৃক্ষমেলার অন্যতম আকর্ষণ ১০ লাখের বনসাই ও ১২ লাখের খেজুর গাছ

**স্টাফ রিপোর্টার :** কোনোটির বয়স ৩ বছর, তো কোনোটির বয়স ৫। কোনোটি চাইনিজ বট তো, কোনোটি জিনসেং বট। তবে জাতীয় বৃক্ষমেলায় ওঠা সবচেয়ে দামি বনসাইটির বয়স ৩১ বছর। জিনসেং বট প্রজাতির এ বনসাইটির দাম চাওয়া হচ্ছে ১০ লাখ টাকা। তবে এটিই বৃক্ষমেলার সবচেয়ে দামি গাছ নয়। ৮ বছর বয়সী বারহি জাতের একটি খেজুর গাছের দাম চাওয়া হচ্ছে ১২ লাখ টাকা। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) সংলগ্ন মাঠে শুরু হওয়া জাতীয় বৃক্ষমেলায় গাছ দুটি ক্রেতাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী শুধুমাত্র এ গাছ দুটি দেখতে ছুটে যাচ্ছেন। গত ৫ জুন জাতীয় বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ, সমৃদ্ধ করি বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে মেলা প্রাঙ্গণ। মেলায় ঢুকতে লাগবে না কোনো প্রবেশ ফি। এমনকি মেলায় আসা দর্শনার্থীদের ব্যক্তিগত গাড়ি রাখার জন্যও লাগবে না কোনো পার্কিং ফি। মেলার মূল গেটের পাশে নিজ দায়িত্বে রাখা যাবে ব্যক্তিগত গাড়ি। মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা যায়, ১২০টি স্টলের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি ৮০টি প্রতিষ্ঠান ও নার্সারি এবারের বৃক্ষমেলায় অংশ নিয়েছে। মেলায় ঢাকার নার্সারির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নার্সারিগুলোও নিজেদের গাছের প্রদর্শনী ও বিক্রি করছে। মেলায় অংশ নেওয়া বেশ কয়েকটি স্টলে দেখা মিলছে দৃষ্টি নন্দন বনসাই। এর মধ্যে সবচেয়ে দামি বনসাইটি প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য এনেছে বরিশাল নার্সারি। মূল ফটক দিয়ে মেলায় প্রবেশের পর হাতের বাঁ দিকে দুই-তিনটি স্টল এগোলোই মিলবে এ নার্সারির স্টলটি। স্টলের সামনে খালি জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন জাতের বনসাই গাছ। সেখানেই রাখা হয়েছে মেলার সবচেয়ে দামি বনসাইটি। জিনসেং বট প্রজাতির এ বনসাইটি আনা হয়েছে চীন থেকে। সেই দেশে এ বনসাইটি ২৩ বছর ছিল। আর বাংলাদেশে বরিশাল নার্সারিতে আছে ৮ বছর ধরে।

৭-এর পাতায় দেখুন

## ফেসবুক লাইভে আপত্তিকর বক্তব্য ব্যারিস্টার আশরাফকে তলব, মামলা পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা

**স্টাফ রিপোর্টার :** ফেসবুক লাইভে এসে হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ও কয়েকজন আইনজীবী নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার ঘটনায় ব্যারিস্টার এম.আশরাফুল ইসলাম আশরাফকে তলব করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। বক্তব্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আগামী ২৯ আগস্ট তাকে সশরীরে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে, ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলামকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত সব কোর্টে মামলা পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আপিল বিভাগ। ফেসবুক থেকে তার এ ভিডিও সরাতে বিটিআরসিকে নির্দেশও দিয়েছেন আদালত। এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি নিয়ে গতকাল রোববার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ৬ সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে গতকাল আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ (এএম) আমিন উদ্দিন। এ বিষয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

# উপজেলা নির্বাচনে নতুনদের জয়জয়কার : টিআইবি

**স্টাফ রিপোর্টার :** চলমান ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম চার ধাপের ৪৪২ উপজেলায় নতুনদের জয়জয়কার দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সরকারের এ নির্বাচনে তিন পদের ভোটে ১ হাজার ২১০ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৯৩০ জনই নতুন মুখ। মাত্র ২৭৯ জন জনপ্রতিনিধি আছেন যারা পঞ্চম উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গতকাল রোববার রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে দুর্নীতি বিরোধী সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত 'ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে হলফনামা বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত ফলাফল' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। টিআইবি বলছে, ৪৪২ উপজেলার মধ্যে ৩০৩ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে নতুন মুখ নির্বাচিত হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান পদে নবনির্বাচিত মুখ ৩১৭ জন। বিগত পঞ্চম উপজেলা পরিষদে ছিলেন ৬৫ জন। নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩১০ জন নতুন মুখ। ৮৪ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যান আছেন যারা গত উপজেলায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। টিআইবির তথ্য অনুযায়ী, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে তিন পদে মোট প্রার্থী ছিলেন ৫ হাজার ৪৭২ জন। চেয়ারম্যান পদে ১ হাজার ৮৬৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ হাজার ৯৫ জন এবং নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করেছেন ১ হাজার ৫১৩ জন। আইন অনুযায়ী, দলীয় প্রতীকে ভোটের বিধান থাকলেও নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে এবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলগতভাবে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী। মন্ত্রী-এমপিদের ভোটে স্বজনদের সরে দাঁড়ানোর নির্দেশনা থাকলেও দলীয় নিয়ম অমান্য করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপিদের ৫৪ জন স্বজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদিকে বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ১৩১ উপজেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা। এতে বহিষ্কৃত হয়েছেন ২০১ জন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ জাতীয় নির্বাচনের তুলনায়ও কম। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৭৬ জন যার মধ্যে ১৪ জন জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

## সপ্তাহের শুরুতেই পুঁজিবাজারে হোঁচট, ডিএসইর প্রধান সূচক হারাল ৬৫ পয়েন্ট

**স্টাফ রিপোর্টার :** সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের বড় পতনে লেনদেন হয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান সূচক কমেছে ৬৫ পয়েন্ট। পাশাপাশি উভয় শেয়ারবাজারেই কমেছে লেনদেন। গতকাল রোববার পুঁজিবাজারে চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস শেষে এ তথ্য জানা যায়। ডিএসইতে গতকাল রোববার কমেছে সব কটি সূচকের মান। প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬৫ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৭১ দশমিক ৫৬ পয়েন্টে। আর ডিএস-৩০ সূচক ২২ দশমিক ৫২ পয়েন্ট ও ডিএসইএস সূচক ১৫ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে যথাক্রমে ১ হাজার ৮৩৫ দশমিক ৪৫ পয়েন্ট ও ১ হাজার ১২০ দশমিক ৮২ পয়েন্টে। ডিএসইতে এদিন কমেছে লেনদেনের পরিমাণও। এদিন লেনদেন হয়েছে ৩৫৭ কোটি ৯০

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ৫০০/-

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

## তর্কাতর্কি থেকে কনস্টেবল

তর্কাতর্কি হয়েছে। তার ফলশ্রুতিতেই একপর্যায়ে মনিরুলকে গুলির ঘটনা ঘটেছে। তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত কনস্টেবলকে পুরোপুরি জিজ্ঞাসাবাদের পরে বিস্তারিত বলতে পারব। তিনি আরও বলেন, সাময়িক উত্তেজনার কারণেই হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আর খুব বেশি কিছু না। তার কারণ কনস্টেবল কাউসার স্বাভাবিকভাবেই ডিউটি করছিলেন এবং ডিউটির যে স্ট্যান্ডার্ড সেটিও সে যথাযথভাবে পালন করতেন। কাজেই এটা তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটেছে বলে। যেটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে, যদিও সুনির্দিষ্ট করে বলতে আরও তদন্ত করে দেখতে হবে। দুই কনস্টেবলের মধ্যে আগে থেকে কোনো বিরোধ ছিল কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে বিরোধের কোনো বিষয় পাইনি। তাদের মধ্যে বিরোধ ছিল এমন কোনো তথ্যও আমাদের কাছে নেই। আমরা গতকাল অভিযুক্ত কনস্টেবল কাউসারের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু সে ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। কনস্টেবল কাউসারের গত এক-দুই মাসের ডিউটির রেকর্ড দেখেছি। যেখানে দেখা গেছে তিনি যথাযথভাবে ডিউটি করেছেন। এখন কি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল সে বিষয়ে আমরা এখনও পরিষ্কার না। তদন্ত করে পরে বিস্তারিত বলা যাবে। শনিবার (০৮ জুন) দিনগত রাতে বারিধারায় ফিলিস্তিন দূতাবাসের নিরাপত্তার দায়িত্বে অন্যান্য পুলিশ সদস্যের মতোই দায়িত্ব পালন করছিলেন কনস্টেবল মনিরুল ও কাউসার। রাত পৌনে ১২টার দিকে হঠাৎ সহকর্মী মনিরুলকে নিজের বন্দুক দিয়ে গুলি করেন কনস্টেবল কাউসার। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান মনিরুল। এ সময় হামলাকারীর এলোপাতাড়ি গুলিতে পাশে থাকা জাপান দূতাবাসের গাড়িচালক সাজ্জাদ হোসেনও আহত হন। তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হামলাকারী কনস্টেবল কাউসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত মনিরুল ইসলামের বাড়ি নেত্রকোনায়। তার তিন বছরের একটি সন্তান রয়েছে।

## কুরিয়ারে জাল নোট যাচ্ছে মফস্বলের

চক্রের মূল হোতা লিয়াকত হোসেন জাকির ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের বিভিন্ন টিমের কাছে ৬ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন। লিমা আক্তার রিনা দুইবার এবং রুমানা ইসলাম ইয়াবা ও আইসসহ গ্রেপ্তার হয়ে জেল-হাজতে ছিলেন। জেল-হাজতে থেকেই বর্তমানে জাল নোট কারবারি চক্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর এ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ডিবি বলছে, ঈদকে ঘিরে অন্যান্য বছরের মতো সক্রিয় জাল টাকার কারবারিরা। সুযোগ কাজে লাগাতে রাজধানীর কদমতলীতে তৈরি করা হচ্ছিল জাল টাকা। চক্রটি বিপুল পরিমাণ জাল নোট বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঢাকায় তৈরি এই জাল নোট বিক্রির জন্য যোগাযোগ হতো অনলাইনে আর লেনদেন হতো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। লেনদেনের পর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হয় জাল নোট। যার বেশিরভাগ এবার যাচ্ছে মফস্বলে। টার্গেট কোরবানির পশুর হাট। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত) মশিউর রহমান অভিযান শেষে সাংবাদিকদের বলেন, ২৫ বছর ধরে জাল টাকার খুচরা ও পাইকারি কারবার করায় বিভিন্ন মানের জাল নোট ও রুপি তৈরিতে অত্যন্ত দক্ষ লিয়াকত হোসেন জাকির। তিনি ২০১২ সাল থেকে ৫০০ ও ১ হাজার টাকার জাল নোট তৈরি করলেও বর্তমানে সাধারণ মানুষ যেন সন্দেহ করতে না পারেন সেজন্য ছোট নোটের পাশাপাশি ১০০ ও ২০০ টাকার জাল নোট তৈরি করতেন। বর্তমানে কাগজ, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের কালি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় জাকির ১ হাজার টাকার ১০০টি নোটের বান্ডেল ১৮-২০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। গত ১২ বছরে জাকির কখনও জাল টাকা খুচরায় বিক্রি করেননি। নারী-পুরুষ মিলে তার প্রায় ১৫-২০ জন কর্মচারী আছেন, যাদের মাসে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা বেতন দিতেন। তারা ব্যক্তি পর্যায়ে জাল টাকা বিক্রি করলে ধরা পড়তে পারেন, সেই ঝুঁকি এড়াতে অনলাইনে বিশেষত ফেসবুক ও মেসেঞ্জারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে কুরিয়ারের মাধ্যমে জাল নোট পৌঁছে দিতেন। তিনি বলেন, জাল নোট তৈরির সময় সহযোগীরা গ্রেপ্তার হলে জাকির মাজারে মাজারে অবস্থান করতেন। মাজারের কচ্ছপ, মাছের খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে তাকে মাজার জাকির বলা হয়। অপরাধীদের কাছে বিভিন্ন জেলায় জাল নোটের ছোট ছোট ঘরোয়া কারখানা স্থাপনকারী জাকিরের কাছ থেকে কারিগর, সফট কপি, পরামর্শ এমনকি মডেল জাল রুপি নিয়ে থাকেন বলে জাকিরকে গুরু জাকির বলেও চেনেন অনেকে। জাল নোট প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও আন্তরিক হওয়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, সারা বছর গোয়েন্দা কার্যক্রম চালাতে হয়। নানান ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। কারণ চক্রগুলো সারা বছরই জাল নোট তৈরি করে। কয়েক দিন আগে এক নারীই ৫০ লাখ জাল টাকা নিয়েছেন জাকিরের কাছ থেকে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে তারা কী পরিমাণ জাল নোট বাজারে ছাড়ছেন। চক্রে ১৫-২০ জন এজেন্ট রয়েছেন, যারা সারা দেশে জাল টাকা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে গরু-ছাগল বিক্রি বা লেনদেনের সময় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে টাকা যাচাই-বাছাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেন এই কর্মকর্তা।

## এমপি আনার হত্যা

রহমানকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। দুই দফায় তাদের ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। তারা তিনজনই ঘটনার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। বর্তমানে তারা কারাগারে আটক রয়েছেন। ১২ মে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে ভারতে যান এমপি আনার। ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। পরদিন চিকিৎসক দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন আনোয়ারুল আজীম। বাড়ি থেকে বেরোনোর পাঁচদিন পর ১৮ মে বরাহনগর থানায় আনোয়ারুল আজীম নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। এরপরও খোঁজ মেলে না তিনবারের এই সংসদ সদস্যের। ২২ মে হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার পার্শ্ববর্তী নিউটাউন এলাকায় সঞ্জীবা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। ঘরের ভেতর পাওয়া গেছে রক্তের ছাপ। তবে ঘরে মেলেনি মরদেহ। এ ঘটনায় ২২ মে ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন তার মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন। মামলার এজাহারে এমপির মেয়ে উল্লেখ করেন, ৯ মে রাত ৮টার দিকে আমার বাবা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের সংসদ সদস্য ভবনের বাসা থেকে গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১১ মে ৪টা ৪৫ মিনিটে বাবার সঙ্গে মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বললে বাবার কথাবার্তায় কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয়। এরপর বাবার মোবাইলফোনে একাধিকবার ফোন দিলে বন্ধ পাই। ১৩ মে আমার বাবার ভারতীয় নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। মেসেজে লেখা ছিল 'আমি হঠাৎ করে দিল্লি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভিআইপি আছে। আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। পরে ফোন দেবো'। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাবার খোঁজখবর করতে থাকি। কোনো সন্ধান না পেয়ে বাবার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস কলকাতার বরাহনগর পুলিশ স্টেশনে সাধারণ ডায়েরি করেন। বাবাকে খোঁজাখুঁজি অব্যাহত রাখি। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানতে পারি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাবাকে অপহরণ করেন। বাবাকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি। 'এছাড়াও আরও কয়েকটি মেসেজ আসে। মেসেজগুলো বাবার মোবাইলফোন ব্যবহার করে অপহরণকারীরা করে থাকতে পারে'- এজাহারে উল্লেখ করেন ডরিন।

## কলকাতায় খাল থেকে

রোববার সকালে সিয়ামকে নিয়ে ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজার থানা এলাকার কৃষ্ণমাটিতে বাগজোলা খালে নামে সিআইডি। তল্লাশির পর একটি ঝোপের পাশ থেকে বেশ কিছু হাড়গোড় উদ্ধার হয়। হাড়গুলো প্রাথমিক ভাবে দেখে অনুমান করা হচ্ছে, সেগুলো মানুষেরই। যদিও তা আনোয়ারুল আজিমেরই কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ জন্য করতে হবে ফরেনসিক পরীক্ষা। এর আগে নিউটাউনের অভিজাত আবাসিক কমপ্লেক্সের সেপটিক ট্যাংক থেকে ছোট ছোট কিছু মাংসের টুকরো উদ্ধার করেছিল সিআইডি। সেই মাংস কি আনোয়ারুলেরই, তা জানতে ফরেনসিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। এবার উদ্ধার হওয়া হাড়গুলোও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে সিআইডি সূত্রে জানানো হয়েছে। হাড়গুলো যদি সত্যিই বাংলাদেশের এমপির হয় তা হলে সেটা হবে এই মামলায় সিআইডি তদন্তে বড় অগ্রগতি। অবশ্য হাড়গুলো সত্যিই বাংলাদেশের এমপি আনারের কি না তা ফরেনসিক পরীক্ষায় জানা যাবে না। এজন্য প্রয়োজন হবে ডিএনএ প্রোফাইল করার। সে জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে হবে আনোয়ারুলের রক্তের সম্পর্কিত কারও থেকে। সিআইডি সূত্রে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাংসের টুকরো বা হাড়ের ডিএনএ প্রোফাইলিং করতে আনোয়ারুলের কন্যাকে তলব করা হয়েছে। তিনি এসে নমুনা দেবেন বিশেষজ্ঞদের কাছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সীমান্তের কোনও জায়গা থেকে সিয়ামকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। শনিবার তাকে বারাসত আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাকে ১৪ দিন পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। তারপর রোববার সকালেই সিয়ামকে নিয়ে কৃষ্ণমাটিতে যান সিআইডি কর্মকর্তারা। সিআইডি সূত্রে খবর, গত ১৩ মে আনোয়ারুলকে খুনের পরে নিউ টাউনের অভিজাত সেই আবাসিক কমপ্লেক্স থেকে ওই সংসদ সদস্যের মরদেহের খণ্ড ট্রলি সুটকেসে ভরে কৃষ্ণমাটিতে বাগজোলা খালে ফেলে দিয়েছিল সিয়াম। সঙ্গে ছিল খুনের মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত জিহাদ হাওলাদার। জিহাদকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি। খালে মরদেহ ফেলে সিয়াম আবার নিউ টাউনের অভিজাত আবাসিক কমপ্লেক্সে ফিরে এসেছিল বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। এরপর গত ১৬ মে বিহার হয়ে নেপালে পালিয়ে যায় সিয়াম।

## রাজধানীর অস্থায়ী কোরবানির

বাজারসংলগ্ন আশপাশের খালি জায়গা, লিটল ফ্রেন্ডস ক্লাবসংলগ্ন খালি জায়গা ও কমলাপুর স্টেডিয়ামসংলগ্ন বিশ্বরোডের আশপাশের খালি জায়গা, দনিয়া কলেজসংলগ্ন আশপাশের খালি জায়গা, ধোলাইখাল ট্রাক টার্মিনালসংলগ্ন উন্মুক্ত এলাকা, আমুলিয়া মডেল টাউন এর আশপাশের খালি জায়গা, রহমতগঞ্জ ক্লাবসংলগ্ন আশপাশের খালি জায়গা, শ্যামপুর কদমতলী ট্রাক স্ট্যান্ডসংলগ্ন খালি জায়গা, সারুলিয়া স্থায়ী কুরবানির পশুর হাট। জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবু নাছের বলেন, কমলাপুর স্টেডিয়ামের কাছে বিশ্বরোডের আশপাশের খালি জায়গায় পশুর হাটের ইজারা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় আফতাব নগরে আমরা পশুর হাট বসাচ্ছি না।

## বাজেট ২০২৪-২৫

আইসিটি সেক্টরের কর অব্যাহতি আগামী তিন বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে। আমাদের দাবি পূরণ হওয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। তবে আমাদের দাবি এটি পাঁচ বছর করা হোক।' তথ্যপ্রযুক্তি স্মার্ট বাংলাদেশের নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকটি সেক্টরকে স্মার্ট হতে হবে এবং এ স্মার্ট হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে তথ্যপ্রযুক্তি খাত। 'ডেটা প্রাইভেসি অ্যাক্ট নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি, যার মূল প্রতিপাদ্য দেশের তথ্য দেশে রাখা। আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে ডেটা সেন্টার গড়ে তুলছেন বলে জানান রাসেল। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে তথ্য প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে চাই। কর অব্যাহতি তিন বছর থেকে পাঁচ বছরে বাড়ানো হবে ড় এটা আমি বিশ্বাস করি। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের সকল প্রযুক্তি চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে সেটাই আমাদের বিশ্বাস। সরকারের কাছে একটু নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন আমাদের।' বেসিস সভাপতি বলেন, 'আইসিটি সেক্টর থেকে ক্যাশলেসের যাত্রা শুরু হলে সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে সেটির ক্ল্যারিটির প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে আমরা বসতে চাই। ক্যাশলেস আমরা হতে চাই, তবে আমরা এর ক্ল্যারিটি চাই।' এ সময় নতুন দাবি জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের ক্লাউড সার্ভিস এবং ওয়েব হোস্টিং-এর ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজারের মাত্র ১০ শতাংশ দেশীয় উদ্যোক্তাদের হাতে রয়েছে। নতুন করে একে করের আওতায় আনা হলে তা দেশীয় উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করবে। ওয়েব হোস্টিং ও ক্লাউড সার্ভিসেসের স্থানীয় বাজার যেভাবে বাড়তে যাচ্ছে, তাতে করে বাংলাদেশি তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে এ দুটি খাতকে কর অব্যাহতির আওতায় অবশ্যই রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি এ হাই-টেক পার্কের বিনিয়োগকারীরা তাদের বর্তমান শুল্কমুক্ত সুবিধা হারিয়ে প্রায় সব ক্যাটাগরির মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর ১ শতাংশ আমদানি শুল্কের মুখোমুখি হতে পারেন। এটি পুনর্বিবেচনা করে হাই-টেক পার্কের বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমান শুল্কমুক্ত সুবিধা বহাল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাসেল টি আহমেদ।

## ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সঠিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রকৃত ভিক্ষুকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন করা হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন উপখাতে ৬৪ জেলায় ৫০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

## সরাসরি বিমান যোগাযোগ দক্ষিণ

প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে চার্টার্ড ফ্লাইট চলাচল করলেও এক্ষেত্রে বিদ্যমান এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট সংশোধন করার মাধ্যমে নিয়মিত ফ্লাইট চালুর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে নিয়মিত সরাসরি ফ্লাইট চালু হলে এ দেশের ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী এবং প্রবাসী শ্রমিক ভাইয়েরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। সাক্ষাৎকালে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া সংশোধিত এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্টের কপি বাংলাদেশ পক্ষকে পাঠিয়েছে। আমরা আশা করি খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যেই দুই পক্ষ বিদ্যমান বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছে চুক্তি সই করতে পারবো। এগ্রিমেন্টটি সই হলে তা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালুর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। সরাসরি বিমান যোগাযোগ দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

## ব্যাংক লেনদেনের নতুন সময়সূচি

সময়সূচি অনুযায়ী ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

## বেনজীরের শুনানি পেছাতে

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা। এ ছাড়া মাদারীপুর ও কক্সবাজারের সম্পত্তি দেখাশোনা করবেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক। প্রসঙ্গত, বেনজীরের বিশাল বিত্তবৈভব নিয়ে গত ৩১ মার্চ ও ৩ এপ্রিল প্রতিবেদন প্রকাশ হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। এতে সাবেক এই আইজিপি ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গোপালগঞ্জের সাহাপুর ইউনিয়নে সাভানা ইকো রিসোর্ট নামে প্রায় ১৪০০ বিঘা জমিতে একটি রিসোর্ট গড়ে তুলেছে বেনজীর পরিবার। এ ছাড়া ঢাকা ও পূর্বাচলে সাবেক এ আইজিপির একাধিক ফ্ল্যাট ও বাড়ি আছে। তার স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আছে অন্তত ছয়টি কোম্পানি। পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে বেনজীরের বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকারও বেশি হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। পরবর্তীতে অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষে গত ১৮ এপ্রিল অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জিশান মীর্জা ও তিন মেয়ের নামে ১৯৬টি দলিলে থাকা ৬২৭ বিঘা জমি (২০ হাজার ৭০৩ শতক), ৩৩টি ব্যাংক হিসাব ও ২৫টি কোম্পানিতে বিনিয়োগের সন্ধান পায় দুদক। এরপর সংস্থাটির আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন আদালত। আদালতের নথি থেকে জানা যায়, বেনজীরের সম্পত্তির একটি বড় অংশ রয়েছে তার নিজ জেলা গোপালগঞ্জের তিন উপজেলায়। গোপালগঞ্জ সদরে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬৫টি দলিলে ২৪০ বিঘা জমি কিনেছেন তিনি। টুঙ্গিপাড়ায় তিনটি দলিলে ৪৭ শতাংশ, কোটালীপাড়ায় ৩৫ বিঘা জমি কিনেছেন। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলা মাদারীপুরের রাজৈরে ২০২১ ও ২০২২ সালে তার স্ত্রী জীশান মীর্জার নামে প্রায় ২৮০ বিঘা জমি কেনা হয়েছে। বেনজীর আহমেদ ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি এলিট ফোর্স র‌্যাবের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পান। এর আগে তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাড়ে চার বছর র‌্যাবের নেতৃত্ব দেওয়ার পর ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব পান তিনি।

## সৌদি পৌঁছেছেন ৭২৪১৫ জন

শতাংশ, আর মোট হজযাত্রীদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ সৌদি পৌঁছেছেন। এদিকে হজ পালন করেতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ১২ জন মারা গেছেন। সর্বশেষ ৬ জুন মক্কায় শেখ আরিফুল ইসলাম (৫৭) নামে একজন মারা গেছেন।

বিজ্ঞাপন এর আগে, গত ৯ মে বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রথম ডেডিকেটেড ফ্লাইট ৪১৫ জন হজযাত্রী নিয়ে সৌদির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এর মাধ্যমেই চলতি বছরের হজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। হজের শেষ ফ্লাইট যাবে ১২ জুন। এ বছর সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গাইডসহ হজ পালনে সৌদি আরব যাবেন ৮৫ হাজার ২৫২ জন। এর মধ্যে সরকারিভাবে নিবন্ধন করেছেন ৪ হাজার ৫৬২ জন। আর বেসরকারিভাবে নিবন্ধন করেছেন ৮০ হাজার ৬৯৫ জন। প্রতি প্রতি ৪৪ জনে একজন করে গাইড হিসেবে ১ হাজার ৮৯৯ জন হজযাত্রীদের সঙ্গে যাবেন। হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এজেন্সির সংখ্যা ২৫৯টি। হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট ২০ জুন আর শেষ ফিরতি ফ্লাইট ২২ জুলাই। সৌদি আরবে পবিত্র ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ জুন।

## রাঘব বোয়ালদের লুটপাট বন্ধ করার

অবশ্যই শান্তি সমাবেশ করতে হবে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আগামীতেও এ ধরনের হুমকি মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগীরা সবাই আমরা প্রস্তুত।' সীমান্ত এলাকায় মানুষ হত্যার মহোৎসব চলছে, বিএনপির এমন মন্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, 'সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা মাঝেমধ্যে ঘটে। বিএনপির আমলে তো এটা আরও বেশি হয়েছিল। কিন্তু এটা যে মহোৎসব বা উৎসব, এটা তো বলা যায় না। কোনও ঘটনা ঘটলেই দুই দেশ একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করছে, পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থাও নিচ্ছে। হত্যার উৎসব বা মহোৎসব শব্দ বিএনপির আবিষ্কার করা। তারা নিজেরা যা চর্চা করে, এখনও তা-ই মনে করে।' কালো টাকা প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক বলেন, কালো টাকা সাদা তো সাইফুর রহমান করেছেন, বেগম খালেদা জিয়াও করেছেন। আমি বলতে চাই না, বেগম জিয়া ও সাইফুর রহমান তাহলে দুর্বৃত্ত? এই বাজেট করা হয়েছে রাঘব-বোয়ালদের লুটপাট বন্ধ করার জন্য।' ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি যে লুটপাটের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়েছিল, সেই অন্ধকার পথ থেকে এই দেশকে শেখ হাসিনা উদ্ধার করেছেন। লুটপাট করার জন্যও না। উল্টো লুটপাট আমরা বন্ধ করেছি। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। তবে দুর্নীতিবাজদের বিচার করার সাহস বিএনপির ছিল না, শেখ হাসিনার আছে। লুটপাট করে কেউ পার পেয়ে যেতে পারবে না। এযাবৎকালে সেটা প্রমাণিত হয়েছে।' নিজের লোককে শায়েস্তা করার সাহস বিএনপির নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বুয়েটে সনি হত্যার বিচার কে করেছে? আর আবরার হত্যায় যে কয়েকজন মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, সবাই ছাত্রলীগ বলে পরিচিত। বিশ্বজিৎ হত্যার বিচার কি হয়নি? তারা কি তাদের সময় তাদের দলের কোনও নেতার একটা বিচার করেছে? আশরাফুল হুদা, রকিবুল হুদা, এসপি কোহিনূরড়এদের বিচার কে করেছে? বেনজির, আজিজও দুর্নীতি করে ছাড় পাবেন না। তারা আওয়ামী লীগের লোক নন। একজন পুলিশ অফিসার, আরেকজন সেনা অফিসার। কথা হচ্ছে, দুর্নীতি করে সব ছাড় পেয়েছে, যেটা বিএনপি করেছে। আমরা ইম্পিউনিটি কালচার গড়ে তুলিনি।' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমরা সবাই চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না। আমরা সবাই যেন বধির হয়ে গেছি। ৯ মাস পর চার জন হোস্টেসকে উদ্ধার করলো, তাতে মনে হচ্ছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীই যেন বিশ্বনেতা। আন্তর্জাতিক সব মিডিয়া তাকে মহামানব বানিয়েছে। আর বাইডেন সাহেব ফ্রান্সে বসে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। নেতানিয়াহু প্রশংসাজনক কাজ করেছেন, সে জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষ সাক্ষী, শেখ হাসিনা ছাড়া একজন রাষ্টনেতা বলবেন না ২১৩ জন সাধারণ নারী-শিশুসহ হত্যা করে চার জনকে উদ্ধার করেছে। এই ২১৩ জনের কথা বলার কি কেউ নেই? এই শিশুদের কী অপরাধ? এরা কি হামাস? এই সিভিলিয়ান হত্যার বিচার কি হবে না? একটা কথাও বলেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর আমাদের আরব বিশ্ব মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে।'

## ভ্যাপসা গরমে বাড়ছে অস্বস্তি

পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। এদিকে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গায় ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছিল সিলেটে ২৫৭ মি.মি.

## অনলাইনে নেই বাসের টিকিট

বুক হয়ে আছে। আমার পরিচিত অনেকেই কাউন্টার থেকে ফিরে এসেছেন। আবার কেউ ২০০-৩০০ টাকা বেশি দিয়েও টিকিট পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এবার ট্রেনের টিকিট পাইনি, আতঙ্কে আছি। ঈদের আগের দিন রাস্তায় প্রচুর যানজট হতে পারে। এর আগের সময়গুলোতে ১২ ঘণ্টার বাস যাত্রা ২৪-২৮ ঘণ্টা পর্যন্ত করার অভিজ্ঞতা আছে। বেলাল হুসাইন খান নামে আরেকজন বেসরকারি চাকরিজীবী বলেন, ১৩ জুন রাতে যাওয়ার জন্য অনলাইন থেকেই বাসের টিকিট সংগ্রহ করতে পেরেছি আরও ১০ দিন আগে। শুনতে পাচ্ছি, এখন নাকি আর টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। অনলাইন ঘেঁটে দেখা গেছে, ১৩ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গে চলাচল করা হানিফ এন্টারপ্রাইজ, নাবিল পরিবহন, শ্যামলী এন. আর. ট্রাভেলস, দেশ ট্রাভেলসসহ জনপ্রিয় পরিবহনগুলোর বাসের কোনো আসন ফাঁকা নেই; দক্ষিণবঙ্গের দিকে চলাচল করা সাকুরা পরিবহন, গ্রিন লাইন পরিবহনসহ জনপ্রিয় পরিবহনগুলোর বাসের কিছু আসন ফাঁকা আছে; পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বাসগুলোর কিছু আসন ফাঁকা আছে; এবং সিলেট রুটের বাসগুলোর কিছু আসন ফাঁকা আছে। এদিকে রাজধানীর মহাখালী আন্তঃজেলা বাস স্ট্যান্ডে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যেসব পরিবহনের বহরে ২ থেকে ২০টির কম-বেশি বাস আছে তারা যাত্রা শুরুর আগে বাসের টিকিট দিয়ে থাকে। এদের কোনো অনলাইন সিস্টেম নেই। যাত্রীরা বাসগুলোর মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে আসন সংগ্রহ করে থাকেন। অতিরিক্ত ভাড়া নিতে পারে বাসগুলো ঢাকা-সরিষাবাড়ি রুটের যাত্রী নুবায়েত হাসান বলেন, আমাদের রুটের বাসগুলোর কোনো অনলাইন সিস্টেম নেই। কখনো কখনো মহাখালী থেকে বাস ছাড়ে সেই সময় আমাদের জানা আছে। আমরা ওই সময়ের আগে গিয়ে কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে বাসে উঠি। সাধারণত এ পথে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে থাকে। তবে ঈদের সময় এ ভাড়া হয়ে যায় ৫০০ টাকার বেশি। ঢাকা-সরিষাবাড়ি রুটের একটি বাসের সুপারভাইজার সুলতান মাহমুদ বলেন, বর্তমানে ঢাকা থেকে সরিষাবাড়ির ভাড়া ৩৫০ টাকা করে। কিন্তু ঈদের ৩/৪ দিন আগে এই ভাড়া থাকবে না। কত হবে সেটি এখনই বলতে পারছি না। ঢাকা-মদন (নেত্রকোণা) রুটের যাত্রী শামস প্রত্যয় বলেন, ঢাকার মহাখালী থেকে নেত্রকোণার মদন পর্যন্ত এখন ভাড়া ৪৫০ টাকা। তবে ঈদে এটা ভোগান্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই ভাড়া ৬০০ টাকার বেশি নিয়ে থাকেন বাস সংশ্লিষ্টরা। ঢাকা-মদন (নেত্রকোনা) রুটের হযরত শাহজালাল এক্সপ্রেস বাসের মহাখালী কাউন্টার থেকে জানানো হয়, এই রুটে এখন ৪৫০ টাকাই ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। তবে ঈদ উপলক্ষ্যে ২/৩ দিন পরে ভাড়া বাড়তে পারে। তবে কত হবে সেটি এখনই বলা যাচ্ছে না। অতিরিক্ত ভাড়া নিলে ব্যবস্থা এদিকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না, সেটি তদারকি করতে মাঠে নামবে পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)। বিআরটিএর উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মো. হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ঈদের সময় বাস ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করব। সে জন্য সবকিছু প্রস্তুত করা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার প্রমাণ মিললে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিআরটিসি বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু ১০ জুন বিআরটিসির উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) শুকদেব ঢালী বলেন, বরাবরের মতো এবারও ঈদ উপলক্ষ্যে স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে। ঈদ উপলক্ষ্যে আগামী ১৩ জুন থেকে বিআরটিসি ঈদ স্পেশাল সার্ভিসের আয়োজন করেছে। ঈদ স্পেশাল সার্ভিসের টিকিট আগামীকাল থেকে বিক্রি শুরু হবে। আমাদের বাস চলবে ১৮ জুন পর্যন্ত। তিনি আরও বলেন, ঢাকা থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে মতিঝিল, জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, যাত্রাবাড়ী, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো (চাষাড়া) থেকে টিকিট বিক্রি করা হবে। বিআরটিসির তথ্য মতে, মতিঝিল বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-ঠাকুরগাঁও, ঢাকা-পঞ্চগড়, ঢাকা-নওগাঁ, ঢাকা-কুষ্টিয়া, ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-গোপালগঞ্জ, ঢাকা-জয়পুরহাট, ঢাকা-জামালপুর, ঢাকা-কলমাকান্দা রুট; কল্যাণপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-নওগাঁ, ঢাকা-নেত্রকোনা, ঢাকা-সৈয়দপুর, ঢাকা-ঠাকুরগাঁও, ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-গোপালগঞ্জ, ঢাকা-গাইবান্ধা, ঢাকা-বগুড়া, ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-লালমনিরহাট, ঢাকা-কুড়িগ্রাম, ঢাকা-কুষ্টিয়া, ঢাকা-নাগরপুর, ঢাকা-পাটুরিয়া, ঢাকা-নালিতাবাড়ী রুট; গাবতলী ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-ভাটিয়াপাড়া, ঢাকা-পাটুরিয়া রুট; জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-দিনাজপুর, ঢাকা-নওগাঁ, ঢাকা-ময়মনসিংহ, সিবিএস-২ (গুলিস্তান)-বরিশাল, ঢাকা-বগুড়া রুট; মিরপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-ঠাকুরগাঁও, ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-পঞ্চগড়, ঢাকা-স্বরূপকাঠি, ঢাকা-গোপালগঞ্জ, ঢাকা-বগুড়া রুট।

মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-দিনাজপুর, ঢাকা-লালমনিরহাট, ঢাকা-বগুড়া, ঢাকা-নওগাঁ, ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-গোপালগঞ্জ, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুট; গাজীপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে গাজীপুর-খুলনা, গাজীপুর-বরিশাল, গাজীপুর-রংপুর, গাজীপুর-বগুড়া, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুট; যাত্রাবাড়ী বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-দিনাজপুর, ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-কুড়িগ্রাম, ঢাকা-ভাঙ্গা (ফরিদপুর), ঢাকা-বরিশাল রুট; নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা-ভাঙ্গা (ফরিদপুর), ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-হবিগঞ্জ, ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-লালমনিরহাট, ঢাকা-নওগাঁ, ঢাকা-নেত্রকোণা, ঢাকা-বগুড়া রুট।

## বাড়ছে বজ্রপাত, বাড়ছে মৃত্যুও

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশে জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে আগের তুলনায় বজ্রপাতের সংখ্যা বেড়েছে। এর সাথেসাথে বেড়েছে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যাও। ফিনল্যান্ডের ভাইসেলা ইনকরপোরেশন তাদের 'জিএলডি ৩৬০' স্যাটেলাইট থেকে গ্লোবাল লাইটিং সিস্টেম অনুসরণ করে সারাবিশ্বের বজ্রপাতের পরিমাপ করে। তাদের গত ছয় বছরের তথ্য অনুসারে, প্রতি বছর বাংলাদেশের আকাশসীমায় গড়ে ৭ লাখ ৮৬ হাজার বজ্রপাত হচ্ছে। এরমধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বা দুই লাখের বেশি বজ্রপাত আকাশ থেকে মাটিতে পতিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছে, বাংলাদেশে বজ্রপাতের সংখ্যা বাড়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ আছে। সেগুলো হলো- বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রায় তিন সপ্তাহের কাছাকাছি সময় ধরে একটি হিটওয়েভ স্থায়ী হয়েছে, যা এর আগে কখনোই হয়নি। এই হিটওয়েভ বজ্রপাত বাড়ানোর পেছনে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। আরেকটি কারণ হলো বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি। প্রচণ্ড গরমে আমাদের নদীনালায় থাকা পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘে আর্দ্রতা বাড়াচ্ছে। মেঘে আর্দ্রতা বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনাও বাড়ে। এর সঙ্গে মোবাইল টাওয়ারের চার্জ ও বায়ুদূষণ অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরায়ণের ফলে যে বিপুল তাপ সৃষ্টি হচ্ছে এ কারণে বজ্রপাতের সম্ভাবনাও বাড়ে। এ ছাড়া বড় বড় গাছ কেটে ফেলায় বজ্রপাতে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বজ্রপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে ক্ষতির পরিমাণও বাড়ে। বজ্রপাতে কয়েক মিলি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা ৮০০ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রবাহিত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত না হলেও ভিকটিম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বজ্রপাতের এখনকার পরিস্থিতি আর হ্যাজার্ডের পর্যায়ে নেই। এটি এখন পুরোপুরি ডিজাস্টারে রূপান্তরিত হয়েছে। দুই দশক ধরে কোনো নির্দিষ্ট দুর্যোগে এত বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়নি, বজ্রপাতে যত মানুষ মারা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, গত এক দশকে বজ্রপতে দেশে ২ হাজার ৯০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া গত তিনমাসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০০ জনের। ২০১৪ সালে ১৭০ জন, ২০১৫ সালে ২২৬, ২০১৬ সালে ৩৯১, ২০১৭ সালে ৩০৭, ২০১৮ সালে ৩৫৯, ২০১৯ সালে ১৯৮, ২০২০ সালে ২৫৫, ২০২১ সালে ৩১৪, ২০২২ সালে ৩৪৬ এবং ২০২৩ সালে ৩৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে বজ্রের অপঘাতে। বজ্রপাতে মৃত্যুর এ সংখ্যা এসময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘটে যাওয়া এক তৃতীয়াংশেরও বেশি। এ ছাড়া বজ্রপাতে আহত হয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের পক্ষাঘাত, দুর্বলতা, মাথাঘোরা, স্মৃতিশক্তি এবং যৌনশক্তি হ্রাসের মতো উপসর্গ নিয়ে বাঁচতে হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞান সাময়িকী হেলিয়নে প্রকাশিত গবেষণা 'বাংলাদেশে বজ্রপাত পরিস্থিতির ওপর জিআইএসভিত্তিক স্থানিক বিশ্লেষণে' বলা হয়েছে, বেশিরভাগ প্রাণহানি বর্ষা-পূর্ববর্তী মৌসুম এবং বর্ষা ঋতুতে, যার মধ্যে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এতে আরও বলা হয়, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে আবহাওয়ার ধরন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ এবং ঋতু পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটছে। এ কারণেই বজ্রপাত বাড়ছে। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশে বজ্রপাত বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে বজ্রপাতপ্রবণ এলাকার পরিধিও। দেশের যেসব অঞ্চলে আগে খুব একটা বজ্রপাত হতো না, সেখানে এখন বজ্রপাত হচ্ছে। দেশের হাওর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সাধারণত বজ্রপাতপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। সম্প্রতি দেশের পাহাড়ি অঞ্চলেও বজ্রপাত এবং এতে প্রাণহানি আগের চেয়ে বেশি। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান বলেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের তাপমাত্রা আগে এখনকার মতো ছিল না। ওই সব এলাকায় তাপমাত্রা বেড়েছে, ফলে বজ্রপাতও বেড়েছে। যেসব জায়গায় বজ্রপাত আগে থেকেই বেশি, সেখানে এখন আরও বেশি হবে। যেসব অঞ্চলে কম ছিল, সেখানে বাড়বে। এ তাপমাত্রা চলমান থাকলে বছরে ৫০ শতাংশ বেশি বজ্রবৃষ্টি হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দুই বছরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলীয় ও পাহাড়ি অঞ্চলে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বরিশাল, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি। এ ছাড়া শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী ও কুমিল্লায় বজ্রপাতে মৃত্যু বেড়েছে। এসএসটিএএফের সেক্রেটারি রাশিম মোল্লা বলেন, বাংলাদেশে মোট বজ্রপাতের ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল, মে ও জুন মাসে। মৌসুমি বায়ু দেশের আকাশে আসার আগের দুই মাস এপ্রিল ও মে মাসে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে এর প্রকোপ থাকে বেশি। বর্ষায় তীব্রতা বাড়ে সুনামগঞ্জ, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামে। শীতে বেশি আক্রান্ত হয় খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট। এদিকে সমতল অঞ্চলে বজ্রপাতের পাশাপাশি দেশের পাড়াড়ি এলাকাতেও বজ্রপাত বেড়েছে। পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দারা বজ্রপাত কখনোই ভয় পেতেন না। উঁচু পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে দীর্ঘ আকৃতির বৃক্ষরাজি তাদের সুরক্ষা দিয়ে এসেছে সব সময়। তবে সে পরিস্থিতি বদলেছে। এখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখলেই দ্রুত বাড়ি ফেরেন অথবা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন পাহাড়ের বাসিন্দারা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ অঞ্চলটি প্রথমবারের মতো এমন প্রাণঘাতী বজ্রপাতের সম্মুখীন হয়েছে। এটি ঘটেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করে এবং রাস্তার পাশে প্রায় ৫ মিলিয়ন পাম গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পটি এখনও প্রত্যাশিত ফলাফল দেয়নি কারণ যে গাছগুলো রোপণ করা হয়েছিল সেগুলো বড় হতে অনেক সময় নেয়। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, যেসব খোলা মাঠে গাছ কম সেখানে লাইটনিং অ্যারেস্টার স্থাপনের অনুমোদনের জন্য আমরা পরিকল্পনা কমিশনে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আজিজুর রহমান বলেন, আগাম সতর্কবার্তা পাঠাতে আটটি বজ্রপ্রবণ জেলায় বজ্রপাত শনাক্তকরণ সেন্সর স্থাপন করেছে। আমরা বজ্রপাত শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষকে বার্তা পাঠাই। আমরা একটি পাইলট প্রকল্পও চালাচ্ছি যাতে নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত লোকজনকে বার্তা পাঠানো যায়।

## মাদারীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

**স্টাফ রিপোর্টার :** মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানকে পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে উভয় বাহনের দুই চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেস হাইওয়ের উপজেলার হাজী শরীয়াতুল্লাহ সেতু সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি মো. শাকিল আহমেদ জানান। নিহতরা হলেন- ঝিনাইদহের খালিশপুর উপজেলার বজরাপুর গ্রামের মো. ইসার ছেলে ট্রাক চালক মো. উজ্জ্বল (৩৫) এবং গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মনিরাম গ্রামের মো. মোজাহার আলীর ছেলে পিকআপ চালক মো. রায়হান (২১)। ওসি শাকিল বলেন, ঢাকা- ওই এলাকায় পাইপ বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি চিনি বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানটিকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। "এতে ট্রাকটির সামনের অংশ ও পিকআপটির পেছনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় ট্রাক চালক উজ্জ্বল ও পিকআপ চালক রায়হান গুরুতর আহত হন।" ওসি বলেন, স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ রেকারের সাহায্যে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান মহাসড়ক থেকে সরিয়ে থানায় রেখেছে। নিহতদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

## ট্রেনের ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত

**স্টাফ রিপোর্টার :** টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় এক অটোরিকশার যাত্রী নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল রোববার ভোরে উপজেলার মসিন্দা এলাকায় নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে টাঙ্গাইল রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির (জিআরপি) এসআই সুনীল চন্দ্র সূত্রধর জানান। নিহত ৪৫ বছর বয়সী আবু তালেব উপজেলার ছাতীহাটি গ্রামের আসর আলীর ছেলে। তিনি লিচু ব্যবসায়ী ছিলেন। আহতরা হলেন- একই গ্রামের সবদুল ফকিরের ছেলে অটোরিকশার চালক ছালাম (৫০) এবং শের আলীর ছেলে ইব্রাহিম (৩০)। তাদের টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসআই সুনীল বলেন, এলেঙ্গা ৫৯ নম্বর রেলগেইট এলাকা দিয়ে অটোরিকশাটি পার হচ্ছিল। এ সময় নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই আবু তালেবের মৃত্যু হয়। পরিবারের বরাতে এলেঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার বেলাল হোসেন জানান, আবু তালেব এলেঙ্গা বাজার থেকে লিচু কিনে অটোরিকশায় করে ছাতীহাটি যাচ্ছিলেন। টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আতিকুর রহমান জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে মর্গে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

## 'মোটর সাইকেলের উচ্চ শব্দ' নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত

**স্টাফ রিপোর্টার :** চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এলাকায় মোটর সাইকেলের উচ্চ শব্দ নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবকের প্রাণ গেছে। গতকাল রোববার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এলাকায় এ ঘটনায় আরো একজন আহত হয়েছে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার যুবককে আটক করার কথা জানিয়েছে পুলিশ। নিহত যুবকের নাম মনিরুজ্জামান রাফি (২৫)। আহত রায়হান (২৬) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। পতেঙ্গা থানার ওসি কবিরুল ইসলাম বলেন, 'মোটর সাইকেলের সাইলেন্সার পাইপের উচ্চ শব্দ নিয়ে' ভোরে দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া থেকে সংঘর্ষ বাঁধে। "এক পর্যায়ে রাফি ও রায়হানকে অপর পক্ষের লোকজন ছুরিকাঘাত করে। গুরতর আহত অবস্থায় দুইজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাফিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।" এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আটক করা হয়েছেবলে জানান ওসি।

## ফেনীতে কোরবানির গরু লুট খামারে খামারে আতঙ্ক

**স্টাফ রিপোর্টার :** ফেনীতে কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে খামারে খামারে গরু ডাকাতি ও লুটের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দাগনভূঞা উপজেলার একটি খামারে শ্রমিকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ১৩টি গরু লুটের পর জেলার ছোট-বড় প্রায় পাঁচ হাজার খামারির মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এসব খামারে বাড়ানো হয়েছে নিজস্ব নিরাপত্তা। ঈদের আগে চোর-ডাকাতদের হাত থেকে পালিত গরু রক্ষায় দিনরাত পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছেন খামার মালিক ও কর্মচারীরা। গরু চুরি ঠেকাতে তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব-পুলিশ। শুক্রবার মধ্যরাতে দাগনভূঞা উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের পূর্ব জয় নারায়ণপুরের 'খান অ্যাগ্রো ফার্মে' শ্রমিকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ১৩টি গরু লুট করা হয়। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পুলিশ পরিচয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লায় লুট হওয়া গরু বোঝাই পিকআপ ফেনীতে জব্দ ও আন্তঃজেলা ছিনতাই চক্রের প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে র‌্যাব জানিয়েছে। 'খান অ্যাগ্রো ফার্মের' মালিক মো. দাউদ খান বলেন, পাঁচ বছর ধরে তিনি গরু লালন-পালন করে আসছেন। শুক্রবার মধ্যরাতে ১৫-২০ জন সশস্ত্র ব্যক্তি পেছনের টিনের বেড়া কেটে খামারে ঢোকে। এরপর খামারে থাকা ব্যক্তিদের মারধর করে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলে। তিনি বলেন, পরে খামারে থাকা ২১টি গরু মধ্যে ১৩টি গরু একটি ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। লুট হওয়া সব গরু উন্নত শাহিওয়াল জাতের। প্রতিটি গরুর ওজন ছয় মণের বেশি। প্রতিটির বাজারমূল্য দুই লাখ টাকা করে ধরলে ১৩টি গরুর বাজার মূল্য ২৬ লাখ টাকা বলে জানান ওই খামার মালিক। দাগনভূঞা থানার ওসি মো. আবুল হাসিম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. মোজাম্মেল হক বলেন, আসন্ন কোরবানি মৌসুমে ফেনীতে পশুর চাহিদা রয়েছে ৮৬ হাজার। বর্তমানে জেলায় মজুদ রয়েছে ৯০ হাজার ২৫০টি পশু। বাণিজ্যিক ও পারিবারিকভাবে খামার ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত রয়েছেন ৫ হাজার ২৪৬ জন খামারি। এসব খামারির মধ্যে তিন হাজারের বেশি তরুণ খামারি রয়েছে বলে জানান তিনি। সদর উপজেলার গরু খামারি সাংবাদিক এন এন জীবন বলেন, দুই মাস আগে সদর উপজেলার কাতালিয়া গ্রামে তার খামার থেকে অস্ট্রেলিয়ান জাতের দুধের একটি বিশাল দেহী গাভী রাতের আঁধারে চুরি হয়। এতদিন অতিবাহিত হলেও গরু উদ্ধার বা জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ফেনী শহরের তরুণ খামারি অরাফাত খাঁন বলেন, কোভিডকালীন ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে গবাদিপশু পালনে ঝুঁকেছেন। প্রথম বছর ব্যবসা বুঝতে সময় লাগলেও গেল বছর বেশ ভালো ব্যবসা হয়েছে। তিনি বলেন, চলতি মৌসুমে শতাধিক গবাদিপশু লালন-পালন হচ্ছে তার খামারে। তবে গরু লুটের ঘটনায় তিনিও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। খামারের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সদর উপজেলার লস্করহাটে 'আমান অ্যাগ্রো কমপ্লেক্স' এর উদ্যোক্তা পরিচালক রিয়াজ রুবু বলেন, প্রতি বছর কোরবানিকে কেন্দ্র করে কয়েকজন বন্ধু মিলে খামারে গরু লালন-পালন করে আসছেন। বিগত সময়ের মতো এবারও বিপুল সংখ্যক গরু খামারে মজুদ রয়েছে। অন্য একটি খামারে গরু লুটের খবরে তাদের খামারেও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদিকে র‌্যাব-৭ ফেনী ক্যাম্পের অধিনায়ক স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম বলেন, "কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে আন্তঃজেলা ছিনতাই চক্রের প্রধান শামীম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন চক্রটি ছিনতাইয়ের জন্য পশুবোঝাই যানবাহন টার্গেট করে আসছিল। এরই অংশ হিসেবে চক্রটি বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ পরিচয়ে কুমিল্লা থেকে পাঁচটি গরুবোঝাই একটি পিকআপ ছিনতাই করে চট্টগ্রাম নিয়ে যায়।

## সহকর্মীকে গুলি করে হত্যার

তদন্ত করছি। প্রাথমিকভাবে হত্যাকারের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঘটনার কারণ জানতে আমরা কনস্টেবল কাউসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব। জিজ্ঞাসাবাদে আমরা এ ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করছি। আক্রমণকারীকে আমরা ইতোমধ্যে আটক করেছি। ঘটনার প্রকৃত রহস্য জানাটা খুব কঠিন হবে না। কাউসারকে কীভাবে আটক করা হয়- জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, ঘটনার পর কাউসার তার অস্ত্রটা রেখে ঘটনাস্থলের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। তখন তাকে আটক করা হয়। জাপান দূতাবাসের গাড়িচালক কীভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন- জানতে চাইলে পুলিশপ্রধান বলেন, তিনি পথচারী হিসেবে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন।

## কোটা বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল

হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', 'লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে', 'কোটা প্রথা, বাতিল চাই বাতিল চাই', 'কোটা প্রথার বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন', 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা', 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'- ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীদের একটি দল হাইকোর্টের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে লিখিত অভিযোগ দিতে যান। এ সময় শিক্ষার্থীরা ৩০ জুনের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে লাগাতার আন্দোলনের ঘোষণা দেন। আন্দোলনে আসা ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ফাহিম বলেন, ২০১৮ সালে আমরা কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়ী হয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কোটা সংসদে বাতিল করেছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছে। মেধার ভিত্তিতে দেশ গড়ার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করেছে। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভঙ্গ করেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ভেঙে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত রশিদ বলেন, আমাদের সংবিধানে সরকারি চাকরিতে সমতা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজকে কোটার মাধ্যমে মেধাবীদের অবহেলা করা হচ্ছে। এই ছাত্রসমাজ কোনো দাবি আদায়ে যতবারই রাস্তায় নেমেছে সেই দাবি আদায় করে রাজপথ ছেড়েছে। আজকেও আমরা কোটা পুনর্বহালের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি। যদি এই বৈষম্যমূলক কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা এই রাজপথ ছাড়বে না। প্রয়োজনে রক্ত ঝরবে, রাজপথে লাশ পড়বে তবুও আমরা এই দাবি আদায় করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।

## মিয়ানমার থেকে ফিরলেন ৪৫

শূন্যরেখায় অবস্থানকারী মিয়ানমারের নৌবাহিনীর জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। সেখান থেকে জাহাজটি মিয়ানমারের উদ্দেশে রওনা দেবে। বিজিবি ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্টর তথ্য মতে, গতকাল রোববার সকাল ৭টা ৫ মিনিটে মিয়ানমারের বিজিপি ও সেনা সদস্যদের চারটি বাসে করে কক্সবাজার শহরের বিআইডব্লিউটিএ এর জেটি ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আনার পর ইমিগ্রেশন ও ডকুমেন্টেশনের কার্যাদি শুরু করা হয়। এতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিবি, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও কোস্ট গার্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশস্থ মিয়ানমারের রাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মিয়ানমারের কারাগারে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা শেষে দেশে ফেরত আসতে ৪৫ বাংলাদেশি নাগরিককে আনা হয় একই জাহাজে। সেখানে চলে উভয় পক্ষের মধ্যে হস্তান্তর প্রক্রিয়া। পুরো কার্যক্রম শেষে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ও কিউ মোয়েসহ প্রতিনিধি দলকে বিদায় জানান উপস্থিত কর্মকর্তারা। এই প্রক্রিয়া নিয়ে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল বা বিজিবির কোন কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে কিছু বলতে রাজি হননি। তবে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইয়ামিন হোসেন বলেন, বিভিন্ন সময় মিয়ানমারের বাহিনীর হাতে আটক ৪৫ বাংলাদেশি কারাভোগ শেষ করে দেশে ফিরেছেন। ফেরত আসাদের মধ্যে কক্সবাজার, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসিন্দা রয়েছে। "একই সঙ্গে মিয়ানমারে সংঘাতের জেরে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১৩৪ জন বিজিপি ও সেনা সদস্যকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।" এর আগে ২৫ এপ্রিল মিয়ানমার থেকে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরে ছিলেন ১৭৩ জন বাংলাদেশি। একই সঙ্গে ওইদিন বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ২৮৮ জন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি ও সেনা সদস্যকে ফেরত পাঠায় বাংলাদেশ। ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ৩৩০ জন মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি, সেনা ও কাস্টমস কর্মকর্তাকে স্বদেশে ফেরত পাঠায় বাংলাদেশ। ২৫ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত নতুন করে দফায় আর ১৩৪ জন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি ও সেনা সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা বিজিবির হেফাজতে ছিলেন। গতকাল রোববার তারাই ফেরত যাচ্ছেন। এদিকে কারাভোগ শেষে দেশে ফেরা ৪৫ জনকে স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম বলেন, ৪৫ জনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রেখে যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম চলছে। "মিয়ানমার থেকে ফেরত আসাদের মধ্যে কোনো অপরাধী বা মামলার আসামি রয়েছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। আসামি থাকলে তাদের আইনগত প্রক্রিয়া জন্য আদালতে পাঠানো হবে। না হয় স্বজনদের হস্তান্তর করা হবে। এটি সম্পন্ন করতে কিছু সময় লাগবে। ফেরত আসা বাংলাদেশিদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হলে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার।

## সপ্তাহের শুরুতেই পুঁজিবাজারে হোঁচট

লাখ টাকার শেয়ার। যেখানে গত কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫৪২ কোটি ৬০ লাখ টাকার শেয়ার। লেনদেন কমেছে ১৮৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এ ছাড়া গতকাল রোববার ডিএসইতে ৩৯২টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দাম বেড়েছে ৩৩টি কোম্পানির, কমেছে ৩৪০টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১৯টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। লেনদেনের শীর্ষে ছিল তৌফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইস-ক্রিম। এ ছাড়া ফরচুন সুজ, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ, ইউনিলিভার কনজিউমার কেয়ার লিমিটেড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস, ই-জেনারেশন লিমিটেড, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, রূপালী লাইফ ইন্সুরেন্স, ওরিয়ন ফার্মা ও ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ ছিল শীর্ষ ১০টি প্রতিষ্ঠানের তালিকায়। অন্যদিকে দেশের অপর পুঁজিবাজার সিএসইতেও এদিন কমেছে সব সূচকের মান। গতকাল রোববার সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১০৬ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট ও সিএসসিএক্স সূচক ৬৫ দশমিক ১৭ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪ হাজার ৮৪০ দশমিক ৪৮ পয়েন্টে ও ৮ হাজার ৯২৪ দশমিক ০৯ পয়েন্টে। আর সিএসই-৫০ সূচক ৭ দশমিক ১২ পয়েন্ট ও সিএসআই সূচক ৬ দশমিক ১৮ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১ হাজার ৬২ দশমিক ৩৮ পয়েন্টে ও ৯৬৮ দশমিক ৬৮ পয়েন্টে। আর ১২৪ দশমিক ৭২ পয়েন্ট কমেছে সিএসই-৩০ সূচকের মান। সূচকটি অবস্থান করছে ১১ হাজার ৩৮৩ দশমিক ৩৭ পয়েন্টে। সিএসইতে গতকাল রোববার কমেছে লেনদেনের পরিমাণও। লেনদেন হয়েছে ১০৭ কোটি ৮২ লাখ টাকার শেয়ার। আর এর আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার শেয়ার। লেনদেন কমেছে ৯৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। সিএসইতে ২১৭টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দাম বেড়েছে ৩৪টির, কমেছে ১৫১টির ও অপরিবর্তিত রয়েছে ৩২টি কোম্পানির শেয়ারদের।

## উপজেলা নির্বাচনে নতুনদের

নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বেশি; নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের অধিকাংশ নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। জাতীয় নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচনের সব ধাপে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের দাপট অক্ষুণ্ন আছে বলে মনে করে টিআইবি। তাদের তথ্য মতে, ব্যবসায়ী প্রার্থীদের সংখ্যা চতুর্থ নির্বাচনের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ দশমিক ৩৬ শতাংশে। চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৬৯ শতাংশ ব্যবসায়ী, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের প্রায় ৬৮ দশমিক ১৬ শতাংশ, নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ২৮ শতাংশ ব্যবসাকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন। নির্বাচিতদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের হার ৫ বছরে বেড়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ; নির্বাচিত চেয়ারম্যানের প্রায় ৭৯ শতাংশই ব্যবসায়ী। নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৫০ দশমিক ৯৬ শতাংশ নিজেকে গৃহিণী/গৃহস্থালি কাজকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন। গৃহিণী/গৃহস্থালিকে পেশা হিসেবে দেখানো প্রার্থীদের ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশের আয় আছে ব্যবসা থেকে। ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ প্রার্থীর কোনো না কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে। নির্বাচিতদের ক্ষেত্রে এ হার ২০ শতাংশ। আইনি সীমা ১০০ বিঘা বা ৩৩ একরের বেশি জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ জন। আইনি সীমার বাইরে সর্বমোট জমির পরিমাণ ৮৭৪ একর। আইনি সীমার বাইরে জমি আছে সাত বিজয়ীর। সার্বিকভাবে প্রার্থীদের প্রায় ৪০ শতাংশ আয় দেখিয়েছেন সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, অর্থাৎ করযোগ্য আয় নেই তাদের। সাড়ে ১৬ লাখ টাকার বেশি আয় দেখিয়েছেন ১০ শতাংশ প্রার্থী। চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয় বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে বলে জানায় টিআইবি। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় ২৩ শতাংশের আয় ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার ওপরে, অন্যান্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ হার ৩.০৩ শতাংশ। আবার, চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় ২১ শতাংশের আয় সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, অন্যান্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫০ দশমিক ২৫ শতাংশ। বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ২৮০ জন। চেয়ারম্যানদের ৫১ শতাংশ বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন। বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ৪০। এর মধ্যে দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান আর বাকি সবাই চেয়ারম্যান। ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ বা ৩৯০ প্রার্থীর কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে। ৫ বছরে প্রায় তিনগুণের বেশি হয়েছে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা। নির্বাচিতদের ৩৯ জন বা ১২ দশমিক ৩৭ শতাংশ কোটিপতি: চেয়ারম্যানদের ১৩২ জন বা ৩০ দশমিক ৪১ শতাংশ কোটিপতি। প্রায় ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ বা ১ হাজার ৩৩৫ জন প্রার্থীর ঋণ/দায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫২৮ দশমিক ৯১ কোটি টাকা ঋণ/দায় আছে একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর। গত নির্বাচনের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ বেড়েছে দায় বা ঋণগ্রস্তের সংখ্যা; নতুন চেয়ারম্যানদের প্রায় ৪৪ শতাংশের বর্তমানে ঋণ আছে। গত ৫ বছরে একজন জনপ্রতিনিধির আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩১ হাজার ৯০০ শতাংশ; এ সময়ে জনপ্রতিনিধিদের স্ত্রী অথবা স্বামী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিতে উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা পেছনে ফেলেছেন সংসদ সদস্যদের। একজন সংসদ সদস্যের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৬৫ শতাংশ, যেখানে একজন চেয়ারম্যানের বেড়েছে ১১ হাজার ৬৬৬ শতাংশ। ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদে একজন বিজয়ীর ৫ বছরে আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৮৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ; অস্থাবর সম্পদ সর্বোচ্চ বেড়েছে ২৩ হাজার ৯৩৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ। প্রায় ৮৪ শতাংশ প্রার্থীর হলফনামার সঙ্গে আয়কর রিটার্নের সম্পদের হিসেবের পার্থক্য দেখা যায়। নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের প্রায় প্রত্যেক নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য দেখা যায়; প্রায় সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিলেন নারী প্রার্থীরা। গত ৫ বছরে ১ কোটি টাকার উপরে অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৫১ জন। ১০ বছরে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৪১ জন। দেশের মধ্যাঞ্চল, কুমিল্লা-ফেনী অঞ্চল ও খুলনা অঞ্চলে প্রার্থীদের গড় আয় ও অস্থাবর সম্পদ বেশি। বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা অঞ্চলে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ ৫ বছরে বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গাজীপুর, ময়মন-সিংহ অঞ্চলে। ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ বা ৮৫৮ জন প্রার্থী বর্তমানে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত আছেন। অতীতে অভিযুক্ত ছিলেন ১ হাজার ১০৯ জন বা ২০ দশমিক ২৭ শতাংশ। বর্তমানে ১০টির বেশি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা সাতজন, একজন চেয়ারম্যান প্রার্থীর সর্বোচ্চ মামলা চলছে ২৭টি; অতীতে ১০টির বেশি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০ জন, পূর্বে সর্বোচ্চ ২৭টি মামলা ছিল একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর। প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রধানত আঘাত, জনগণের শান্তিভঙ্গ, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান, উৎপাত, নারী ও শিশু নির্যাতন, দুর্নীতি, প্রতারণা ইত্যাদি ধরনের মামলা বর্তমানে আছে বা আগে ছিল। প্রসঙ্গত, দেশে উপজেলার সংখ্যা ৪৯৫টি। এবার চার ধাপে উপজেলা পরিষদ ভোটের ঘোষণা দিয়েছিল কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন কমিশন। ঘূর্ণিঝড় রিমালের কারণে কমিশন তা আর করতে পারেনি। চার ধাপে ৪৪২ উপজেলায় ভোট শেষ করে কমিশন। আজ ১৯ উপজেলায় ভোট হচ্ছে। সব মিলিয়ে ৪৬১ উপজেলায় ভোট শেষ হবে আজ। আইনি জটিলতা ও মেয়াদ শেষ না হওয়ায় বাকি ৩৪ উপজেলায় পরে ভোট হবে।

## ঢাকার ৬ স্ট্রিট ফুডে ডায়রিয়ার

গবেষক দলটি। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৭টি জোন থেকে এসব স্ট্রিট ফুডের ৪৫০টি নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, গড়ে প্রতি প্লেট চটপটিতে ৭ কোটি ২০ লাখ ই-কোলাই, সাড়ে ৭০০ সালমোনেলা ও সাড়ে ৭০০ ভিব্রিও ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। ছোলামুড়িতে ই-কোলাই পাওয়া গেছে সাড়ে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার, সালমোনেলা ২ হাজার ও ভিব্রিও ৩০ লক্ষ। স্যান্ডউইচে ই-কোলাই পাওয়া গেছে ২ হাজার, সালমোনেলা ২ হাজার ও ভিব্রিও ১ কোটি ৬০ হাজার। আঁখের রসে ই-কোলাই পাওয়া গেছে ৬৫ হাজার, সালমোনেলা ১৭ হাজার ও ভিব্রিও ১৩ হাজার। অ্যালোভেরা সরবতে ই-কোলাই পাওয়া গেছে ৫৬ হাজার, সালমোনেলা ১৮ লক্ষ ও ভিব্রিও ১৪ হাজার। মিক্স সালাদে ই-কোলাই পাওয়া গেছে ১ হাজার ৮০০, সালমেনোলা ৫১০ ও ভিব্রিও ৩০০। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, এসব স্ট্রিট ফুড খেয়ে প্রতি ১০ হাজার মানুষে ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়ার কারণে ২ জন, সালমেনোলা ব্যাকটেরিয়ার কারণে ৪ জন ও ভিব্রিও ব্যাকটেরিয়ার কারণে মাত্র ১ জন অসুস্থ হচ্ছেন। গবেষণা দলের প্রধান মো. লতিফুল বারি বলেন, দূষিত পানি, নোংরা গামছা, অপরিস্কার হাত, ধুলাবালিময় পরিবেশের কারণে এই ধরণের জীবাণু খাবারে মিশে যাচ্ছে। বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা কম থাকায় খাবার ও জুসে জীবাণু ঢুকে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সড়কের বিভিন্ন খাবারে খেয়ে মানুষ ই-কোলাই, সালমেনোলা ও ভিব্রিওর মতো জীবণুতে সংক্রমিত হচ্ছে। কিন্তু অসুস্থ হচ্ছেনা। কেন মানুষ অসুস্থ হচ্ছে না তা জানা যায়নি। এ সময় তিনি স্ট্রিট ফুড নিরাপদ করতে বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ ও প্রতিদিন মনিটরিং করার উপর জোর দেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়ার সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) এ. এইচ. এম সফিকুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য ডা. মোহাম্মদ মোস্তফা। এ সময় ফল নিয়ে আরেকটি গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরেন শেরে-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্টিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল হাসান এম সোলায়মান।

## ছয় অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড় হতে

রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। খুলনা ও বরিশাল বিভাগসহ রাজশাহী, পাবনা ও মাদারীপুর জেলাসমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার (১১ জুন) সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জয়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। চলমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পরে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পরে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার (১২ জুন) সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জয়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পরে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। রোববার সকাল ৬টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে সিলেটে ২৫৭ মিলিমিটার। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৩৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

## বৃক্ষমেলার অন্যতম আকর্ষণ ১০

বরিশাল নার্সারির স্বত্বাধিকারী মো. ইব্রাহিম বলেন, আমাদের নার্সারি সাভারের ব্যাংক কলোনিতে। সেখান থেকেই আমরা আমাদের বিভিন্ন জাতের গাছ নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেছি। আমরা এবার বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ইনডোর প্ল্যান্টের অন্তত এক হাজার প্রজাতির গাছের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বনসাই এনেছি। এর মধ্যে কোনোটির বয়স ৩ বছর, কোনোটির ৫ বছর, কোনোটির ৭ বছর বয়স। তবে সবচেয়ে দামি যে বনসাইটি সেটির বয়স ৩১ বছর। তিনি আরও বলেন, অনেকে বনসাই কেনার আগ্রহ দেখালেও এখন পর্যন্ত তেমন কেউ এ বনসাইয়ের দাম বলেনি। এটা সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না। তাই এর চাহিদা কম। তবে অনেকে শখের বসে এমন বনসাই কেনেনে। এছাড়া মেলায় ওঠা সবচেয়ে দামি গাছ হচ্ছে বারহি জাতের একটি খেজুর গাছ। ৮ বছর বয়সী এ খেজুর গাছের দাম ১২ লাখ টাকা চাইছে খাঁন নার্সারি। ঢাকার আশুলিয়া থেকে আসা এ নার্সারি স্টলটি মেলার ঠিক মাঝামাঝি অংশে। প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার এ খেজুর গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ধরে থাকতেও দেখা গেছে। খাঁন নার্সারির বিক্রয়কর্মী শাকিল বলেন, প্রতিবছরই আমরা দামি কয়েকটি গাছ নিয়ে আসি। সেখান থেকে দুই-একটি বিক্রিও হয়। এবারের দামি গাছগুলোর মধ্যে যেটি ক্রেতাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে সেটি বারহি জাতের একটি খেজুর গাছ। এটি সৌদি আরবের একটি জাত। প্রতিদিন অনেকে এ গাছের সঙ্গে ছবি তুলছে, দাম জানার আগ্রহ দেখাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত এ গাছের উঠেছে।

## সরকারের ক্ষমতার 'সিকিউরিটি গার্ড'

রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেছেন রাতের অন্ধকারে ২০১৮ সালের নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচন কারা করেছে? এই আজিজ সাহেব এবং বেনজীর সাহেবরা করেছেন। গতকাল রোববার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের উদ্যোগে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ ও পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ সহ-দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, আমরা জানতাম কমপক্ষে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের একটা নৈতিকতার জায়গা থাকে। কারণ তাদেরকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সবকিছু হয়। কিন্তু এই আজিজ সাহেব সেনাবাহিনীর প্রধান হন কি করে? এটাই তো বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পরে এই আজিজ সাহেব বলেছিলেন স্বাধীনতার পরে নাকি এত সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। অর্থাৎ- যে নির্বাচন ২০১৮ সালের নিশিরাতে হয়েছিল, যে নির্বাচনকে দেশের মানুষ মিডনাইট এর নির্বাচন বলে, সেই নির্বাচনকে তিনি তকমা দিলেন স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন। শেখ হাসিনা আজিজ বেনজীরদেরকে প্রটেকশন দিয়েছে তারা শেখ হাসিনাকে প্রটেকশন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে রিজভী বলেন, আপনার নিপীড়ন, গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা, ক্রসফায়ারের ভয়ে গণমাধ্যমে কর্মী, রাজনৈতিক দল আপনাদের দুর্বৃত্তপনা আপনাদের লুণ্ঠন, জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পায়নি। একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক বলেছেন, আমরা অনেক কিছুই জানতাম কিন্তু ভয়ের কারণে তা লিখতে সাহস পাইনি। কারণ, আমাদের পাশে সরকার থাকবে না সরকার থাকে বেনজীরদের পক্ষে, সরকার থাকে আজিজদের পাশে। রিজভী বলেন, এত বড় একটি ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের ঘর উড়ে গেল মানুষের চাল উড়ে গেল, সুন্দরবনের হরিণ ভেসে গেল, দেড় লাখ বাড়িক-ঘর ধ্বংস হয়ে গেল কয়জন মন্ত্রী সেখানে গেছে? বাঁচাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী এত কথা বলেন কিন্তু প্রতিদিন সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে একটি প্রতিবাদ করতে পারেন না। বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন বিশ্বের বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। তাই বাজেট সেইভাবে দিতে হয়েছে। বিশ্বের পরিস্থিতি কি ভাই? সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরো বক্তব্য দেন বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

## ব্যারিস্টার আশরাফকে তলব, মামলা পরিচালনায়

আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, দীর্ঘদিন থেকে আইনজীবী মো. আশরাফুল ইসলাম আশরাফ বিচার বিভাগ, বিচারপতিদের ক্রমাগতভাবে আদালত অবমাননামূলক বক্তব্য দিয়ে আসছেন। তার বিরুদ্ধে কয়েকজন আইনজীবী আদালত অবমাননার আবেদন করেছিলেন। শুনানি শেষে আপিল বিভাগ তলব করেছেন। একইসঙ্গে আগামী ২৯ আগস্ট পর্যন্ত তাকে আইন পেশা পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দেওয়া বক্তব্য রিমুভ করার জন্য বিটিআরসিকে বলা হয়েছে।

## জমি দখল, কিশোর গ্যাং বরদাশত

এর বাইরে আমরা নিয়োগ দিইনি। 'আগামীতে যে নিয়োগ দেয়া হবে, সেখানেও হরিজন সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এছাড়াও বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্ব স্ব সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদাভাবে বাসা বরাদ্দ দিচ্ছি, যাতে করে কোনো রকম সাংঘর্ষিক কোনো কিছু না হয় এবং শৃঙ্খলা থাকে। সুতরাং আমরা মানবতার জননী শেখ হাসিনার রূপকল্প পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছি।' কোনো অজুহাতে অপরাধ চক্র সৃষ্টির অপচেষ্টা ঢাদসিক বরদাশত করবে না উল্লেখ করে মেয়র তাপস বলেন, 'কোনো সম্প্রদায়ের অজুহাত দিয়ে আমাদের জমি বছরের পর বছর দখল করে সেখানে মাদকের আখড়া বানাবে, কিশোর গ্যাং বানাবে, অপরাধ চক্র সৃষ্টি করবে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন তা বরদাশত করবে না। সুতরাং সকল অবৈধ ভূমিদস্যদেরকে উচ্ছেদ করে আমরা আমাদের সকল সম্পদ, সম্পত্তি ঢাকাবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত করব। আজকে (গতকাল) যে ৬৬টি বাসা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, আপনারা এগুলো দেখভাল করবেন। এগুলো আপনাদের সম্পদ, সিটি করপোরেশনের সম্পদ। 'আপনাদের জীবনযাপনে যেন অবৈধ কোনো চক্র কোনো ধরনের পাঁয়তারা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে আপনার সচেতন থাকবেন। প্রয়োজনে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সেসব কঠোরভাবে দমন ব্যবস্থা নেব ইনশাল্লাহ।'

## বিনাপ্রশ্নে কালো টাকা সাদার সুযোগ

আউয়াল, সহ-সভাপতি প্রকৌশলী আবদুল লতিফ এবং সহ-সভাপতি (অর্থ) আবদুর রাজ্জাক। রিহ্যাব সভাপতি বলেন, জাতীয় সংসদে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনের আগে রিহ্যাব থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সরকারের কাছে বাজেট সংক্রান্ত দাবি তুলে ধরা হয়। এসব দাবি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বৈঠক হয়েছে। গণমাধ্যমে আমাদের দাবি এবং প্রস্তাবগুলো নিয়ে বিভি-ন্ন প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। রিহ্যাবের বাজেট প্রস্তাবনায় আমরা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনাপ্রশ্নে বিনিয়োগের সুযাগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে বিনাপ্রশ্নে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় ২০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা অর্থনীতির মূল ধারায় এসেছে। দুই হজার কোটি টাকার রাজস্ব পেয়েছে সরকার। প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখায় আমরা প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই। বিনাপ্রশ্নে অপ্রদর্শিত টাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। ওয়াহিদুজ্জামান আরও বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা। যা জিডিপির ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। আমরা রিয়েল এস্টেট খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি পরিবর্তনের অনুরোধ করবো। বর্তমানে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ব্যয় অত্যাধিক। তিনি বলেন, এর মধ্যে গেইন ট্যাক্স ৮ শতাংশ, স্ট্যাম্প ফি দেড় শতাংশ, রেজিস্ট্রেশন ফি এক শতাংশ, স্থানীয় সরকার কর ২ শতাংশ, এমআইটি ৫ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর সাড়ে ৪ শতাংশ মিলিয়ে মোট ২২ শতাংশ রেজিস্ট্রেশন খরচ। এর সঙ্গে যদি করপোরেট ট্যাক্স যোগ করা হয় তাহলে রেজিস্ট্রেশনের খরচ হয় ৩০ শতাংশ। এই রেজিস্ট্রেশন খরচ সব মিলিয়ে ৭ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। এর আগেও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি আমরা। রিহ্যাব সভাপতি আরও বলেন, রেজিস্ট্রেশন ব্যয় কম হলে ক্রেতারা জমির সঠিক মূল্য দেখাতে উৎসাহিত হবেন। ফলে অপ্রদর্শিত অর্থ তৈরি হওয়া স্বাভাবিকভাবে কমে আসবে। দেশের অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণ অপ্রদর্শিত অর্থ রয়েছে, সে জন্য অনেকাংশে দায়ী এই বড় অংকের নিবন্ধন ব্যয়। এই রেজিস্ট্রেশন ব্যয় সার্কভুক্ত দেশ এমনকি বিশ্বের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি, যা আমরা আগেও বলেছি। উচ্চ নিবন্ধন ব্যয়ের কারণে অনেকে নিবন্ধন ছাড়াই ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। যা পরে আইনি সমস্যা তৈরি করবে। আমাদের দাবি রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) ব্যয় কমানো হোক। নিবন্ধন ব্যয় কমালে রাজস্ব আয় কমবে না, বরং আরও বাড়বে।

## ডাক্তারদের অনুপস্থিতি ও অবহেলা

উত্তরে তিনি বলেন, ঢাকার বাইরের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। জেলা হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি উন্নত করতে পারি, মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে মানুষ চিকিৎসার জন্য ঢাকামুখী হবে না। আমি সেই চেষ্টাই করছি। সরকারি হাসপাতালে থেকে প্রাইভেট হাসপাতালে রোগী পাঠিয়ে দেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমি চেষ্টা করব সরকারি হাসপাতালগুলোকে স্বাবলম্বী করতে। আমাকে আরও কিছু বিষয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের হাসপাতালগুলো জরাজীর্ণ অবস্থা। আমি হেলথ প্রকৌশল বিভাগকে বলেছি হাসপাতালের ভবন ও ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা যেন মানসম্মত করা হয়। ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, এই বিষয়ে আমি একটা বড় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে সেটা আমি বলব না। আমি বেশ কয়েকবার বলছি ওষুধের দাম যেন না বাড়ে। ওষুধের দাম সরকারের নির্ধারিত মূল্যের বাইরে গেলে আমি অ্যাকশান নিতে বলব। বিএসআরএফ সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সংঘটনের সভাপতি ফসিহ উদ্দিন মাহতাব ও পরিচালনা করেন সংঘটনের সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক।

## জুনে রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া

বলছে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ মাস জুনে প্রবাসীরা সর্বোচ্চ হারে প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধভাবে প্রবাসী আয় পাঠালে প্রতি ডলারে পেয়েছেন ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবাসী আয়ের ?প্রতি ডলারের দাম ১১৭ টাকা করার পর থেকে প্রবাসী আয় বাড়তে থাকে, যার প্রভাব পড়ে জুনের প্রথম সপ্তাহেও। তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৭ কোটি ২৪ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। সরকারের মালিকানাধীন বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১ কোটি ৯০ হাজার মার্কিন ডলার। এছাড়া বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫৪ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২৪ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার।

## কৃষকের জন্য নেই সুখবর

দশমিক ৪ শতাংশ। এটি ন্যূনতম এক শতাংশ হওয়া উচিত।' কৃষি অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেন, 'কৃষিতে ভর্তুকি কমেছে। এখন কোন খাতে এ বরাদ্দ দেবে। সার-সেচ সবকিছুর খরচ বেড়েছে। যেগুলো নিয়ে কৃষকরা হিমশিম খাচ্ছে। তারা কি সুফল পাবে?'
'খাদ্যনিরাপত্তার জন্যও বড় বরাদ্দ দরকার ছিল। যেহেতু ভর্তুকি কমেছে সবখানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এটা সমন্বয় করা বড় চ্যালেঞ্জ।' এম আসাদুজ্জামান আরও বলেন, 'কোটি কোটি মানুষের এখন পেঁয়াজ-রসুনসহ নানা কৃষিপণ্য কিনতে দম ছুটে যাচ্ছে। তাদের কী হবে? যেসব কৃষিপণ্য আমদানি হচ্ছে, সেখানে কীভাবে সুবিধা দেবে? দাম কমে মানুষ কীভাবে পাবে, নাকি বর্তমান দাম স্থিতিশীল রাখতে হবে- সবকিছু অস্পষ্ট।' বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন বিকল্পের নীতিনির্ধারণী গবেষণার (উবিনীগ) নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার বলেন, 'কৃষকদের উৎপাদন ও ফসল বিক্রির সমস্যা। তারা ন্যায্যমূল্য পায় না। ফসল সংরক্ষণও করতে পারে না টাকার অভাবে। সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড চড়া দামে সেসব কৃষিপণ্য কিনছে। বাজেটে এসব প্রতিরোধে জন্য কোনো উদ্যোগ নেই।' সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক বলেন, 'এখন কৃষিখাত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে নিচ্ছে। তবে এ সেক্টরের বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ের বিষয়টি অনেক সময় শিল্পমন্ত্রণালয়, কখনো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। কৃষিতে কোনো বাজেট আসে না। দেশের পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট লস কমানোর জন্য ভ্যালু চেইনে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। সেই জায়গায় বেসরকারিখাতকে বিনিয়োগে উৎসাহী করতে কোনো পদক্ষেপ নেই। তাদের ক্রেডিট সাপোর্ট, ক্যাশ সাপোর্ট বা প্রণোদনা দিয়ে সহায়তার অঙ্গীকার থাকা দরকার ছিল।' তিনি বলেন, 'এখন উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণে যত্নশীল হওয়া দরকার। কারণ উৎপাদনকারী দাম পাওয়ার জন্য সেটা জরুরি। দাম পেলে উৎপাদন এমনি বাড়বে। এছাড়া রপ্তানিকারকদের সুবিধা দিতে হবে।' দেশের অর্থনীতি সম্প্রসারণ ধারায় রয়েছে প্রধানত দুটি সূচকের উন্নয়নে। একটি কৃষি এবং অপরটি ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদনখাত। পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্সের (পিএমআই) সবশেষ তথ্য বলছে এমনটি। অথচ সেই কৃষিখাতে ক্রমেই কমছে বাজেটের হিস্যা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতের বরাদ্দ ৫ দশমিক ৯ শতাংশ, যা দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের প্রত্যক্ষ অবদানের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। গত একযুগে কৃষিখাতে বাজেটে বরাদ্দ নেমেছে অর্ধেকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষিখাতের হিস্যা ছিল ১১ শতাংশের ঘরে।

## পিরোজপুরে বাসের ধাক্কায় ২ বাইক আরোহী নিহত

**স্টাফ রিপোর্টার :** পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে নেছারাবাদ-বরিশাল মহাসড়কে উপজেলার কুনিয়ারি বেইলি ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে নেছারাবাদ থানার এসআই মো. পনির খান জানান। নিহতরা হলেন- উপজেলার জগন্নাথকাঠি গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. শাকিল ইসলাম (৩০) এবং একই এলাকার ফজলুল করিমের ছেলে মো. সাইফুল। প্রত্যক্ষদর্শী মো. বাদশা মিয়া বলেন, মোটরসাইকেলে করে দুজন বরিশাল যাচ্ছিলেন। কুনিয়ারি বেইলি ব্রিজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি বাস মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা চিৎকার করে বাসটি থামাতে বললেও চালক তা শোনেননি। বাসটি মোটরসাইকেলটিকে বেশ খানিকটা দূরে পিষে নিয়ে যায়। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শাহারুখ মল্লিক বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সান্টু সিকদার বলেন, নেছারাবাদ-বরিশাল সড়কে চলাচলকারী বেশিরভাগ বাস বরিশাল থেকে আসার সময় পথে পথে যাত্রী তোলে। পরে সময় রক্ষার জন্য নেছারাবাদের কাছাকাছি এসে বেপরোয়া গতিতে বাস চালায়। এ কারণে এ সড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। নেছারাবাদ থানার এসআই পনির খান জানান, বাসটি জব্দ এবং এর চালককে আটক করা হয়েছে।

## বগুড়ায় ২৯ মামলার আসামি ব্রাজিলকে কুপিয়ে হত্যা

**স্টাফ রিপোর্টার :** বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ২৯ মামলার আসামি ও পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ব্রাজিলকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার রাত সাড়ে ১১টায় উপজেলার মুরইল ইউনিয়নের পোড়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে কাহালু থানার ওসি সেলিম রেজা জানান। নিহত ব্রাজিল (৩২) বগুড়া শহরের গোদারপাড়া এলাকার শাহজাহান আলীর ছেলে। তবে তিনি পোড়াপাড়া এলাকাতেও থাকতেন। পুলিশ জানায়, ব্রাজিলের শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোপানো হয়েছে। তবে কী কারণে এবং কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। ব্রাজিলের নামে বগুড়া জেলার বিভিন্ন থানায় অস্ত্র, মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্য, বিশেষ ক্ষমতা আইন, চাঁদাবাজি ও অ্যাসিড নিক্ষেপের ২৯টি মামলা রয়েছে।

## মাগুরায় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, নিহত ১

**স্টাফ রিপোর্টার :** মাগুরা সদর উপজেলায় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক যুবক নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মাগুরা-যশোর সড়কে উপজেলার মঘির ঢাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে মাগুরা হাইওয়ে পুলিশের এসআই রাজিবুল ইসলাম জানান। নিহত মিনারা বেগম ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা সদরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় আহত আল আমিন (২৭) ও মিথিলাকে (১৯) মাগুরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসআই রাজিবুল ইসলাম বলেন, মহেশপুর থেকে রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকায় যাচ্ছিল। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই নারী মারা যান। এ ব্যাপারে আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

## বাগেরহাটে ভাঙাড়ি বিক্রেতা খুন

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাগেরহাট শহরে ভাঙারি বিক্রেতা এক যুবক খুন হয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে নাগেরবাজার সার্বজনীন মন্দির সড়কের মিঠুন পালের বাড়ির সামনে থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে বাগেরহাট সদর মডেল থানার ওসি সাইদুর রহমান জানান। নিহত বাশার খলিফা (২২) নাগেরবাজার রেলবস্তির প্রয়াত আবদুল আজিজ খলিফার ছেলে। নিহতের বড়ভাই মাহবুব খলিফা বলেন, গত শনিবার রাত ৯টার দিকে বাশার বাড়ির বাইরে বের হয়। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। ভোর ৫টার দিকে রাস্তায় মৃতদেহ দেখে লোকজন পরিবারকে খবর দেয়। "বাশার সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকত। ভাঙাড়ির মালামাল বেচাকেনা করত। আমার জানা মতে, তার কোনো শত্রু নেই। কারা কী কারণে আমার ভাইকে হত্যা করল তা খুঁজে বের করার দাবি জানাচ্ছি। আমি ভাই হত্যার বিচার চাই।" সদর মডেল থানার ওসি সাইদুর রহমান বলেন, "বাশারের মাথার পেছনে ও সামনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার মাথায় ভারি কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।" পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

## কুমিল্লা মেডিকেলে সেবা পেতে ভোগান্তি

**স্টাফ রিপোর্টার :** 'দালালদের দৌরাত্ম্যে' কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী ও তাদের স্বজনদের চিকিৎসা পেতে পদে পদে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবায় কুমিল্লাসহ আশপাশের জেলাগুলোর 'প্রধান বাতিঘর' খ্যাত এ হাসপাতাল থেকে বছরের পর বছর সুচিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে ভুক্তভোগীদের। রোগী ও তাদের স্বজনদের ভাষ্য, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকার পরও এ হাসপাতালে সেবা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হয় তাদের। এর মধ্যে হাসপাতালজুড়ে দালালদের দৌরাত্ম্যের বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করেছে। সেবাপ্রত্যাশীদের অভিযোগ- হাসপাতালজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ এবং ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ডে দালালদের প্রভাব বেশি। অভিযোগ রয়েছে, ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ডের অপারেশন থিয়েটারেও (ওটি) কাজ করেন দালালরা। জরুরি বিভাগ এবং ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ড থেকে রোগীদের কৌশলে প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালে নিয়ে জিম্মি করে টাকা আদায় করা হয়। এ ছাড়া উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামেও কাটা হচ্ছে রোগীদের পকেট। তবে হাসপাতালের পরিচালকের ভাষ্য, অতীতের চেয়ে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো। নিয়মিত অভিযান চালিয়ে দালালদের ধরা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রায় সময়ই ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ডের ওটিতে রোগীর কাটাছেঁড়া থেকে সেলাই পর্যন্ত দালালেরা করেন। এ ছাড়া রোগীর ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকের সিল, স্বাক্ষর ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ লিখারও অভিযোগ করেন স্বজনরা। কুমিল্লা নগরীর নেউরা-সৈয়দপুর এলাকার বাসিন্দা মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, "২৫ মে আমার মেয়ের জামাই জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে হাসপাতালের ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ডের ওটিতে যাই। সেখানে তিনজন কাজ করছেন, তাদের কারো গায়ে হাসপাতালের নির্দিষ্ট পোশাক ও পরিচয়পত্র ছিল না। ব্যান্ডেজসহ সব কাজ করছেন ওইসব লোক।" মনিরুল আরও বলেন, "যখন ব্যান্ডেজ শেষ; তখন দুজন নারী চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখেছেন একটি সাদা কাগজে। এতে অ্যান্টিবায়োটিকসহ চারটি মেডিসিন দিয়েছেন বলে জানান। বলার পরও তারা ডাক্তারের সিল ও স্বাক্ষর দিতে রাজি হননি।" জানতে চাইলে ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ডের ইনচার্জ মো. ইব্রাহীম বলেন, "ওইদিন যে তিনজন দায়িত্ব পালন করেছেন তারা আউট সোর্সিং কর্মী। তারা কাজ করতে করতে এরইমধ্যে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। তবে তাদের পরিচয়পত্র ও পোশাক ছাড়া দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।" এদিকে, সরকারি এ হাসপাতালটিকে ঘিরে গত কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধশতাধিক প্রাইভেট ক্লিনিক ও প্যাথলজি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাসপাতালে কর্মরতদের 'বিশেষ সুবিধা দিয়ে' প্রতিদিন দালালরা চিকিৎসালয়টির বিভিন্ন শাখায় দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চিকিৎসকরা রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরামর্শ দিলে এসব দালাল উন্নত চিকিৎসার টোপ দিয়ে কৌশলে নিজেদের পরিচিত ক্লিনিক ও প্যাথলজিতে নিয়ে যান রোগীদের। সেখানে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রতিবেদনে এমন সব চিকিৎসকের নাম ও স্বাক্ষর ব্যবহার করা হচ্ছে, যারা ওইসব ক্লিনিক-প্যাথলজিতে আসেন না বলেও জানা গেছে। সম্প্রতি সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মূল গেইট থেকে জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ ও ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ড পর্যন্ত কয়েকটি স্তরে বিভিন্ন ক্লিনিক-প্যাথলজির নিয়োগ করা অর্ধশতাধিক দালাল অবস্থান করছেন। জরুরি বিভাগের ভেতরে রয়েছে আরও অন্তত ১৫ জন। জরুরি বিভাগের পাশাপাশি বহির্বিভাগের চিকিৎসকের প্রতিটি কক্ষের ভেতরে একজন, কক্ষের সামনে একজন করে দালাল দাঁড়িয়ে থাকেন। জরুরি বিভাগের সিনিয়র স্টাফ নার্স দুলাল চন্দ্র সূত্রধরসহ কয়েকজনের সঙ্গে এসব দালালদের সখ্যতা রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হাসপাতালে আসা সামছুল আলম, মেজবাহ উদ্দীন, কামাল হোসেনসহ একাধিক রোগী ও তাদের স্বজনরা জানান, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরকারিভাবে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দালাল চক্রের সঙ্গে আঁতাত করে অনেক সময় রোগীদের এসব সেবা দেওয়া হয় না। বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে রোগীদের দালাল চক্রের মাধ্যমে পাঠানো হয় প্রাইভেট ক্লিনিকে। সুযোগমত দালালরাও উন্নতমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেওয়ার কথা বলে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে বসে রোগীর স্বজনদের কাছে। এ ছাড়া গ্রামের সহজ-সরল রোগী পেলে ভালো চিকিৎসার কথা বলে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করিয়ে 'বিপদে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।' দালালদের সঙ্গে সখ্যতার ব্যাপারে জানতে চাইলে বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন দুলাল চন্দ্র সূত্রধর। হাসপাতালটির পরিচালক শেখ ফজলে রাব্বি বলেন, "এই হাসপাতালে দালালের সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। তবে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি ভালো। দালালদের ধরতে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। দুই-তিনদিন পরপরই দালালরা ধরা পড়ছেন।"

# সম্পাদকীয়

## রেমিট্যান্স যোদ্ধারা ঘুরছে দ্বারে দ্বারে! যথার্থ ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রেমিট্যান্স। অধিক বেতন, উন্নত কর্মপরিবেশ ও জীবনযাপনের আশায় মানুষ নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমায়। এসব প্রবাসীর পাঠানো রেমিট্যান্স একটা দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে। রেমিট্যান্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাথাপিছু আয় এবং মোট জিডিপিও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে সবচেয়ে বেশি অবদান প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়, মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু শ্রমিকদের সঙ্গে সমাজের মর্যাদাবান ব্যক্তিদের প্রতারণার চিত্র। কীভাবে তাদের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ভদ্রবেশী প্রতারক চক্র। জানা যায়, অনিয়মের ঘটনায় চার বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালে বাংলাদেশিদের জন্য আবার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলে। তখন আবারও চক্র গড়ে ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত মার্চে মালয়েশিয়া জানায়, দেশটি আপাতত আর শ্রমিক নেবে না। যারা অনুমোদন পেয়েছেন, ভিসা পেয়েছেন, তাঁদের ৩১ মে'র মধ্যে মালয়েশিয়ায় ঢুকতে হবে। তথ্যে সূত্রে জানা যায়, ৩১ মে পর্যন্ত ৫ লাখ ২৬ হাজার ৬৭৬ জনকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছে। বিএমইটির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৬৪২ জনকে। ৩১ মে পর্যন্ত যেতে পেরেছেন ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭২ জন। সেই হিসাবে ১৬ হাজার ৯৭০ জন যেতে পারেননি। ভিসা ও ছাড়পত্র পেয়েও মালয়েশিয়া যেতে না পারা প্রায় সতেরো হাজার কর্মীদের বেশির ভাগই কয়েক লাখ টাকা দিয়েছে দালাল ও বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে। এ টাকা ফেরত পেতে তারা দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনো সুফল পাননি। জানা যায়, এক ভোক্তভোগী সাড়ে ৬ লাখ টাকা চুক্তিতে মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেতে না পারায় সেই ব্যক্তি টিকিট না পেয়ে ৩১ মে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেন থেকে পড়ে যান নদীতে। অবশেষে উদ্ধার হয়েছে লাশ হয়ে। প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান রহমান জানিয়েছেন, কর্মীদের না যেতে পারার পেছনে মন্ত্রণালয়ের কোনো গাফিলতি ছিল না। মালেশিয়া যেতে না পারাদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও মালেশিয়া যেতে না পারাদের অভিযোগের মাধ্যমে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে বলেও তিনি যানান। যদিও প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন তবুও ভুক্তভোগীদের মনে অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা থেকেই যায়। যারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মাঝে ঋণ নিয়ে বিদেশ যেতে পারেনি তাদের কী হবে? দালাল চক্রকে আইনের আওতায় এনে হাতিয়ে নেওয়া টাকা ভুক্তভোগীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। যাতে ভুক্তভোগীরা দুশ্চিন্তা আর হতাশায় মৃত্যুর মুখে না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে সরকারকেই। কেননা এরা হলো রেমিট্যান্স যোদ্ধা, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে। এদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা থাকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

## চিকিৎসা ব্যয় কমাতে ব্যবস্থা নিন

মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। খাদ্য-বস্ত্রসহ অন্যান্য চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষকে। এরমধ্যে অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে দেশে বহু মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে অব্যাহত ব্যয়বৃদ্ধির কারণে মানুষ কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা বহুল আলোচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা যায়, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে চিকিৎসা ব্যয় তিনগুণ বেড়েছে। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিকিৎসা ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। জানা যায়, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে না পারার কারণে অনেকে রোগ পুষে রাখতে বাধ্য হচ্ছে; অনেকের চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পারায় দেশের বিপুলসংখ্যক গরিব মানুষ রোগ-শোক নিয়েই বসবাস করছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করলে কেবল তখনই তারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। ওষুধের কাঁচামাল ও চিকিৎসা সরঞ্জামের আমদানি খরচ বৃদ্ধির অজুহাতে বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফিসহ সব ধরনের চিকিৎসা ব্যয় বাড়িয়েছে। জনস্বাস্থ্যবিদদের মতে, দেশে চিকিৎসাসেবার মূল্য নির্ধারণে জাতীয় মানদণ্ড বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইডলাইন নেই। এ সুযোগে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো রোগীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করছে। নিত্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির কারণে এমনিতেই মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে ওষুধের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণে বহু মানুষের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; অনেকে ঝুঁকছে ঝাড়ফুঁকের দিকে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের স্বাস্থ্য খাত মুখ থুবড়ে পড়বে। জানা যায়, চিকিৎসা ব্যয় কমানোসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আমরা মনে করি, চিকিৎসা ব্যয় সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনতে যা যা করণীয়, সরকারকে তার সবই করতে হবে। কোনো ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অনৈতিকভাবে বাড়তি মুনাফা করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসাপ্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া সরকারের দায়িত্ব। সরকারের দায়িত্ব জনগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। তা সম্ভব না হলে দেশে কাঙ্ক্ষিত মানের জনশক্তি তৈরি হবে না। তবে চিকিৎসা খাত নিয়ে যত পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করা হোক না কেন, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা রোধে কর্তৃপক্ষ কঠোর না হলে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সুফল পাবে কি না সন্দেহ। কাজেই এদিকটিতেও দৃষ্টি দিতে হবে।

> **ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিকিৎসা ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। জানা যায়, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে না পারার কারণে অনেকে রোগ পুষে রাখতে বাধ্য হচ্ছে; অনেকের চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পারায় দেশের বিপুলসংখ্যক গরিব মানুষ রোগ-শোক নিয়েই বসবাস করছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করলে কেবল**

## বাড়ছে কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য! নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিন

ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, জমি দখল, নারীদের উত্ত্যক্ত করা-সহ দেশের যেকোনো এলাকায় এখন এ ধরনের অপরাধ ঘটছে যারা 'কিশোর গ্যাং' এর নাম আসছে। অথচ এক যুগ আগেও পাড়া-মহল্লাকেন্দ্রিক অপরাধের ঘটনায় নাম আসত কোনো না কোনো সন্ত্রাসী বাহিনীর। এখন সে জায়গা 'দখল' করেছে কথিত কিশোর গ্যাং। ফলে এসব বাহিনীর সদস্যদের বেশির ভাগই ১৮ বছরের বেশি বয়সী। এই কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি বর্তমানে তরুণদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। হিরোইজম বা বাহাদুরি, কাঁচা টাকা-পয়সা, মাদকাসক্তি, সাংস্কৃতিক চর্চার নামে সস্তা ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার তীব্র আকর্ষণ ইত্যাদি হাতছানি দিয়ে ডাকায় দ্রুত এ সমস্ত গ্যাং এবং তাদের সদস্যসংখ্যা বাড়ছে। কিশোর গ্যাংয়ের ভুলোখুলির চিত্র এখন সারা দেশে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কাজ করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা গত এপ্রিল মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কথিত কিশোর গ্যাংদের তৎপরতা নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এখন সারা দেশে ২৩৭টির মতো 'কিশোর গ্যাং' রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঢাকা শহরে, ১২৭টি। এসব গ্যাংয়ের (অপরাধী দল) সদস্য ১ হাজার ৩৮২ জন। ঢাকার পর চট্টগ্রামে রয়েছে ৫৭টি। এসব দলের সদস্য ৩১৬ জন। বিগত ১৯ বছরে ঢাকায় কিশোর অপরাধীদের হাতে অন্তত ১২০ জনের বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে শুধু গত বছরেই খুন হয়েছে ২৬ জন। র‍্যাবের তথ্যানুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৬৯১ জন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে গত বছরই গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৪৯ জন। আর চলতি বছরের জানুয়ারিতে ১৬, ফেব্রুয়ারিতে ১৮৯, মার্চে ২৭৫ এবং এপ্রিলে গ্রেপ্তার হয় ৮৫ জন। সংশ্লিষ্টরা বলছে, কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও র‍্যাব। কিন্তু জিরোটলারেন্স নীতি গ্রহণ করেও এখনো কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নাই প্রশাসন। যারা এই জাতিকে আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে তারা যদি এই অপরাধী কিশোর গ্যাং সংস্কৃতির চর্চা করে বেড়ে ওঠে তবে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। আজকের কিশোর গ্যাং কালচার দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার উক্ত বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এ প্রত্যাশা। যাতে অল্প বয়সে কিশোররা খারাপ কাজে জড়াতে না পারে সে বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা করতে হবে এবং পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারকেও সচেতন থাকতে হবে।

# প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু ও ইরান-ইসরাইল সম্পর্ক

লেঃ কর্নেল মোঃ রুহুল আমীন (অবঃ)

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় গত ১৯ মে ২০২৪ তারিখ ৬৩ বছর বয়স্ক ইরানের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ইব্রাহিম রাইসি আল-সাদাতি এবং তাঁর কয়েকজন সংগী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আব্দুল্লাহিয়ান, পূর্ব আজার-বাইজানের গভর্নর মালেক রহমতি ও এই প্রদেশে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলী আলে হাশেম এবং পাইলট ও ক্রুসহ মোট আটজন নিহত হন। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভের সংগে সীমান্তবর্তী একটি বাঁধ উদ্বোধন করে রাজধানীতে ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। একই বহরের আরো দুটি কপ্টার নিরাপদে ফিরে আসে যেখানেও কয়েকজন মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। দুর্ঘটনা কবলিত অঞ্চলটি পার্বত্য অঞ্চল ও বন জংগলে ঘেরা। ভারী বৃষ্টি ও কুয়াশার কারণে উদ্ধার কাজে দেরী হয়েছে। ৪০টি উদ্ধারকারী দল এতে অংশ নিয়েছে। ঐ হেলিকপ্টারের একজন যাত্রীর ফোন কল থেকে এই দুর্ঘটনার বিষয় জানা যায়। তবে কথা শেষ হওয়ার আগেই কল কেটে যায়। ঘন কুয়াশাছন্ন ইরানের উত্তর-পশ্চিমের দূর্গম পার্বত্য এলাকা পূর্ব আজারবাইজানের ভারজাগান এলাকায় ডিজমার করেস্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার ১৬ ঘন্টা পর মৃতদেহগুলি শনাক্ত ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ২২ মে ২০২৪ তেহরান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ইমাম খামেনীর নেতৃত্বে মৃতদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় । জানাজায় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ ৪০টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। ইরানে পাঁচ দিনের জাতীয় শোক ঘোষনা করেন খামেনী। ৫০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি ৬৮ বছর বয়স্ক মোহাম্মদ মোখবের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ভারপ্রাপ্ত বিদেশ মন্ত্রী হয়েছেন উপ-পররাষ্ট্রপতি আলী বাগেরী কানি। ২৮ জুন ২০২৪ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু এমন এক সময়ে হল যখন ইরানের রাজনৈতিক অংগনে অস্থিরতা চলছে এবং ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের সংগে দ্বন্দ্ব তুংগে। অন্যদিকে রয়েছে ইসরাইল-গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইরানের সংগে টানাপোড়েন। কেননা, গাজা যুদ্ধে হামাস, হুতি, হিজবুল্লাহ এবং ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননে ইসরাইল বিরোধী অন্যান্য জংগীদেরকে ইরান অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দিচ্ছে। মূলত: মধ্যপ্রাচ্যে আন্ত-রাষ্ট্রীয় এবং ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ইরান এখন মূখ্য খেলোয়াড়। আর রাইসি এর অন্যতম কারিগর ছিলেন। তিনি ছিলেন শিয়াপন্থী ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের কট্টর মৌলবাদী নেতা যিনি ছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ইমাম আয়াতুল্লাহ খামেনীর একান্ত বিশ্বাসভাজন, অনুগত ও সম্ভাব্য উত্তরসূরী। ২০২১-২২ সালে যখন ইরানে পোষাক বিধি লংঘনের দায়ে বন্দী কুর্দী যুবতী মাহসা আমিনীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গণ অভ্যুত্থানে টালমাটাল, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবরোধে অর্থনৈতিক অবস্থা তলানীতে এবং জাতশত্রু ইসরাইলের সাথে সশস্ত্র সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজমান ছিল, তখন প্রেসিডেন্ট রাইসি সামাল দিয়েছিলেন। এর আগে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারী করে যদিও খামেনী তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯ মে ২০২৪ স্থানীয় সময় বেলা ১টায় স্বাভাবিক আবহাওয়ায় আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী বাঁধ উদ্বোধন করে তিনটি হেলিকপ্টার বহর একসাথে রাজধানী তাবরিজের দিকে রওনা দেয়। প্রেসিডেন্ট রাইসিকে বহনকারী যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বেল ২১২ মডেল হেলিকপ্টারটির সামনে একটি হেলিকপ্টার এবং পেছনে অন্যটি ছিল। এর একটিতে ছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্টের চীফ অফ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম হোসেইন ইসমাইলি। পূরো বহরের দায়িত্বে ছিলেন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী পাইলটের উপর। ইসমাইলির বক্তব্য অনুযায়ী যাত্রা শুরুর ৪৫ মিনিট পর রাইসির কপ্টারের পাইলট অন্য দুইটির পাইলটকে আরো উঁচুতে উঠে চালাতে বলেন। ঘন কুয়াশা ও মেঘকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভবত: এই নির্দেশ দেন। কপ্টার দুটি উপরে উঠে গেলে ৩০ সেকেন্ড পর ইসমাইলিকে বহনকারী পাইলট লক্ষ্য করেন যে, রাইসিকে বহনকারী কপ্টারটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এর পর তাঁর পাইলট বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকেন এবং ঐ কপ্টারটি খুঁজতে থাকেন। বেশ কয়েকবার রেডিও ডিভাইসে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। তখন ইসমাইলির হেলিকপ্টারটি উচ্চতা কমিয়ে পাশের একটি তামার খনিতে অবতরণ করে। এরপর নিরাপদেই তাঁরা রাজধানী তাবরিজে ফেরেন। রাইসির মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী নেতৃবৃন্দ শোকবার্তা প্রেরণ করলেও যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল কোন বার্তা প্রেরণ করেনি। উল্লেখ্য, রাইসি যখন বিচার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তখন মারাত্মক মানবতাবিরোধী কর্মের জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে অবরোধের কালো তালিকাভুক্ত করেন। ইরান এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুকে রহস্যজনক মনে করা হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। ইরানসহ বিশ্বজুড়ে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। হেলিকপ্টার বহরের বাকী দুইটি নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিকে বহনকারী যানটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে দুর্ঘটনা সংঘটিত হল। হেলিকপ্টারটি অনেক পূরনো এবং আমেরিকায় তৈরী যা মরহুম রেজা শাহ পাহলভির সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের আগে কেনা হয়েছিল। মার্কিন অবরোধের কারণে যন্ত্রাংশ ক্রয় করা সম্ভব না হওয়ায় এধরনের অনেক যুদ্ধাস্ত্র ও যান মেরামত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এর রেডিও ডিভাইস 'ট্রান্সপন্ডার'ও সচল ছিল না বা বন্ধ ছিল বলে তুরস্ক জানিয়েছে। কারণ, দূঘটনার সময়ে এর ব্ল্যাক বক্সের সাথে কোন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তাহলে কেন এমন যানটি প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারন করা হল? হেলিকপ্টার বহরের নেতৃত্বে ছিলেন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী পাইলট। পূরো বহর তাঁর নিয়ন্ত্রণে অথচ তিনিই হারিয়ে গেলেন! এটি ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা দুর্ধষ ও ভয়ানক মোসাদের কাজ বলে অনুমান করা হচ্ছে। কেননা, মোসাদ এর আগে বিশ্বব্যাপী গুপ্তহত্যা করেছিল শত্রুপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের। কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায় যে রাইসির হেলিকপ্টারের পাইলট এলি কপ্টার মোসাদের চর ছিলেন। তারা এর আগে ইরানের সাতজন পরমানু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশনে সিরিয়া, ইরান, ইয়েমেন ও লেবাননের বিভিন্ন জংগী গ্রুপকে নৈপুন্যের সাথে ব্যবহারকারী এবং ইসরাইলের “যম” হিসেবে খ্যাত ইরানী সেনা কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদীসহ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে সিরিয়ার ইরানী কনস্যুলেটে হত্যা করে গত ০১ এপ্রিল ২০২৪। এর আগে ইরানী জেনারেল কাশেম সোলাইমানীসহ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে। এর জবাবে ইরান ইসরাইলের অভ্যন্তরে গত ১৩ এপ্রিল ২০২৪ তিন শতেরও বেশি মিসাইল ও ড্রোন হামলা করে। এর পাল্টা সীমিত জবাব দিলেও ইসরাইলের ক্রোধ সম্বরন হয়নি। রাইসির বিরুদ্ধে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসরাইলী মিডিয়ায় এবং সরকারিভাবে বিষোদগারে তারা রাইসিকে তেহরানের “কসাই” বলে অভিহিত করে। মূলতঃ ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে বিচার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে রাইসি শত শত ভিন্ন মতালম্বীদের মৃত্যুদন্ড দেন। তাই মোসাদকেই এই ঘটনার নায়ক বলে মনে করা হয়। হয়তো তদন্তে অনেক কিছুই বেরিয়ে আসবে, তা সময়ই বলবে। এই সন্দেহের আরেকটি ক্লু হল, হেলিকপ্টারটি ধ্বংশের স্থান ও রাইসিদের মৃত্যুর খবরের ব্যাপারে ইরান কোন তথ্য দিতে পারেনি ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত। এরই মধ্যে ইসরাইলের গণমাধ্যম ফলাও করে রাইসির মৃত্যুর খবর প্রচার করে এবং উল্লাস করে। তাই এটি মোসাদের পরিকল্পিত বলেই ধরা হয়। এই সংগে যুক্তরাষ্ট্রকেও সংশ্লিষ্ট বলে ইরানীরা মনে করে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধান অভিভাবক এবং প্যালেস্টাইন ও হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে অস্ত্র ও গোয়েন্দা সহায়তা করে যাচ্ছে অবিরত। ফিলিস্তিনিদের উৎখাত এবং গাজায় ইসরাইলের গণহত্যায় ঘোর সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান এর ঘোর বিরোধী। উক্ত হেলিকপ্টারের প্রতি স্পেস লেজার নিক্ষেপ করা হতে পারে বলে কোন কোন পক্ষ মত প্রকাশ করছে, আর ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই ইংগিত করে। কেননা এধরনের লেজার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলই নিক্ষেপ করে থাকে। ইতোমধ্যে গত ২৪ মে সেনা তদন্ত শেষে ইরান রাইসির হেলিকপ্টারে কোন ষড়যন্ত্র বা সন্ত্রাসী আক্রমণের সত্যতা পায়নি। যানটির গায়ে কোন গুলি বা আঘাতের চিহ্ন নেই, আগুন ধরে যাওয়াতেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইরানের এই নির্ভার বা সাদামাটা রিপোর্টের ব্যাপারেও রহস্য থাকতে পারে। তথ্য সংগ্রহ যাই থাকুক না কেন, একটা বিষয় সন্দেহের মধ্যে থাকবেই যে বহরের সামনে এবং পেছনের যানের কিছু হল না, হঠাৎ মাঝের যানটি হারিয়ে যাবে এবং আগুন ধরে যাবে এটা মেনে নেয়া কষ্ট হবে। অনেক ইরানীর বিশ্বাস ইরানবিরোধী জংগী গোষ্ঠী “জয়শাল আদিল” ক্ষেপনাস্ত্র ছোড়ার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। কারণ তারা মাঝে মাঝে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করে থাকে। তবে অনেকে এটিকে নাকচ করেছেন এইজন্য যে, এই গ্রুপের ঘাঁটি হল পাকিস্তান সীমান্তে এবং তা অনেক দূরে। এছাড়া দুর্ঘটনা সংঘটিত এলাকায় এদের কোন ঘাঁটি বা কার্যক্রম নেই। আন্তজার্তিকভাবে আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসছে যে এটি ইরানের অভ্যন্তরীন রাজনীতি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। রাইসির মৃত্যুতে কে লাভবান হবে এটাও বিবেচ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খামেনীর পর প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম রাইসিই ছিলেন প্রথম নির্বাচিত। এরপর খামেনীর পুত্র আয়াতুল্লাহ মোস্তবা খাদেমী। কিন্তু আয়াতুল্লাহ খামেনী এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেন নি, চুপ ছিলেন। রাইসির বিদায়ে মোস্তবা খাদেমীর সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ার পথ সুগম হল। অনেকে এটিকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রও রাইসির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এসবই কল্পনা, অনুমান বা ধারণা। বিভিন্ন দেশ ও গ্রুপ এই রহস্য উদ্ধারে সক্রিয়। ইরান তার সেনা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ বাগেরীর নির্দেশনামায় একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্তে এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা ও মিডিয়া রিপোর্ট আসলে তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে অচিরেই। ২৩ মে মোহাম্মদ রাইসিকে ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও পবিত্র শহর কোমে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢলের মধ্যে দাফন করা হয় শিয়াদের মূল সমাধি ইমাম রেজার পবিত্র মাজারে যা ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর। ৪০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং প্রতিনিধি দাফনে অংশগ্রহণ করেন। এবার রাইসির মৃত্যুর নিকট অতীত বা অব্যবহিত আগের ইরান-ইসরাইল সমস্যার আলোকপাত করা যাক। পূরো এপ্রিল ২০২৪ জুড়েই বিশ্ব পরিস্থিতি সরগরম এবং বহুল আলোচিত ছিল দুই জাতশত্রু ইরান-ইসরাইলের আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের মহড়াকে ঘিরে। এই ডামাডোলে যেন ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ গৌন হয়ে গিয়েছিল। দুই পক্ষেই সাজ-সাজ রব এবং হুমকি-ধমকি চলমান ছিল। তাদের মধ্যে সীমিত লক্ষ্যে ও আকারে স্বল্পকালীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী আশংকা ছিল কখন কি হয়ে যায়, বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাবার আভাষও কেউ কেউ দিয়েছিলেন। কেননা দুই কট্টরপন্থী পরমানুসমৃদ্ধ সামরিক শক্তিধর দেশ দুটির কেউ ছাড় দেবার পাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। তবে যেমন আশংকা করা হয়েছিল তেমন নয়। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল গত ১লা এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ইসরাইল মিসাইল আক্রমন করে ইরানের ইসলামী রেভল্যুশনারী গার্ড কোরের জেষ্ঠ্য কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদিসহ আরো দশজন কমান্ডার ও কর্মকর্তা হত্যা করে। প্রতিশোধ সরূপ ইরান এই প্রথম ইসরাইলের অভ্যন্তরে সামরিক স্থাপনায় তিন শতাধিক মিসাইল ও ড্রোন (১৭০টি ড্রোন, ১২০টি বালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ৩০টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র) হামলা করে এই প্রথম ইসরাইলের অভ্যন্তরে যা সারা বিশ্বকে হতবাক করে। ইরান এই হামলাকে “অপারেশন টু প্রমিজ” ( Operation to Promise) নাম দিয়েছে এবং তা সীমিত ও নির্ধারিত বলে জানিয়েছে। ইরান এমন একটি ঝুঁকি নিবে তা ইসরাইল এবং তার মিত্ররা সন্দেহ করলেও নিশ্চিত ছিল না। তবে প্রস্তুতি ছিল, কারণ যুক্তরাষ্ট্র জর্ডান ও সৌদি আরবের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছিল। তাই লিবিয়া ও ইরাকের আকাশ সীমায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এবং জর্ডান ও সৌদি আরব নিজেদের আকাশ সীমায় এইসব মিসাইল ও ড্রোন প্রতিহত করে। তাই ক্ষয়ক্ষতি কম হলেও ইরান বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। ইসরাইল এই অপমান সহ্য করতে পারে নি, পারার কথাও নয়। এছাড়া, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দূর্বলতাও এই আক্রমণে ধরা পড়ে। ইসরাইল পুন:পুন: যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা ডেকে করণীয় আলোচনা করে। ইতোমধ্যে চরম সংঘাত এড়াতে মিত্র দেশগুলি ইসরাইলকে সংযত করে। অবশেষে ইসরাইল উপযুক্ত জবাব দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেটা কিভাবে করবে তা নিয়ে পর্যালোচনা করে। ইসরাইল কি সরাসরি ইরানে হামলা করবে না পূর্বের মতই ইরানের সমর্থনপুষ্ট হুতি বিদ্রোহী, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও সিরিয়া ও ইরাকের জংগীদের আক্রমণ করবে ? কেননা খোদ ইরানের ভূমিতে আক্রমণ করলে তাতে চূড়ান্ত যুদ্ধ লেগে যাবে এবং দুই পক্ষের অন্যান্য দেশও জড়িয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে দুপক্ষেরই ঝুঁকি রয়েছে। মূলতঃ ইসরাইল ও ইরান দু'দেশই কট্টরপন্থী। অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জন্মলগ্ন থেকেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে সর্বক্ষেত্রে – কি সামরিক, কি বেসামরিক বা মিডিয়া-প্রপাগান্ডায়। যে কোন শক্তিধর দেশের সাথে যুদ্ধ করতে তারা সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য ইসরাইলকে সর্বাত্মক সহায়তা দান করে। ফলে তারা মিশর, জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনিদের হারিয়েছে, নিজ দেশ থেকে ফিলিস্তিনীদের বিতাড়িত করেছে। তারা একটি পরমানু শক্তিধর দেশ যদিও জনসংখ্যা ও আকারে ছোট। অন্যদিকে ইরান শিয়া ধর্মালম্বী ও কট্টর জাতিয়তাবাদী। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না, তবে সম্প্রতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ ছাড়াও ইরান মধ্যপ্রাচ্যে আরো সংঘাতে জড়িত ছিল। একমাত্র পাকিস্তানের সাথেই ইরানের সম্পর্ক ভাল ছিল ভৌগলিক কারণে, তাও সীমান্ত এলাকায় মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয়ে থাকে। তাই নিজেদের টিকিয়ে রাখতে তারাও শক্তি বৃদ্ধি করেছে, এমনকি, পরমাণু শক্তিতেও সমৃদ্ধ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি-ধমকিকে ইরান কখনো তোয়াক্কা করে নি। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অবরোধ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে ইরানকে থামাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইসরাইল আক্রমণ করলে সেকেন্ডের মধ্যেই ইরান প্রতিরোধ নিতে সক্রিয় হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। ইরানের বন্ধুর সংখ্যা কম। তবুও ধর্মীয় উদ্দিপণা ও অর্জিত সামরিক শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে যাবে। তবে ইরান ও ইসরাইল কে জয়ী হবে তার চেয়ে বড় আশংকা হল মধ্যপ্রাচ্যে ধ্বংস অনিবার্য এবং সারা বিশ্বে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এদিকে রাশিয়া ও চীন ইরানের সপক্ষে বক্তব্য দিয়েছে। ইসরাইল গাজায় যুদ্ধরত এবং হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতি বিদ্রোহীরা এবং সিরিয়া ও ইরাকে ইরানের প্রক্সি বাহিনী ইসরাইলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। ইরানও আক্রমণ করলে ইসরাইলকে ধ্বংশ করার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু ইরানের আক্রমণের জবাব না দিলেতো মান ও জাত দুটোই যায়। তাই অবশেষে মুখ বাঁচানোর জন্য ১৬ এপ্রিল ইরানের ইস্পাহানে পরমানু কেন্দ্রে ৩টি ড্রোন হামলা করে যা ইরান সফলভাবে প্রতিহত করে। এখানেই দুই পক্ষের তোড়-জোড়ের সমাপ্তি ঘটে আপাততঃ। তবে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য। ইরান শুধুই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মতাদর্শ রক্ষার জন্য অনমনীয়, তবে নিষ্ঠুর বা অমানবিক নয়। কিন্তু ইসরাইল ভূমি সম্প্রসারণে আগ্রাসী, নিষ্ঠুর ও মানবতাবিরোধী। গাজা এর জাজ্যল্যমান দৃষ্টান্ত। আর তাদের দোসর যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা মিত্ররা। আপাততঃ এই সংঘর্ষ থেমে থাকলেও দুই কট্টরপন্থী দেশকে বিশ্বাস নেই। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং তাঁর সফরসংগীদের হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনা যদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম হয় তবে এর জের ভয়ানক হতে পারে। ইসরাইলের নির্মম আচরণে ফিলিস্তিনীরা নিজ দেশে পরবাসী, তারা ধ্বংসস্তুপে এবং বাস্তুহারা জীবন যাপন করছে। অথচ পশ্চিমাদের সক্রিয় ও নির্লজ্জ সহায়তায় 'বেলফোর ডিক্লারেশনের' আবরণে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনী ভূখন্ডে জোর পূর্বক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি মুখে কুলুপ এঁটে নীরব। একমাত্র ইরানই সব সময় সোচ্চার ছিল। ইতোমধ্যে তুরস্কসহ কয়েকটি দেশ সোচ্চার হয়েছে, কিন্তু ইসরাইলের সাথে সন্ধি চুক্তিতে তারা আবদ্ধ। তাই সাম্প্রতিক ইসরাইল-ইরান সংঘাত ও রাইসির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবার পরিস্থিতি মারাত্মক হতে পারে। ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার বিশ্ব-স্বীকৃতি এবং বৃহৎ শক্তি বর্গের মতানৈক্যই এই উত্তেজনা প্রশমন, স্থায়ী সমাধান এবং ইরান-ইসরাইল বৈরীতা বন্ধে সহায়ক হবে। আর গাজায় যুদ্ধ বিরতি ও ইসরাইলী বর্বরতা বন্ধ হলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে জাতিসংঘের মাধ্যমে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ও কার্যকর হতে হবে।

প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুতে ইরানের রাজনীতি, শাসননীতি বা আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে কোন পরিবর্তন আসবে কিনা এই নিয়ে জল্পণা-কল্পনা চলছে দেশে ও দেশের বাইরে। সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে এতে কোন পরিবর্তন আসবে না অর্থাৎ ধর্ম ভিত্তিক শাসন অব্যাহত থাকবে। তবে ইরানে ক্রমান্বয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী ও গণতান্ত্রীমনা প্রজন্মের সৃষ্টি হচ্ছে এবং মাহসা আমিনীর মৃত্যুর পর তা দানা বেঁধে উঠেছে। ইরান এ পর্যন্ত তা কঠোর হস্তে দমন করেছে। এমন সংবাদও প্রচার হয়েছে যে রাইসির মৃত্যুতে দেশে-বিদেশে কোন কোন গ্রুপ উল্লাসও প্রকাশ করেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ৮৫ বছর বয়স্ক খামেনীর উত্তরাধিকার নির্বাচনকে ঘিরে তা স্পষ্ট হবে। ওদিকে ইসরাইলের সংগে সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধান অর্থাৎ ফিলিস্তানীদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ বিরতি ও চুক্তিনামা চূড়ান্ত হওয়াই মধ্যপ্রাচ্য একমাত্র সমাধান। তবে আশার কথা, আট মাসে গাজা যুদ্ধে অনেক কুটনৈতিক ও বিশ্ব জনমতের পরিবর্তন হয়েছে, ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ইসরাইলকে বহুমাত্রিক বৈরীতা ও সংঘর্ষের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেই তিন ধাপের যুদ্ধ বিরতি ও গাজা পুন:গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে হামাস-ইসরাইল চুক্তিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশও (মিশর ও কাতার) এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়েছে, শান্তির একটা সুবাতাসের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। এটিই সবার কাম্য। অন্যথায় বড় কিছু ঘটে যেতে পারে। ইরান ইসরাইল বিরোধী গ্রুপের নেতৃত্ব দিবে তার অস্ত্রভান্ডার ও পরমানু শক্তির বলে। সর্বশেষ জানা গেছে যে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। এনিয়ে আলোচনা চলছে। **(অধ্যক্ষ ও কলাম লেখক)**

### পরিবেশ সাংবাদিকতা

# পরিবেশ সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ড. হারুন রশীদ

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ আর জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। উইকি পিডিয়া বলছে, এই দিনটিতেই জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সম্মেলন (টহরঃবফ ঘধঃরড়হং ঈড়হভবৎবহপব ড়হ ঃযব ঐঁসধহ উহারৎড়হসবহঃ) শুরু হয়েছিল। এই সম্মেলন হয়েছিল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ জুন অবধি। এই সম্মেলনে ওই বছরই চালু করেছিল জাতিসংঘের সাধারণ সভা। তখন থেকেই প্রতি বছর এই দিবস পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রতি বছরই দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- 'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা।' দুই. করোনা মহামারিকালে সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। ভাইরাসটি ছোঁয়াচে হওয়ায় নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। ফলে লকডাউন, শাটডাউনের মতো সিদ্ধান্তে যেতে হয় কোনো কোনো অঞ্চল বা দেশকে। বন্ধ হয় গাড়িঘোড়া। এমনকি বিমান চলাচলও। কোনো কোনো দেশ সীমান্তও সিলগালা করে দেয়। যাতে ভাইরাসজনিত রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে না পারে। মহামারিতে ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। অর্থনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এরপরও নতুন একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে মানুষজন। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়া। এই দুই/তিন বছরে মানুষের সর্বগ্রাসী অত্যাচার থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছে প্রকৃতি। জনবহুল পর্যটন স্পটগুলো জনশূন্য হওয়ায় সেখানকার পশুপাখি নিরাপদে ঘুরে বেরিয়েছে। কলকারখানা বন্ধ থাকায় দূষণ কমেছে। কমেছে কার্বন নিঃসরণ। শুধু চীনেই ২০ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে ১০ শতাংশ। ফলে জলবায়ু বিশুদ্ধ হয়েছে। প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পেরেছে মানুষ। ধুলায় ধূসর ঢাকা, দিল্লি ও বেইজিংয়ের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। স্বচ্ছ পানিতে ডলফিনের ঘোরাফেরা দেখা গেছে। করোনার সময়ে মানুষ সবচেয়ে ভুগেছে অক্সিজেন সংকটে। মানুষের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় গাছ কাটাও কমে যায়। ফলে প্রকৃতিতে বেড়ে যায় অক্সিজেনের সরবরাহ। পৃথিবী ভরে যায় সবুজে। কোভিড-১৯ এর অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার বন্ধ করে তার কাছে ফিরে যাওয়া। সহাবস্থান না করে অত্যাচার চালালে মানুষও যে টিকতে পারবে না-এটিই যেন বলে দিচ্ছে করোনা মহামারি। সে কারণে পরিবেশ রক্ষা এবং সচেতনতার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতার বিষয়টি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজ রাজনীতি প্রভাবিত। রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধসহ অন্য বিষয়ে সাংবাদিকতা যতটা গুরুত্ব পায় পরিবেশ সাংবাদিকতা ততটা পায় না। অথচ আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই পরিবেশ সাংবাদিকতার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। তিন. প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে মানুষ তথা প্রাণিকুলের সাথে সহাবস্থান করে কীভাবে একসঙ্গে চলে পরিবেশের আরও উন্নয়ন ঘটানো যায় সেটিই পরিবেশ সাংবাদিকতার মূল কথা। রিপোর্টে, ফিচারে, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এমনকি ফটোগ্রাফিতেও পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্যের বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। পরিবেশ সাংবাদিকতা পরিবেশ আন্দোলনেরই শান্তিময় এক বাতাবরণ যেন। বাংলাদেশে নদী-খালগুলোর দখল দূষণ বন্ধ না হওয়ায় পরিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দখল দূষণের বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যে কিছু অভিযান এবং সামান্য জেল-জরিমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে সবকিছু। অথচ পরিবেশ সচেতনতার এই যুগে নদী-খালের দখল দূষণ বন্ধ এবং যথাযথভাবে তা রক্ষা করা সময়ের দাবি।ডাইং বর্জ্য তুরাগ নদীতে ফেলে দূষণের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জরিমানাও করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু দূষণ বন্ধ হয় না। এসব বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে ক্ষতিকর প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক সামগ্রী, জৈব, অজৈব ও গৃহস্থালি বর্জ্য। শুধু তাই নয়, সাভার অঞ্চলের শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্যও ফেলা হচ্ছে নদী-খালে। গাজীপুরের অবস্থাও একই। সেখানকার জমিজমা পর্যন্ত চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শিল্প বর্জ্যের দূষণে। এ অবস্থায় এতদঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে নানা রোগব্যাধি। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সংকট আরও ঘনীভূত হবে। বাড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। অথচ মাত্র এক মিটার উচ্চতা বাড়লেই দেশের সাড়ে ১৭ ভাগ ভূমি সাগরতলে হারিয়ে যাবে চিরতরে। ভাবা যায়। এমনিতেই জনসংখ্যার ভারে ন্যুজ বাংলাদেশ। সাগরতলে ভূমি হারিয়ে গেলে কয়েক কোটি লোক পরিবেশ আর জলবায়ু শরণার্থী হবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে যে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনও সাগর কোলে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশের কৃষি, জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবে মারাত্মকভাবে। এ অবস্থায় টেকসই পরিবেশ বজায় রাখাই বিরাট চ্যালেঞ্জ। পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, আর্সেনিক দূষণ, মাটি দূষণ আরও জটিল করে তুলছে আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ সমস্যাকে। রাজধানী ঢাকা এখন নানা দিক থেকেই বাস অনুপযোগী শহর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় লোকজনকে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যত্রতত্র যখন তখন খোঁড়াখুঁড়ির কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ধুলার। সকাল বেলা বাসা-বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে রীতিমতো ধুলায় গোসল করে ফিরতে হয়। ওয়াসা, ডেসা, তিতাস- এক সংস্থা রাস্তা খুঁড়ে কাজ শেষ করে তো আরেক সংস্থা শুরু করে। এতে যেমন রাষ্ট্রের অর্থের শ্রাদ্ধ হয় তেমনি ভোগান্তিও বাড়ে। এক মন্ত্রণালয়ের সাথে আরেক মন্ত্রণালয়ের কাজের কোনো সমন্বয় না থাকায় যুগ যুগ ধরে চলছে এই জগাখিচুড়ি অবস্থা। মানুষের লোভ ও লালসা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। সর্বগ্রাসী মানসিকতার কাছে হার মানছে আইন, কানুন মানবিকতা- সব। ফলে প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষের। প্রতি বছর পাহাড় ধসে ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা। ইতিপূর্বে চট্টগ্রামের ১২টি পাহাড়কে ভূমিধসের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সরকারিভাবে গঠিত তিনটি বিশেষজ্ঞ কমিটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভার ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়গুলোতে বসবাসকারী প্রায় ১০ লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সেই সুপারিশ কার্যকর হয়নি। চার. পরিবেশদূষণের বিষয়টি ভয়াবহ। রাষ্ট্র ও সমাজের কেউই রেহাই পায় না। এই দূষণ রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেও থাকে না। গোটা অঞ্চল তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। গত ৩১ অক্টোবর বিশ্বব্যাংকের 'কান্ট্রি ক্লাইমেট ও ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ৩২ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী পরিবেশদূষণ। দূষণে প্রতি ১ লাখের মধ্যে ১৬৯টি শিশু অকালে মারা যায়। বাংলাদেশের প্রায় শতভাগ মানুষ বেশির ভাগ সময় দূষিত বায়ুর মধ্যে থাকে এবং পানিদূষণের কারণে ডায়রিয়া, কলেরাসহ নানা রোগ বাড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মশাবাহিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে দেশের চারটি অঞ্চলকে পরিবেশের দিক থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে বরেন্দ্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূল ও হাওর এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বিচার পাহাড় ও বন ধ্বংস করে নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। নদীর পানির প্রবাহ বাড়ানোর কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে। হাওর অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরিবেশের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল। প্রায় প্রতিবছর সেখানে ঘূর্ণিঝড় হানা দেয়। লবণাক্ততার কারণে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবিকাও মারাত্মক হুমকির মুখে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উদ্বেগজনক তথ্য হলো পরিবেশদূষণ আমাদের উন্নয়নের গতিও থামিয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলারের ক্ষতি হয় এবং পরিবেশদূষণে জিডিপির ৮ শতাংশ খোয়া যায়। একসময় ঢাকা শহর থেকে পরিবেশদূষণকারী পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আবার তা ফিরে এসেছে। পরিবেশদূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সব উন্নয়ন হতে হবে পরিবেশ সহায়ক। উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ বন, নদী, জলাভূমি, সৈকত ধ্বংস করা যাবে না। শিল্পকারখানা করার ক্ষেত্রে পরিবেশ আইন শতভাগ মেনে চলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে। তাপমাত্রা ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি। পাল্টে যাচ্ছে ঋতুর ধারাক্রম। ফলে মানুষের চিরচেনা স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহই আজ ব্যাহত। একারণে প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণিকুলের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। লেখার মাধ্যমে তাদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। পরিবেশবাদী সংগঠন নিয়ে বেশি করে খবর প্রকাশ করতে হবে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাও পরিবেশ সাংবাদিকতার অংশ। পরিবেশ মন্ত্রণালয় আছে, আছে পরিবেশ অধিদপ্তর। তাদের কার্যক্রম নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিবেশ সাংবাদিকতার গতি-প্রকৃতি ও পরিধি বাড়াতে হবে। এবং তা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট। ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ।

> **বাংলাদেশের প্রায় শতভাগ মানুষ বেশির ভাগ সময় দূষিত বায়ুর মধ্যে থাকে এবং পানিদূষণের কারণে ডায়রিয়া, কলেরাসহ নানা রোগ বাড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মশাবাহিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে দেশের চারটি অঞ্চলকে পরিবেশের দিক থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে বরেন্দ্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূল ও হাওর এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বিচার পাহাড় ও বন ধ্বংস করে নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। নদীর পানির প্রবাহ বাড়ানোর কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে। হাওর অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরিবেশের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল। প্রায় প্রতিবছর সেখানে ঘূর্ণিঝড় হানা দেয়। লবণাক্ততার কারণে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবিকাও মারাত্মক হুমকির মুখে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উদ্বেগজনক তথ্য হলো পরিবেশদূষণ আমাদের উন্নয়নের গতিও থামিয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলারের ক্ষতি**

# আফগানিস্তানে নারীসহ ৬৩ জনকে বেত্রাঘাত, জাতিসংঘের নিন্দা

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** আফগানিস্তানের উত্তরের সারিপুল প্রদেশে প্রায় ৬৩ জনকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত মঙ্গলবার আফগানিস্তানে জাতিসংঘের মিশন (ইউএনএএমএ) এই তথ্য জানিয়েছে। এদিকে এ ঘটনায় জাতিসংঘ বুধবার নিন্দা জানিয়েছে এবং তালেবান কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের ঘটনা না ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছে। এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের সংস্থাটি বলেছেন, 'ইউএনএএমএ শারীরিক শাস্তির নিন্দা জানাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানাচ্ছে।' তালেবানের সুপ্রিম কোর্ট একটি বিবৃতিতে ১৪ জন নারীসহ ৬৩ জনকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা যৌনতা, চুরি এবং অনৈতিক সম্পর্কসহ নানা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। দেশটির একটি ক্রীড়া স্টেডিয়ামে তাদের বেত্রাঘাত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের পৃথক আরো এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত একজন পুরুষ এবং একজন নারীকে গত বুধবার উত্তর পাঞ্জশের প্রদেশে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল।



# বার্ড ফ্লুর নতুন ধরনে আক্রান্ত হয়ে প্রথম কোনো ব্যক্তির মৃত্যু

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** মেক্সিকোতে এক ব্যক্তি বার্ড ফ্লু ভাইরাসের এইচ৫এন২ ধরনে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এই ঘোষণা দিয়েছে। এ ধরনের ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রথম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, এইচ৫এন২ ধরনে আক্রান্ত ৫৯ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি গত ২৪ এপ্রিল মারা যান। তার জ্বর, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া এবং বমি বমি ভাবসহ নানা উপসর্গগুলো প্রকাশ পেয়েছিল। ওই ব্যক্তির স্বজনরা বলেছেন, তীব্র লক্ষণগুলো প্রকাশের আগেই তিনি নানা রোগে তিন সপ্তাহ ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। মেক্সিকোর জনস্বাস্থ্য বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, আক্রান্ত ব্যক্তি আগে থেকেই নানা রোগে ভুগছিলেন। তার কিডনির সমস্যা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ ছিল। গত ২৪ এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে এবং একই দিনেই তিনি মারা যান। প্রাথমিক পরীক্ষায় তার শরীরে একটি অজ্ঞাত ধরনের ফ্লুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ল্যাবে পরীক্ষা করার পর তা এইচ৫এন২ ধরনের ভাইরাসের বলে নিশ্চিত করেছে ডাব্লিউএইচও। সংস্থাটি আরো বলেছে, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন২) ভাইরাসে মানুষের আক্রান্ত হওয়ার প্রথম ঘটনা এটি, যা পরীক্ষাগার থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির একজন ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু পেকোস রয়টার্স নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন, 'নতুন ধরনের ভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তি পূর্বেই নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

# ১৭টি রুশ ড্রোন ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** রাশিয়ার উৎক্ষেপণ করা ১৮টি ড্রোনের মধ্যে ১৭টি ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাশিয়ার আক্রমণ করা ওই ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে ইউক্রেনের সেনারা। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, পৃথক পৃথক চারটি অঞ্চলে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। তাদের ১৮টি ড্রোনের মধ্যে ১৭টিই ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের বাহিনী। আঞ্চলিক গভর্নর জানিয়েছেন, রাশিয়ার হামলার কারণে খমেলনিটস্কি অঞ্চলে একটি অবকাঠামোতে আগুন লেগেছে। সেখানে একটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। গভর্নর আরো জানিয়েছেন, জরুরি পরিষেবাগুলো গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আগুন নেভাতে কাজ করেছে। ওই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। মাইকোলাইভের দক্ষিণাঞ্চলে আটটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী। এখানেও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এ ছাড়া জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চলেও ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে হামলার জন্য দুটি ইস্কান্দার-এম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে রুশ বাহিনী। তবে এ হামলায়ও ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সূত্র: রয়টার্স

# ইসরায়েলে কয়লা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান কলম্বিয়ার

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ইসরায়েলে কয়লা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছে কলম্বিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। অভ্যন্তরীণ নথি ও এক ব্যক্তির বরাতে গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে ব্লুমবার্গ নিউজ। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলম্বিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুল্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি কমিটির কাছে কয়লার চালান সীমাবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ গাজায় গণহত্যা অভিযোগে জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোকে দ্রুত ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারির আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে 'দ্য অ্যানাটমি অব আ জেনোসাইড' নামের একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেন ফ্রান্সেসকা আলবানিজ।

# পশ্চিমবঙ্গে বসেছে অস্থায়ী পশুর হাট শুরুতেই দাম চড়া

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** আর কিছুদিন পরই মুসলিমদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা। সেদিন সারা বিশ্বের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পশু কোরবানির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করবেন ধর্মপ্রাণ মানুষেরা। এ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বসতে শুরু করছে অস্থায়ী পশুর হাট। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, হাওড়া, কলকাতাসহ বেশ কিছু জায়গায় শুরু হয়েছে পশু বেচাকেনা। এরই মধ্যে কলকাতার একাধিক জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাট বসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাটগুলো বসেছে নাখোদা মসজিদ লাগোয়া জাকারিয়া স্ট্রিট, খিদিরপুর, রাজাবাজার, গার্ডেনরিচ, নারকেলডাঙা, মেটিয়াব্রুজ এলাকায়। এর বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আরও ছোট ছোট অস্থায়ী পশুর হাট বসছে। প্রতি বছর কোরবানির ঈদের আগে এসব অস্থায়ী পশুর হাটে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে পশু আসে। কলকাতার স্থানীয় লোকদের কাছে বাইরে থেকে আসা পশুর প্রতি আগ্রহ বেশি। এর মধ্য উন্নত জাতের খাসি, দুম্বা, উট বেশি পছন্দ তাদের। সূত্র জানিয়েছে, এসব অস্থায়ী হাটে একটি দেড় থেকে দুই মণ ওজনের গরুর দাম পড়ছে ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার রুপি। তিন থেকে চার মণের একটি গরু ৪৫ থেকে ৫০ হাজার রুপি। দুম্বা, উটের দাম হাঁকা হচ্ছে ৮০ হাজার থেকে এক লাখ রুপি। উন্নত জাতের খাসি বিক্রি হচ্ছে ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার রুপিতে। তবে জায়গাভেদে খাসির দাম কিছুটা ওঠানামা করতে পারে। একটু দরদাম করলে দাম অনেকটা কমানো যাচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার কদম্বগাছিতে জামাল শেখ নামে এক পশুবিক্রেতা বলেন, কোরবানির ঈদ হতে পারে আগামী ১৭ জুন। তার আগে এই অঞ্চলে প্রতি বছর অস্থায়ী হাট বসে। ঈদের জন্য এখানে সব ধরনের পশু পাওয়া যায়। তবে গত বছরের তুলনায় এবার পশুর দাম একটু চড়া। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে পশু আসে। সেসব পশু এখনো এসে পৌঁছায়নি। তাই দাম একটু বেশি। বাইরে থেকে পশু আশা শুরু করলেই দাম হয়তো আস্তে আস্তে কমবে।



# মাত্র ২৫ বছরেই ভারতের সংসদ সদস্য তারা

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** এবারের লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত 'চার শ পার' না করতে পারলেও এই নির্বাচনে বেশ চমক দেখিয়েছে রাহুলের কংগ্রেস, মমতার তৃণমূল কংগ্রেসসহ ছোট ছোট দলগুলো। বিজেপিবিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের সাফল্য নজর কেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একক প্রভাব খর্ব করে দারুণ সাফল্য পেয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন এই জোট। সেই সঙ্গে এবারের নির্বাচনে আলাদা করে নজর কেড়েছেন এ প্রজন্মের চার রাজনীতিক। ভোটের লড়াইয়ে জিতে আসা এই চারজন ভারতের সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান থেকে জয় পেয়েছেন তারা। চারজনের একটি জায়গায় দারুণ মিল, সবারই বয়স ২৫ বছর। এই চারজন হলেন-পুষ্পেন্দ্র সরোজ, প্রিয়া সরোজ, সম্ভাবী চৌধুরী এবং সঞ্জনা জাতভ। পুষ্পেন্দ্র সরোজ সমাজবাদী পার্টির সদস্য। উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বি লোকসভা আসন থেকে ভোটের লড়াই নেমেছিলেন তিনি। শুরুতেই বাজিমাত করেছেন। ওই আসনে বিজেপির সংসদ সদস্য বিনোদ কুমার শঙ্করকে ১ লাখ ৩ হাজার ৯৪৪ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন পুষ্পেন্দ্র। সমাজবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সরোজের ছেলে পুষ্পেন্দ্র। ইন্দ্রজিৎ উত্তর প্রদেশের পাঁচবারের এমএলএ। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। যুক্তরাজ্যের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন পুষ্পেন্দ্র। পরে দেশে ফিরে বাবার পথ ধরে রাজনীতিতে যুক্ত হন তিনি। এখন মাত্র ২৫ বছর বয়সে পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। সমাজবাদী পার্টির আরেক তরুণ মুখ প্রিয়া সরোজ। এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের মছলিশহর আসন থেকে জিতেছেন তিনি।

৩৫ হাজার ৮৫০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সংসদ সদস্য ভোলানাথকে। প্রিয়ার বাবা তুফানি সরোজ তিনবারের সংসদ সদস্য। সম্ভাবী চৌধুরী বিহারের লোক জনশক্তি পার্টির সদস্য।



# তাইওয়ানকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ দেবে যুক্তরাষ্ট্র

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** তাইওয়ানের কাছে ৮ কোটি ডলারের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা (ডিএসসিএ)। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে ডিএসসিএ বলেছে, এই বিক্রয় তাইওয়ানের 'নিরাপত্তার উন্নতি করতে ও এই অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় রাখতে সহায়তা করব।' তাইওয়ানে অস্ত্রের যন্ত্রাংশ বিক্রির অনুমোদন দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, এই সিদ্ধান্ত দেশটির বিমান বাহিনীর যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। জুলাই মাসে এটি চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। একটি বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়টি বলেছে, 'শান্তি ও প্রকাশ্য যুদ্ধের মধ্যবর্তী হয়রানির কৌশল হিসেবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার সীমিত করাসহ নৌ ও বিমান প্রশিক্ষণের স্থান এবং পাল্টা পদক্ষেপের সময়কে নিষ্পেষণের চেষ্টা করছে।' তাইওয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। বেইজিং বারবার দেশটিকে এই দ্বীপে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে নিজ ভূখণ্ডের অংশ বলে মনে করে চীন। তবে দেশটির এমন দাবির তীব্র বিরোধিতা করে তাইওয়ান। এ বিষয়ে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব পায়নি রয়টার্স। গতকাল বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েলিংটন কু বলেন, মার্কিন ইন্দো-প্রশান্ত কৌশলে 'কার্যকর প্রতিরোধের' অংশ হতে তাইওয়ানকে অবশ্যই আত্মরক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'তবে তাইওয়ান-মার্কিন সামরিক সহযোগিতার জন্য এমন অনেক কিছুই আছে যা আমরা শুধু করে দেখাতে পারি, বলতে পারি না।'



## বিনোদন



# নিপুনের পার্লার নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন ডিপজলের

**বিনোদন ডেস্ক :** চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচণে সাধারণ সম্পাদকে পদে চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজল। তাদের দু'জনের জয়-পরাজয়ের মাঝে ভোটের ব্যবধান ছিল ১৬। নির্বাচনের পরপরই ডিপজলকে ফুলের মালা গলায় পড়িয়ে বরণ করে নেন পরাজিত প্রার্থী নিপুণ। তবে মাস ঘুরতেই সুর পাল্টে যায় অভিনেত্রীর। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ করে আদালতে রিট দায়ের করেন তিনি। নিপুণের সেই রিটের প্রেক্ষিতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদটিতে স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। পরে ডিপজলের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ স্থগিত করে চেম্বার আদালত। ফলে শিল্পী সমিতির সম্পাদক পদে ডিপজলের দায়িত্ব পালনে বাধা নেই বলে জানান আইনজীবীরা। প্রথমে ডিপজলকে 'অশিক্ষিত' বলে মন্তব্য করেন নিপুণ। এর জবাবে নিপুণের পেছনে বড় শক্তি আছে বলে মন্তব্য করেন ডিপজল। দুজনের তর্কের লড়াই এখানেই থামেনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নায়িকাকে নিয়ে আবারও মুখ খুলেছেন ডিপজল। তিনি বলেন, 'নিপুণকে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে এনে আমি ভুল করেছিলাম। আমার এখন মনে হয়, আমি ভুল করেছিলাম। তাকে আমি আর চিনি না।' ডিপজল বলেন, 'শিল্পী সমিতির চেয়ারে টাকা-পয়সা বলে কিছু নাই। এটা একটা ইজ্জত। আমার নির্বাচন করার ইচ্ছে ছিল না। তবুও নির্বাচন করলাম। কারণ গতবার অনেক অনিয়ম দেখেছি। যে কারণে এবার সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করলাম।' এই অভিনেতা বলেন, 'নিপুণের মূল ব্যবসাটা কী? আমি যে সিনেমা করছি, এটাই কী আমার মূল্য ব্যবসা? না, এটা আমর মূল্য ব্যবসা না। শুনলাম, উনি পার্লার দিয়েছেন। কী পার্লার এটা?

# ছাড়পত্র পেল বুবলী রোশানের রিভেঞ্জ

**বিনোদন ডেস্ক :** ঈদে অ্যাকশনধর্মী সিনেমা 'রিভেঞ্জ' কোন কর্তন ছাড়াই সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে। ফলে সিনেমাটি মুক্তিতে আর কোন বাধা নেই। গত বুধবার সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন প্রযোজক ও নির্মাতা মোহাম্মদ ইকবাল। কদিন আগেই তার অন্য একটি সিনেমা 'ডেডবডি' মুক্তি পেয়েছে। নির্মাতা মোহাম্মদ ইকবাল বলেন, আমার বহুল প্রতীক্ষিত এই সিনেমাটি দেখে সংশ্লিষ্টরা আনকাট ছাড়পত্র দিয়েছে। শুধু তাই না সেন্সর বোর্ড সদস্য খোরশেদ আলম খসরু ভাই ফোন করে সিনেমাটির প্রশংসা করেছেন। একজন নির্মাতা হিসেবে এটাই আমার সার্থকতা। ঈদুল আজহা ঘিরে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করছি। সেভাবেই সব কাজ চলছে। নির্মাতা বলেন, 'রিভেঞ্জ'-এ বুবলীর পুলিশ চরিত্রে অভিনয় পছন্দ করবেন দর্শক। তাকে দর্শক এমন চরিত্রে আগে কোনোদিন দেখেননি। আর নায়ক রোশান তো আছেই। দুজনের রসায়ন বেশ জমবে বলে আশা করছি আমি। এতে আরও অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, দীপা খন্দকার ও সীমান্তসহ অনেকে।

# ব্র্যান্ড প্রোমোটার হতে চান ফারিয়া শাহরিন

**বিনোদন ডেস্ক :** ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিন। পর্দার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নিয়মিত সক্রিয় এই অভিনেত্রী। নিজের ভালো লাগা-মন্দ লাগার কথা ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন। সদ্যই মা হওয়ার সুসংবাদ জানিয়েছেন ভক্তদের। এবার জানালেন নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু ভাবনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের ভিন্ন ভিন্ন ক্যারিয়ার গড়ার চিন্তাভাবনার কথা জানান ফারিয়া। তিনি জানান, বেকার থেকে অভিনেত্রী বুঝেছেন, আয় না করলে অসহ্য লাগে তার। তাই অভিনয় ছেড়ে ব্র্যান্ড প্রোমোটার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন তিনি। গত বুধবার রাতে নিজের ফেসবুকে পাঠকদের উদ্দেশে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার খুব ব্র্যান্ড প্রোমোটার হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। এই প্রফেশনটা খুব লোভনীয় মনে হয়। বাসায় বসে টাকা আয়, কী মজা! হ্যাঁ, কষ্টও আছে, যারা একদিনে অনেকগুলো লাইভ করেন, তাদের কষ্টও হয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, বাচ্চাকাচ্চা যদি পালা লাগে, বাসায় রেখে কীভাবে শুটিং করব? বাচ্চাও মাকে ছাড়া কীভাবে থাকবে? বেকারও বসে থাকতে ইচ্ছে করবে না। অনেক দিন বেকার থেকে বুঝলাম, আয় না করলে অসহ্য লাগে। তাই কয়েক দিন ব্র্যান্ড প্রোমোশন করে দেখি, পারি কি না, পারলে তো এটাই করব ঠিক করেছি। আর না পারলে তো শেষে গোল্লা, টাটা বাই বাই! ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে এর আগেও সামাজিক মাধ্যমে ফারিয়া বলেছিলেন, 'ক্যারিয়ারের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন এগিয়ে নিতে হবে। ক্যারিয়ারের জন্য সন্তান না নিয়ে ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটলে শেষ বয়সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যেতে হবে। আমি তেমন জীবন চাই না।' ২০০৭ সালে 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার' প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার্সআপ হয়েছিলেন ফারিয়া। এরপর থেকে লম্বা সময় ধরে ছোট পর্দায় নিজের অভিনয় ও সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়াচ্ছেন ফারিয়া।



# বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই হাসপাতালে অর্জুন

**বিনোদন ডেস্ক :** কয়েকদিন আগেই মালাইকার সঙ্গে অর্জুনের বিচ্ছেদের খবরে তোলপাড় ওঠে বলিপাড়ায়। তবে সেই খবর যে একেবারেই ভুয়ো, তা স্পষ্ট করেছেন খোদ মালাইকাই। সেই খবরে ইতি পড়তে না পড়তেই হঠাৎই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল অর্জুন কাপুরের হাসপাতালের ছবি। যেখানে দেখা গেল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন অভিনেতা। হাতে আই-ভি চ্যানেল। তা হঠাৎ কী হল অর্জুনের? জানা গিয়েছে, অস্ট্রিয়ার এক মেডিকেল হেলথ রিসর্টে তিনি রয়েছেন অর্জুন। অর্জুনের শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলসের অভাব হওয়ায় বিশেষ থেরাপি চলছে অভিনেতার।হাতে আই-ভি চ্যানেল লাগানো থাকলেও, খুব গুরুতর কিছু হয়নি অর্জুনের। ২০১৬ সালে আরবাজ-মালাইকার আলাদা থাকার কথা জানা যায়। ২০১৭ সালে আইনিভাবে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। এর কিছুদিন পর থেকেই অর্জুন কাপুরের সঙ্গে মালাইকার সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা যায়। একটা সময়ের পর কেউই আর নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে লুকোছাপা করেননি। মালাইকার থেকে প্রায় ১০ বছরের ছোট অর্জুন। গতবছর থেকেই মাঝেমধ্যে এই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।

# এবার ভিন্নধারার চরিত্রে সাবিলা নূর

**বিনোদন ডেস্ক :** ঈদুল আজহায় দর্শকদের বিনোদিত করতে হইচই আনছে নতুন এক সিরিজ। শিহাব শাহীনের পরিচালনায় এ সিরিজটির নাম 'গোলাম মামুন'। যার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। সেই সঙ্গে এই সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সাবিলা নূরকে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে হইচইতে স্ট্রিম হবে 'গোলাম মামুন'। গত রোববার বিকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট কনভেনশন হলে হয়ে গেল এই সিরিজের ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠান। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সিরিজের অভিনয় শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলী, সাংবাদিকরাসহ আরও অনেকে। জিয়াউল ফারুক অপূর্ব সিরিজটির মুক্তি নিয়ে বেশ উৎসাহিত। তিনি বলেন, আমি সব সময় যে ধরনের চরিত্রে অভিনয় করি সেগুলো থেকে গোলাম মামুন খুবই ভিন্ন ধরনের চরিত্র। ট্রেলারে শুধু একটু ঝলক পাবেন আমার চরিত্রের।

# এবার ক্রিকেটার হয়ে আসছেন তাহসান

**বিনোদন ডেস্ক :** দীর্ঘ বিরতির পর অভিনয়ে ফিরছেন কণ্ঠশিল্পী-অভিনেতা তাহসান রহমান খান। ঈদে চরকিতে মুক্তি পাবে আরিফুর রহমানের ওয়েব সিরিজ 'বাজি'। এতে ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাহসান। 'বাজি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন হৃদয় সাহা। খেলা বিনোদনের অংশ, লাখ লাখ দর্শক এই খেলা উপভোগ করে। কিছু অসাধু চক্র এই খেলাকে কেন্দ্র করে বসায় জুয়ার আসর। বহু প্রতিষ্ঠান অনলাইনে পেতেছে জুয়ার ফাঁদ, মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য জনপ্রিয় তারকাদের দিয়ে করছে বিজ্ঞাপন। রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভে অনেকেই নিঃস্ব হচ্ছেন, জড়িয়ে পড়ছেন ক্রিকেটাররাও। ক্রিকেট নিয়ে জুয়ার গল্পে নির্মিত হয়েছে 'বাজি'। মুখ্য ভূমিকায় আছেন তাহসান। প্রায় আড়াই বছর পর অভিনয়ে পাওয়া যাবে তাঁকে। বিরতি ভেঙে অভিনয়ে ফেরা প্রসঙ্গে বলেন, "গানে সময় দেওয়ার জন্য অভিনয় থেকে দূরে ছিলাম। তখনই ওটিটির উত্থান হয়েছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফরম থেকে অনেক প্রস্তাব আসছিল, বেশির ভাগই থ্রিলারের নামে খুন, মারামারির গল্প; তাই আগ্রহ বোধ করিনি। তবে চরকি থেকে যখন 'বাজি'র চিত্রনাট্য আমার কাছে এলো, মনে হয়েছিল এই চরিত্রে কিছু করা যাবে। গল্পটাও ব্যতিক্রম, ক্রিকেট নিয়ে এমন গল্প আগে বলা হয়েছে বলে মনে হয় না।" প্রথমবার ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাহসান। নিজের চরিত্র সম্পর্কে খুব বেশি খোলাসা করেননি, কোনো ক্রিকেটারের জীবনের ছায়া থেকে অনুপ্রাণিত কি না তা-ও জানাতে চাননি। শুধু বলেছেন, 'এক জনপ্রিয় ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করেছি, যাঁর জীবনে অনেকগুলো বাঁক। সেই বাঁকের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বাজির গল্পও। মুক্তি পেলেই বাকিটা দর্শক দেখতে পারবেন।' ক্রিকেট খুব পছন্দ তাহসানের। ছাত্রজীবন পেরিয়ে 'ব্ল্যাক' ব্যান্ডের সময়গুলোতেও সুযোগ পেলে ক্রিকেট খেলেছেন। পরে গান-অভিনয়ে ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় খেলতে পারেননি। ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে যেন পুরনো দিনে ফিরে গিয়েছিলেন, 'আমাদের বড় হওয়ার সময় থেকে ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়। অনেক বিকেল কেটেছে ক্রিকেট মাঠে।



# বিপাকে শাহরুখের প্রযোজনা সংস্থা

**বিনোদন ডেস্ক :** অভিনেতার পাশাপাশি সফল প্রযোজকও শাহরুখ খান। ২০০২ সালে শাহরুখ এবং গৌরী খানের সহ-মালিকানায় তৈরি হয়েছিল প্রযোজনা সংস্থা 'রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট'। অসংখ্য হিট ছবি উপহার দিয়েছে শাহরুখের প্রযোজনা সংস্থা। যার মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় হিট্ 'জওয়ান'। এ ছাড়াও রয়েছে রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্টের ভিএফএক্স সংস্থা। এবার শাহরুখের এই সংস্থার নাম ভাঙিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন! যদিও এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না শাহরুখ কিংবা তার সংস্থার কেউ। এই প্রতারণার খবর কানে যেতেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক করল শাহরুখের সংস্থা। রেড চিলিজের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'আমরা জানতে পেরেছি যে, একাধিক সমাজমাধ্যমে আমাদের সংস্থার নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন ভুয়া প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপে। সেখানে দাবি করা হচ্ছে, তারা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আমরা সবাইকে জানাচ্ছি রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট কোনো রকম নিয়োগ বা সেই সংক্রান্ত পলিসি বা কোনো ধরনের চাকরির সংক্রান্ত তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ মারফত দেয় না।

# শাহরুখের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পান অনুরাগ

**বিনোদন ডেস্ক :** বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান ও জনপ্রিয় নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ এখনো পর্যন্ত একসঙ্গে কোন সিনেমায় কাজ করেননি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বাদশাহকে নিয়ে কাজ না করার কারণ জানালেন অনুরাগ। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী,'হিউম্যানস অফ সিনেমা'-র একটি সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খানের সাথে কাজ না করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে কথা বলেছেন নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ। কিং খানের প্রতি তার এত মুগ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কেন এখনও পর্যন্ত কাজ করেননি এমন প্রশ্নের জবাবে অনুরাগ বলেন, 'শাহরুখ অভিনীত আমার প্রিয় ছবি হল 'চক দে ইন্ডিয়া'। শুধু তা-ই নয়, 'কাভি হাঁ কাভি না' ছবিও রয়েছে পছন্দের তালিকায়। কেরিয়ারের শুরুর দিকে এসআরকে প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করেছেন। তবে এখন শাহরুখ খানের সঙ্গে ছবি করা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে! একবার আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়েছিল। আমার তো তাকে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু এখন আমি ভক্তদের ভীষণ ভয় পাই। আর আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নামীদামি তারকাদের বড়সড় ফ্যানবেসকে বড় ভয় হয়। আসলে ভক্তদের জন্যই অভিনেতারা টাইপকাস্ট হয়ে যান আর ভক্তরা বারবার একই ভূমিকায় পছন্দের তারকাকে দেখতে চান। ফলে তেমনটা না হলে ভক্তরা বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই কারণে তারকারাও পর্যন্ত নতুন কিছু চেষ্টা করতে ভয় পান।' এসময় তিনি আরও বলেন, 'আসলে আমি যেভাবে চাই, সেভাবেই ছবি বানাব। সেটা শুধুমাত্র ভক্তদের জন্য হবে না। কিন্তু এর পরবর্তীতে যা ঘটবে, তার প্রতিক্রিয়া কিংবা পরিণতির জন্য অনেকটাই মাসুল গুনতে হবে। ফলে এসআরকে-র যে বিশাল ব্যাপার, সেটা পূরণ করার ক্ষমতা আমার নেই। যদি শাহরুখের 'ফ্যান' ছবিটি ভালো চলত, তাহলে আমি তার সঙ্গে কাজ করার সাহসটা অন্তত দেখাতে পারতাম।' ২০২৩ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে অনুরাগের সর্বশেষ সিনেমা 'কেনেডি'র প্রিমিয়ার হয়। নির্মাতার পরবর্তী সিনেমায় দেখা যাবে মালয়ালম অভিনেতা জজু জর্জকে।

## মনপুরা লঞ্চ ঘাটে যাত্রীদের দুর্ভোগ

**ভোলা প্রতিনিধি :** ভোলার দক্ষিণে মূল ভূখণ্ড থেকে বিছিন্ন দ্বীপ মনপুরা উপজেলা লঞ্চ ঘাটটি জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগের অন্ত:নেই। রিমালের বিরুপ প্রভাবে উত্তাল মেঘনার আছরে পড়া ঢেউয়ের তান্ডবে লঞ্চ ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। জোয়ারের তীব্র স্রোতে লঞ্চ ঘাটটি ভাঙ্গনের ফলে যাত্রীদের দারুণ কষ্ট হচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে মেঘনায় জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় লঞ্চে উঠা নামায় যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। লঞ্চে উঠা নামায় রাস্তাটি জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় ঘাটের অসাধু শ্রমিকরা যাত্রীদের সেবার নামে রমরমা ব্যবসা করছে। লঞ্চে মালামাল উঠা নামায় বেপরোয়া শ্রমিকরা যাত্রীদের থেকে ইচ্ছে মাফিক টাকা আদায় করছে। অপরদিকে তজুমদ্দিন উপজেলা লঞ্চ ঘাটটি ভেঙ্গে যাওয়ায় যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। দ্রত লঞ্চ ঘাট গুলোর যাতায়াতের পথ মেরামত করে লঞ্চে যাত্রীদের উঠা নামার সুযোগ করে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছে যাত্রীরা।



চাটমোহর শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রাচীন এই গাছের কাণ্ডজুড়েই ঝুলছে অনেক কাঁঠাল। চাটমোহর, পাবনা।

## শেরপুর বিদ্যুতের লোডশেডিং ও লোকবলের অভাবে গ্রাহকদের ভোগান্তি

শেরপুর **প্রতিনিধি :** শেরপুর বিদ্যুতের লোডশেডিং ও লোকবলের অভাবসহ নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের। সুত্রে জানা গেছে, শেরপুর জেলাসদরসহ ৫ টি উপজেলায় ১ লাখের ও বেশি পিডিপি'র বিদ্যুৎ গ্রাহক রয়েছে। এসব গ্রহকদের বিদ্যুৎ সেবা দিতে শেরপুর জেলা সদর সহ ৫ টি উপজেলায় ৫টি বিদ্যুৎ অফিস রয়েছে। জেলা সদর সহ নালিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলায় বিদ্যুৎ বিভাগের নিজস্ব ৩টি অফিস থাকলেও ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলায় বিদ্যুৎ বিভাগের নিজস্ব কোন অফিস ভবন নেই। ফলে ভাড়া নেয়া ঘরে চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল কাজকর্ম। অফিসগুলোতে রয়েছে লোকবলের অভাব। বিদ্যুৎ বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, লক্ষ্যাধিক গ্রাহককের সেবা দিতে যে পরিমানের লোকবল প্রয়োজন তার চারভাগের একভাগ লোকবলও নেই বিদ্যুৎ বিভাগে। ফলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। লোকবলের অভাবে গ্রাহকদের মিটার না দেখেই বিল করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগকে। ঝিনাইগাতী উপজেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক একেএম সামেদুল হক বলেন, প্রতিটি গ্রাহকের বাড়িতে গিয়ে মিটার দেখে বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও লোকবলের অভাবে তা করা সম্ভব হয় না। এতে প্রায় সময় অতিরিক্ত বিলের বুঝা বহন করতে হচ্ছে শতশত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের। এ নিয়ে মাঝে মধ্যেই ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে গ্রাহকদের সাথে বিদ্যুৎ কর্মচারীদের। দেশের সর্বত্র সব বিভাগে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও শেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগে লাগেনি আধুনিকতার ছোঁয়া। অভিযোগ রয়েছে বাঁশের খুঁটি ও রাস্তার পাশে গাছপালার সাথে তার ঝুলিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রত্যান্তঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। জরাজীর্ণ অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় আকাশে মেঘ জমলেই এখানে বিদ্যুৎ থাকে না। দুর্ঘটনা এড়াতেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। এরপরেও মাঝে মধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মানুষ ও গরু মহিষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে অহরহ।আরো জানা গেছে, দুর্যোগ পুর্ণ আবহাওয়ায় প্রায় সময় রাস্তার দু'পাশে গাছ ভেঙে পরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। কিন্তু লোকবলের অভাবে দ্রুতগতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। কোন কোন সময় ২/১ দিন সময় লেগে যায় বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে। এ সময় ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষতি সাধিত হওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। লোডশেডিং এর কথাতো বলাই বাহুল্য। গড়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১০ ঘন্টাই থাকে লোডশেডিং। এতে কৃষি জমিতে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি শিল্প কারখানায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক মন্দাভাব দেখা দেয়। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ব্যাহত হয়। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ বিভাগের শেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাহাব উদ্দিন আহমেদ বলেন, গড়ে জেলায় বিভিন্নস্থানে লোডশেডিং হয় ৪৫ ভাগ। এ ছাড়া বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে লোকবল বাড়ানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

## কাউখালীতে পান চাষীদের ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণবাসনের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

**পিরোজপুর প্রতিনিধি :** পিরোজপুরের কাউখালীতে বাংলাদেশ পান চাষী সমিতি কাউখালী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় রিমেলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পান চাষীদের ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত-পূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত পান চাষীদের সঠিক তালিকা তৈরি করা সহ তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা পাবার জন্য কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লার কাছে ৬ জুন বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পিরোজপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক নিমাই মন্ডল, বাংলাদেশ পান চাষি সমিতি কাউখালী উপজেলা কমিটির সভাপতি সূর্যকান্ত বিশ্বাস, পান চাষী সমিতির নেতা ফারুক হোসেন, অনন্ত শিকদার, লিটন চন্দ্র হালদার, পরিতোষ সমাদ্দার, হাবিবুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য ঘূর্ণিঝড়ে কাউখালীতে প্রায় এক হাজার ১২০০ শত পান চাষীদের প্রায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে পান চাষীরা জানান।

# চিনির সংকট পুরনে লালমনিরহাটে চাষ হচ্ছে স্টিভিয়া

**লালমনিরহাট প্রতিনিধি :** চিনির সংকট পুরনে লালমনিরহাটে এবার পরীক্ষামুলক ভাবে চাষ করা হচ্ছে স্টিভিয়া। প্রতি কেজি স্টিভিয়ার পাউডার ৩০/৩৫ কেজি চিনির কাজ করবে। এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবরও বটে। জানা গেছে, উৎপাদনের তুলনায় দেশে চিনি চাহিদা ব্যাপক থাকায় দামও প্রচুর। বেশি দামে ক্রয় করা চিনিও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অস্বস্থ্যকর। চিনি বেশি খেলে ডায়াবেটিস বাড়ে। যা ডায়াবেটিস রোগীদের সমস্যা বাড়ায়। এ কারণে চিনির বিকল্প হিসেবে স্টিভিয়া চাষাবাদ হচ্ছে বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সেই স্টিভিয়া এবার পরীক্ষামুলক ভাবে চাষাবাদ করে সফল হয়েছেন উপ সহকারী প্রকৌশলী জীবন কৃষ্ণ রায়। মাত্র ১৭টি স্টিভিয়া চারা থেকে প্রকল্প শুরুর ৮ মাসেই শতাধিক চারা করেছেন তার বাগানে। এখন পরিকল্পনা বাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদ। উপ সহকারী প্রকৌশলী জীবন কৃষ্ণ রায় লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চলবলা ইউনিয়নের সোনারহাট এলাকার ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের ছেলে। তিনি আদিতমারী উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের উপ সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। চাকুরীর ফাঁকে ছুটির দিনে স্টিভিয়া বাগান পরিচর্যা করেন তিনি। জীবন কৃষ্ণ রায় জানান, চাকুরী জীবনের একটা প্রশিক্ষণে গিয়ে স্টিভিয়া সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা শুনে বাড়িতে স্টিভিয়ার গাছ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহন করেন জীবন কৃষ্ণ রায়। এরপর ইউটিউভ সার্চ করে অনলাইনে অডার করে এর ১৭টি চারা সংগ্রহ করে বাগানে রোপন করেন। মাত্র ৮ মাসের ব্যবধানে তার বাগানে শতাধিক চারা হয়েছে। গাছে গোরা থেকে গজিয়ে উঠা নতুন গাছ থেকে স্টিভিয়ার চারা সংগ্রহ করতে হয়। একটু নিড়ানী জৈব সার আর পরিমিত পানি সেচ দিলেই গাছ বেড়ে উঠে। প্রতিটি গাছে মাত্র ৩ মাসে পাতা ও ডাল সংগ্রহ করা হয়। এরপর এসব পাতা ও ডাল রোদে শুকিয়ে গুড়া করতে হয়। সেই গুড়া সামান্য পরিমান পানিতে দিলে তা চিনির চেয়েও বেশি মিষ্টি সাদ পাওয়া যায়। এর কাঁচা পাতা পানিতে দিয়ে গরম করলে সে পানি চিনির মত মিষ্টি হয়। তিনি আরও বলেন, চা পানে এই কাঁচা পাতা পানিতে দিয়ে তা গরম করে চা পাতা দিলে তা চায়ের সাদ পাওয়া যাবে। যারা চিনি ছাড়া চা পান করেন তাদের জন্য স্টিভিয়ার কাঁচা পাতা বা গুড়া দিলেই চিনি ছাড়াই চিনির সাদ পাবেন। স্টিভিয়ার গুড়া দিয়ে ফিরনি পায়েস তৈরী করা সম্ভব। স্টিভিয়ার প্রতি কেজি গুড়া ৩০/৩৫ কেজি চিনির কাজ করে। স্টিভিয়ার গুড়া বাজারজাত করা যায়। যা বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার টাকা দরে। জীবন কৃষ্ণ রায় বলেন, তার বাগানে উৎপাদিত স্টিভিয়ার গুড়া রংপুর ডায়াবেটিস সমিতিতে রোগীদের জন্য পাঠানো হয়। রোগীরা এর চা পান করে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে সফল হয়েছেন।

## নকলায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম ও জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা

শেরপুর **প্রতিনিধি :** শেরপুরের নকলায় সরকারের সর্বজনীন পেনশন স্কিম ও জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে উপজেলার বানেশ্বর্দী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বানেশ্বর্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাজহারুল আনোয়ার মহব্বত-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া উম্মুল বানিন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শরীফ হাসান। এ ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য বাবুল মিয়া প্রমুখ। এসময় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহাম্মেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাফিজুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক এ.এস.এম.বি করিম শাহজাহান, ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খন্দকার আবদুস সবুর রনি, যুবলীগ নেতা মাজহারুল ইসলাম সিঞ্জু, নকলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোঃ মোশারফ হোসাইন, প্যানেল চেয়ারম্যান উছমান আলীসহ সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য ও ইউপি সাধারণ সদস্যগন, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বানেশ্বর্দী ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত গ্রাম পুলিশগনসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সরকারের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মতো এমন মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে বক্তারা জানান, সরকার আপাতত ৪টি স্কিমের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে। যেকোন শ্রেণী পেশার যেকেউ চাইলে অনলাইন প্লাটফর্মে রেজিস্ট্রেশন করে যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোনো একটি পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন। পেনশন স্কিম চারটি হলো: সমতা স্কিম যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা চাঁদার মধ্যে চাঁদা দাতা।

## নাজিরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে সভা ও দোয়া

**নাজিরপুর, পিরোজপুর প্রতিনিধি :** পিরোজপুরের নাজিরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নদ্রোষ্টা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান দুলাল এর সভাপতিত্বে ও উপজেলা সদস্য সচিব মো: আবু হাসান খান এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন।

## ডিমলায় দুই মাদক ব্যবসায়ি গ্রেপ্তার

**নীলফামারী প্রতিনিধি :** নীলফামারীর ডিমলায় ঘয়াবাড়ী ইউনিয়নের পশ্চিমখড়িবাড়ী গ্রামের নিজ বাড়ী হতে বৃহস্পতিবার সকালে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল। জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ভুপতি কুমার বর্মন ও উপপরিদর্শক শফিয়ার রহমানের নেতৃত্বে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গয়াবাড়ী ইউনিয়নের পশ্চিম খড়িবাড়ী এলাকার আঃ আজিজ মাষ্টারের পুত্র আবদুল কাদের (৫৭) ও একই এলাকার মৃতঃ ছোরহাব আলীর পুত্র কামাল মিয়া (৫৪)। এ বিষয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শন শফিয়ার রহমান বলেন, পশ্চিম খড়িবাড়ী এলাকায় গাঁজা বিক্রি চলছে বিষয়টি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে তাৎক্ষনিক সঙ্গীয় ফোর্স সহ আবদুল কাদের নিকট ১কেজি ২শ গ্রাম ও কামালের নিকট ৫ শ গ্রাম গাঁজাসহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ডিমলা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ডিমলা থানার (ওসি) দেবাশিষ রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

## চিতলমারীতে ইউএনও'র প্রেস ব্রিফিং

**চতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি :** মুজিববর্ষ উপলক্ষে চিতলমারী উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনার পূর্ব প্রস্তুতি উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আসমত হোসেন। আগামী ১০ জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১১টি গৃহ হস্তান্তর করে চিতলমারী উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করবেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলায় কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে এ প্রেস ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে ইউএনও মোঃ আসমত হোসেন জানান, আগামী ১০ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিতলমারী উপজেলাকে ক-শ্রেনির ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করবেন। ওই দিন উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।



বৃষ্টির মৌসুম চলছে। গ্রামের পথের ধারে বসে ছাতা মেরামত করছেন মমতাজুর রহমান। পাইকান এলাকা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

## কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগীদের স্বর্ণালঙ্কার চুরি

**কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি :** গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে অহরহ ঘটছে চুরির ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক মহিলা রোগীর স্বর্ণালঙ্কার চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। আগত রোগীদের জিনিসপত্র খোয়া যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায়ই ঘটছে চুরির ঘটনা।

জানা যায়, উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নের গাওয়ার গ্রামের শরিফা খাতুন (৩৫) তার এক আত্মীয় মহিলা রোগীকে ডাক্তার দেখাতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। দুপুর ১২টার দিকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় রোগীর বেশে সুযোগ বুঝে চুর ওই মহিলার স্বর্ণের চেইনটি গলা থেকে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া প্রবাসী কামাল হোসেনের স্ত্রী শরীফা খাতুন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমানত হোসেন খানের অফিসে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন। এ সময় ভাইস-চেয়ারম্যান হাফিজুল হক চৌধুরী আইয়ুব, থানার এসআই মিরাজ ও এসআই নাজনীন আক্তারসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ওই নারীকে কাপাসিয়া থানায় সাধারণ ডায়রি করার পরামর্শ দেয়া হয়। গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর কাপাসিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে দুই নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা রোগী সেজে ডাক্তার দেখাতে এসে অন্য রোগীদের গলার চেইন কৌশলে হাতিয়ে নেয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন। তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওই মাসে এরকম তিনটি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। বাকি চুরির ঘটনার কোন সমাধান এখনো হয়নি। কাপাসিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোঃ আমানত হোসেন খান বলেন, এ ধরনের চুরির ঘটনা প্রায়ই ঘটছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। চুরি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও হসপিটাল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মামুনুর রহমান বলেন, সম্প্রতি জাতীয় টিকা দিবসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি এমপির উপস্থিতিতে একই কায়দায় এক মহিলা রোগীর স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া প্রায় এধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে। বহির বিভাগে প্রতিদিন সকাল থেকে বিভিন্ন রোগের প্রায় সাত শতাধিক রোগী আসেন ডাক্তার দেখাতে। এই ধরনের চুরির রোধে দশ মিনিট পর পর হাসপাতালের মাইকে সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে।

## দৌলতপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জাতীয় পুষ্টি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

**দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :** কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে বুধবার সকাল ১০ টায় জাতীয় পুষ্টি বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওই সেমিনারে উপজেলা স্বাস্থ্য প.প কর্মকর্তা ডা: তৌহিদুল হাসান তুহিনের সভাপতিত্বে ও ডা: নাসরিন আক্তারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড: ওজাজ আহমেদ মামুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার ভুমি সাব্বির আহমেদ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনালি খাতুন আলেয়া, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাঈদা সিদ্দিকা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হুসাইন আহমেদ স্বপন, সাংবাদিক মোঃ সাইফুল ইসলাম (শাহীন), দৌলতপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান মহি উদ্দিন, প্রাগপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম মুকুল মাস্টার। এ কর্মশালায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

## নেছারাবাদে বিদ্যালয় থেকে গোপনে গাছ বিক্রির অভিযোগ

**পিরোজপুর প্রতিনিধি :** নেছারাবাদ উপজেলার ধলহার পঞ্চগ্রাম সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জর্না সমদ্দারের বিরুদ্ধে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ হাজার টাকার গাছ বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি সুকৌশলে গত এক মাসের ব্যবধানে বিদ্যালয়ের সামনে থেকে দুইটি মেহগিনি, তিনটি বেলশিশু গাছ বিক্রি করেছেন। যাহার আনুমানিক বাজার মূল্য অর্ধলক্ষ টাকারও বেশি বলে দাবি স্থানীয়দের। তিনি সেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনা করে যা ইচ্ছে তা করে বেড়াচ্ছেন। বিদ্যালয়ে মনগড়া পরিচালা পর্ষদ কমিটি করা সহ দু'চারজন অনুগত শিক্ষকদের দ্ধারা তিনি এসব কর্মকাণ্ড করেছেন বলে অভিযোগ বিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্খিদের। স্থানীয় সুজন মিস্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঝর্না সমদ্দার গত পাচ মাসে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা বলে বিদ্যালয় থেকে পাচটি মূল্যবান গাছ বিক্রি করেছেন। যাহার আনুমানিক বাজার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি। এ স্কুলে লেখাপড়ার কোন জবাবদিহি নেই। খেয়াল খুশিমত বিদ্যালয়ে আসেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের এমন কর্মকাণ্ড যখন খুশি তখন চলে যায় শিক্ষার্থীরা। তিনি বলেন কোন প্রকার দরপত্র আহবান ছাড়া গোপনে বিদ্যালয় থেকে গাছ বিক্রির বিষয় তিনি ইউএনও বরাবর অভিযোগ দেয়া হয়েছে। স্থানীয় রতন মিস্ত্রী অভিযোগ করে এলাকার গুটিকয়েক এলিট পার্সন আর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঝর্না মিলে স্কুলটাকে ব্যাক্তিগত প্রতিষ্ঠান বানিয়েছে। গোপনে স্কুলের গাছ বিক্রি সহ এখানে নেই শিক্ষার কোন মানদন্ড। অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঝর্না সমদ্দার বলেন, বিদ্যালয়ে যা কিছু হয়েছে সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে।

## লাকসামে আউশ-আমন আবাদে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

**লাকসাম, কুমিল্লা প্রতিনিধি :** চলতি মৌসুমে আউশ-আমন আবাদে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায় এবার চলতি মৌসুমে আউশ-আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা হাইব্রিড ১৮হাজার ৫০হেক্টর উফশী ধান লক্ষ্যমাত্রা ৩হাজার ৬শ হেক্টর, মোট ৫হাজার ৪শ ৫০ হেক্টর। এ পর্যন্ত আবাদ হয়েছে হাইব্রিড ৫৫ হেক্টর, উফশী ধান আবাদ হয়েছে ২শ ১০হেক্টর, মোট ২শ ৬৫ হেক্টর আবাদ হয়েছে। লাকসাম উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ আল আমিন (বিসিএস কৃষি) আউশ-আমন আবাদে কৃষকদের উৎসাহিত এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

## কোটালীপাড়ার সাব-রেজিস্ট্রারের বদলীর দাবিতে দলিল লেখকদের মানববন্ধন

**কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি :** গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার কাওসার খানের বদলীর দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে দলিল লেখক সমিতি। বৃহস্পতিবার কোটালীপাড়া উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সামনের সড়কে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় কোটালীপাড়া দলিল লেখক সমিতির সভাপতি সভাপতি আহম্মদ হোসেন চৌধূরী, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সেন, ইউপি চেয়ারম্যান মাজাহারুল আলম পান্না, দলিল লেখক আবদুল খালেক হাওলাদার, মনির শাহ, কাউন্সিলর রকিবুল ইসলাম, পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আলীউজ্জামান জামির বক্তব্য রাখেন। কোটালীপাড়া উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আহম্মদ হোসেন চৌধুরী বলেন, বৈধ কাগজপত্র থাকাও সত্ত্বেও সাব-রেজিস্ট্রার কাওসার খান আমাদের কাছে ঘুষ দাবি করেন। আমরা ঘুষ দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি আমাদের দলিল রেজিস্ট্রি করেন না। আমি ৫৫বছর ধরে দলিল লেখি। কাওসার খানের মতো এ ধরণের ঘুষখোর সাব-রেজিস্ট্রার আমার কর্মজীবনে দেখিনি। এই ঘুষখোর সাব-রেজিস্ট্রারকে বদলির দাবিতে গত ১মাস ধরে কর্মবিরতি পালন করে আসছি। আমাদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ মানববন্ধন করলাম। তার বদলী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি চলবে। ইউপি চেয়ারম্যান মাজাহারুল আলম পান্না বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার কাওসার খানের ঘুষ দাবি ও নানা অনিয়মের কথা আমরা জানতে পেরেছি।

## নিখোঁজ শিশু আপনকে কুড়িগ্রাম থেকে উদ্ধার

**লালমনিরহাট প্রতিনিধি :** লালমনিরহাটে নিখোঁজ হওয়া মাদ্রাসা ছাত্র শিশু আলাউদ্দিন সরকার আপন (১২) কে ২১ দিন পর কুড়িগ্রাম জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৫জুন) রাতে তাকে কুড়িগ্রাম জেলা শহরের শাপলা চত্বরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে আরিফুল ইসলাম নামে এক কলেজ ছাত্র তাকে উদ্ধার করে। আলাউদ্দিন সরকার আপন (১২) লালমনিরহাট পৌরসভার বিএনপি কলোনির জরিপ উল্লাহর ছেলে। আর তাকে খুঁজে পেতে যার অবদান প্রশংসনীয় সেই কলেজ ছাত্র আরিফুল ইসলাম কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার আনন্দ বাজার এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে। কলেজ ছাত্র আরিফুল জানান, রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আপনের ছবি ও লালমনিরহাট শহরের মিশন মোড় এলাকার মানববন্ধনের ভিডিও চিত্র দেখে আপনের পরিচয় নিশ্চিত হন। পরে তিনি আপনের পরিবারের সদস্যদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে তাদেরকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন। এরপর লালমনিরহাট সদর থানার এসআই জাহাঙ্গীর আলম আপনকে আরিফুল ইসলামের কাছ থেকে লালমনিরহাট সদর থানায় নিয়ে আসেন রাতেই আপনের পরিবারের নিকট তাকে হস্তান্তর করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে আপনের বাবা জরিপ উল্লাহ বলেন, 'অনেকদিন পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে মনে শান্তি লাগছে। কিন্তু সে কীভাবে কুড়িগ্রাম জেলায় গেলো তা তাকে এখনো জিজ্ঞাসা করিনি। তবে থানায় যখন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন ও বলেছিল যে, কোন একটি অটোওয়ালা তাকে নিয়ে গেছে। আপন সেসময় নাকি ঘুমের ঘোরে ছিল। কিন্তু পুরো ঘটনা ওইভাবে শুনতে চাইনি। সন্তানকে ফিরে পেতে সাহায্য করায় আমি জেলার সকল সাংবাদিক ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞ। লালমনিরহাট সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওমর ফারুক জানান, মাদ্রাসা ছাত্র আপনকে খুঁজে পেতে জেলা পুলিশের সব রকম চেষ্টা ছিল। অবশেষে তাকে পাশের জেলা কুড়িগ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়।

## পাকুন্দিয়ায় দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি :** কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন' এই স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা ও নৈতিকতা চর্চা ছড়িয়ে লক্ষ্যে উপজেলার ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার দিনব্যাপি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্যোগে এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পাকুন্দিয়া উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে উপজেলার চরকাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, হোসেন্দী উচ্চ বিদ্যালয়, পাকুন্দিয়া পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও পাকুন্দিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল রাউন্ডে পাকুন্দিয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকুন্দিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের বিতার্কিকরা। উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তরীকুল হাসান শাহীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. বিল্লাল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও মো. বিল্লাল হোসেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে প্রথমে শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়তে হবে। প্রত্যেক নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠলেই সোনার বাংলা গঠন করা সহজ হবে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীতি নৈতিকতা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ওমর ফারুক ভূঁইয়া, জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক মো. রোমান উদ্দিন, সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহানারা খাতুন।



গাছে ঝুলছে থোকা থোকা করমচা। বিএডিসি উদ্যান, নারুলী এলাকা, বগুড়া।

# ইংল্যান্ডের ইউরো দল থেকে বাদ আরও ৩ তারকা

**স্পোর্টস ডেস্ক :** আগামী ১৫ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আগেই প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল ইংল্যান্ড। সেই দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ তারকা মার্কাস রাশফোর্ডের। এবার দল চূড়ান্ত করার আগে কোচ গ্যারেথ সাউথগেট আরও তিন তারকাকে ছেঁটে ফেলেছেন। এতদিন তারা ইউরোর জন্য ত্রিলায়ন্সদের ক্যাম্পে থাকলেও, জার্মানির ইউরোর বিমানে ওঠা হচ্ছে না হ্যারি ম্যাগুইরে, জেমস ম্যাডিসন ও কার্টিস জোন্সের। ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) আজ (বৃহস্পতিবার) এই দুই তারকা মিডফিল্ডারকে স্কোয়াডের বাইরে রাখার কথা নিশ্চিত করেছে। পরবর্তীতে হ্যারি ম্যাগুইরেও জানিয়েছেন ইউরো দল থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা। যদিও লিভারপুলের হয়ে খেলা জোন্সের ইংল্যান্ড জাতীয় দলে অভিষেক হয়নি এখনও। অন্যদিকে, টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঝমাঠের ভরসা ম্যাডিসন এখন পর্যন্ত সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।

## শিক্ষণীয় বিষয় থাকে ভালো-খারাপ সময়ে: রিয়াদ

**স্পোর্টস ডেস্ক :** দেশের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড থেকে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে প্রায় বাদের হিসাবেই রাখা হয়েছিল। তাতে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগ থেকে গেল বছর পুরোটা তিনি ছিলেন এই ফরম্যাট থেকে বাইরেই। পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিক ব্যর্থ হওয়ায় ওয়ানডে ফরম্যাটেও জায়গা পাচ্ছিলেন না টাইগার স্কোয়াডে। ধারণা করা হচ্ছিল, তারকা এই অলরাউন্ডারের হয়তো জাতীয় দলের গল্পটার সমাপ্তি হতে চলেছে। তবে তা হয়নি, রিয়াদ ফিরেছেন। আর এমনভাবেই ফিরেছেন যে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও শান্তর দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। আর এসব কিছু নিয়েই বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার আগে বিসিবির ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের আয়োজনে 'গ্রিন রেড স্টোরিজে' কথা বলেছিলেন। সেটাই গত বুধবার প্রকাশ পেয়েছে। ওখানেই রিয়াদ জানিয়েছেন যে ভালো সময়ে কিংবা খারাপ সময়ে তিনি শিক্ষণীয় বিষয় খোঁজেন। এর আগে ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের নেতৃত্বে খেলতে যায় বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্ব কোনো রকমে পার করলেও মূল পর্বের (সুপার টুয়েলভস) সব ম্যাচ হেরে যায়। পরবর্তী বছরে খেলেন এই ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হওয়া এশিয়া কাপও। তবে পারফরম্যান্সের অবনতিতে সুযোগ হয়নি পরের বছর ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। এরপর থেকে কুড়ি ওভারের এই ফরম্যাট থেকেই হারিয়ে যান তিনি। তবে চলতি বছর থেকে ফের নিয়মিত এই ফরম্যাটে দেখা যাচ্ছে তাকে, আর এসব ম্যাচে পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে এক আসর পর ফের জায়গা পেয়েছেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। এ নিয়ে তিনি বলেন, 'সংগ্রাম তো আমার ক্যারিয়ার জুড়েই কম-বেশি ছিল। আমি সব সময়ই আল্লাহ?র ওপর বিশ্বাস করি। আল্লাহ?র কাছেই সব সময় আমার যা কিছু বলার আমি বলি। সব সময় বিশ্বাস করি, আল্লাহ?র পরিকল্পনা সর্বোত্তম। ভালো সময়, খারাপ সময়, সবকিছুরই একটা শিক্ষণীয় বিষয় থাকে এটাই বিশ্বাস করি। যখন আমি ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিলাম না, আমার কাছে খুবই খারাপ লেগেছিল। মনে হয়েছিল, আমি দলে থাকতে পারতাম। কিন্তু কোনো কারণে হয়নি। সেটার জন্য আমার কোনো আফসোসও নেই। সব সময় যেটা বলি যে দলের জন্য যতটুকুই অবদান রাখতে পারি।

## ডাচদের প্রয়োজন 'পারস্পরিক আস্থা'

**স্পোর্টস ডেস্ক :** প্রতিভার কোনো কমতি নেই, তবুও অনেক দিন ধরে ডাচদের হাতে ধরা দিচ্ছে না কোনো সাফল্য। ফরোয়ার্ড কোডি হাকপো মনে করছেন, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৩ যুগের শিরোপা খরা ঘুচাতে হলে খেলতে হবে একটা দল হয়ে। আস্থা রাখতে হবে পরস্পরের ওপর। অতীতে কয়েক বার নেদারল্যান্ডস দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বাইরে এসেছে। ইউরোর কয়েকটি আসরে বিশেষ করে ১৯৯৬ ও ২০১২ সালে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে মোটাদাগে দায়ী করা হয় দলের মধ্যে বিভাজনকে। ১৯৯৬ ইউরোতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোমতে গ্রুপ পর্ব পার করা ডাচরা কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল। দলের মধ্যে বৈষম্যের অভিযোগ ওঠার পর টুর্নামেন্ট চলাকালেই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল মিডফিল্ডার এডগার ডেভিডসকে। ২০১২ আসরে গ্রুপ পর্বই পার করতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। গ্রুপে সবার নিচে থেকে বিদায় নেওয়ায় সে সময় অন্তর্দ্বন্দ্বকে দায়ী করেছিলেন তারকা উইঙ্গার আরিয়েন রবেন।

এবারের ডাচ দলটিও বেশ শক্তিশালী। তাদের স্কোয়াডে আছেন লিভারপুলের অধিনায়ক ও তারকা ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক, বার্সেলোনার মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্ডার নাথান আকে। হাকপো মনে করছেন, ইউরোর শিরোপা পুনরুদ্ধার করার সামর্থ্য রয়েছে তাদের। এখন কেবল প্রয়োজন একে অপরকে সাহায্য করা। জার্মানিতে ১৯৮৮ সালে ইউরো জয়ের স্বাদ পেয়েছিল নেদারল্যান্ডস। ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান করতে মুখিয়ে আছে দলটি। হাকপো বললেন, তাদের নিয়ে বাইরে কি ভাবা হচ্ছে সেটায় কান দিচ্ছেন না তারা। "আমি মনে করি, প্রত্যাশার পারদ অনেক উঁচুতে। কাগজে-কলমে আমরা খুবই বড় একটি দল, যাদের আছে তারকা সব খেলোয়াড়। তবে আমি মনে করি, পরস্পরকে নিয়ে দল হিসেবেও আমরা শক্তিশালী। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করি, কারণ দীর্ঘ দিন ধরে আমরা একে অপরকে চিনি। আমরা সতীর্থের সামর্থ্য সম্পর্কে জানি। তাই নিজেদের নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।" "আমি জানি না, আমাদের সম্পর্কে বাইরের বিশ্বের ধারণা কী, কিন্তু আমরা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করতে চাই এবং সেটি হচ্ছে ইউরো জেতা। এটা খুব কঠিন হতে যাচ্ছে, কিন্তু এটাই আমাদের লক্ষ্য।" জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় এবারের ইউরো শুরু হবে আগামী ১৪ জুন।

## যে কারণে আদালতে ম্যানসিটি

**স্পোর্টস ডেস্ক :** ম্যানচেস্টার সিটি অ্যাসোসিয়েটেড পার্টি ট্রানজ্যাকশন (এপিটি) নিয়ম বাতিল চেয়ে প্রিমিয়ার লিগের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই শুরু করেছে। ক্লাবগুলাকে তাদের মালিকদের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলোর সাথে স্পন্সরশিপ চুক্তি বৃদ্ধি করা থেকে বিরত রাখা, ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২১ সালে এপিটি নিয়মগুলো চালু করেছিল। এপিটি নিয়মে বলা হয়েছে, ক্লাবের মালিকানার অংশীদার রয়েছে এমন কোনো সংস্থার সঙ্গে স্পন্সরশিপ চুক্তি করতে গেলে ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে দেখানো যাবে না। সেই সংস্থার স্বচ্ছ বাণিজ্যিক মূল্য অনুসারে সেই চুক্তি হতে হবে। কৃত্রিমভাবে চুক্তির অর্থ বাড়ানো যাবে না। অতীতে এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে বিরাট অঙ্কের স্পন্সরশিপ মূল্য দেখানো হতো। কারণ তার বিরোধিতা করার কেউ ছিল না। এতে সেই সংস্থাগুলোরও লাভ হতো বাণিজ্যিকভাবে। প্রিমিয়ার লিগের নিয়মটি নিয়ে আপত্তি রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির। এই নিয়মের কারণে ক্লাবের ব্যবসা কমে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সিটির পক্ষ থেকে। সিটি ক্লাবটি আবুধাবির শাসক পরিবারের মালিকানাধীন এবং এর স্পন্সরগুলোর মধ্যে রয়েছে আবুধাবিভিত্তিক ইতিহাদ এয়ারওয়েজ। সূত্র : এপি

## বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচে জয় পেতে চান আমির

**স্পোর্টস ডেস্ক :** টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান একমাত্র শিরোপার জিতেছিল প্রায় দেড় দশক আগে। গত আসরে খুব কাছে গিয়েও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনাল হেরে ভাঙে তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন। আরেকটি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলের অভিজ্ঞ পেসার মোহাম্মদ আমির সাফ জানিয়ে রাখলেন, এবার তাদের লক্ষ্য কেবল একটাই, প্রতিটি ম্যাচ জেতা। ডালাসে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে পাকিস্তানের এবারের বিশ্বকাপ অভিযান। উদ্বোধনী ম্যাচে কানাডার বিপক্ষে রেকর্ডগড়া জয়ে রীতিমতো উড়ছে স্বাগতিকরা। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষেও সিরিজ জেতে তারা। ধারাবাহিকতা ধরে রেখে পাকিস্তানকে হারানোর লক্ষ্যও সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট করে বলেন যুক্তরাষ্ট্র অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল।

## একাদশে নেই জামাল, ফিরেছেন তারিক-মোরসালিন

**স্পোর্টস ডেস্ক :** বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটু পরই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচের একাদশে নেই জামাল ভুঁইয়া। চোট কাটিয়ে ফেরা শেখ মোরসালিন ও তারিক কাজীর জায়গা হয়েছে শুরু একাদশে। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ম্যাচ শুরু হবে বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে। হাভিয়ের কাবরেরার একাদশে গোলবার সামলাবেন মিতুল মারমা। একাদশে আছেন তিন সেন্টার ব্যাক তপু বর্মণ ও মেহেদী হাসান মিঠু ও তারিক কাজী। লেফট ব্যাকে ইসা ফয়সাল এবং রাইট ব্যাকে থাকছেন সাদ উদ্দিন। ডিফেন্সিভ মিডে মোহাম্মদ হৃদয় এবং তার সামনে সোহেল রানা ও সোহেল রানা জুনিয়র। রাইট উইংয়ে রাকিব হোসেন এবং নাম্বার টেন পজিশনে দেখা যাবে শেখ মোরসালিনকে। বাংলাদেশ একাদশ: গোলরক্ষক: মিতুল মারমা রক্ষণভাগ: তপু বর্মণ, মেহেদী হাসান মিঠু, ইসা ফয়সাল, সাদ উদ্দিন ও তারিক কাজী মধ্যমাঠ: মোহাম্মদ হৃদয়, সোহেল রানা ও সোহেল রানা (জুনিয়র) আক্রমণ: শেখ মোরসালিন ও রাকিব হোসেন।

## উচ্ছ্বসিত পেরেস

**স্পোর্টস ডেস্ক :** আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকটা রাঙাতে পেরে ভীষণ খুশি আইওসে পেরেস। অ্যান্ডোরার বিপক্ষে নিজে তো গোল করেছেন, সতীর্থের একটি গোলে অবদান রেখেছেন। স্পেনের হয়ে প্রথম ম্যাচে এমন পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে এই ফরোয়ার্ডের মনে হচ্ছে, স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে শেষ প্রস্তুতি পর্বে বুধবার রাতে অ্যান্ডোরার বিপক্ষে ৫-০ গোলে জিতেছে স্প্যানিশরা। তাদের জয়ের নায়ক অবশ্য মিকেল ওইয়ারসাবাল। বিরতির পর বদলি হিসেবে নেমে হ্যাটট্রিক করেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। কিন্তু সব আলোচনা পেরেসকে ঘিরে। ৩০ বছর বয়সে এসে যে স্পেনের হয়ে প্রথমবার খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আর সেটাইকেই কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন এই ফুটবলার। ম্যাচে পেরেসের গোল থেকেই শুরুতে এগিয়ে যায় স্পেন। ২৪তম মিনিটে পাও কুবারসির হেড পাস পেয়ে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ওইয়ারসাবালের প্রথম গোলে অ্যাসিস্ট করেন রেয়াল বেতিসের এই ফরোয়ার্ড। লা লিগায় এবার বেতিসের হয়ে শেষ সাত ম্যাচে পাঁচ গোল করেন পেরেস। পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা জাতীয় দলেও ধরে রাখতে পেরে উচ্ছ্বসিত এই ফুটবলার। "স্বপ্নের মতো ছিল অভিষেক। গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করতে পারাটা দারুণ ব্যাপার, আমি খুশি।" "প্রতিটি অনুশীলন সেশনে এবং ম্যাচে আমি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। এখন দলের জন্য সেরা সিদ্ধান্তটা নেওয়ার দায়িত্ব কোচের। এটা বিশেষ একটা সুযোগ। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা কেবল লক্ষ্য থেকে আপনাকে দূরে সরাবে।" ম্যাচের শেষ গোলটি করেন ফেরনান তরেস। ৮১তম মিনিটে কোনাকুনি শটে বল জালে পাঠান বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। আগামীকাল শনিবার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ফিফা র?াঙ্কিংয়ে অষ্টম স্থানে থাকা স্পেন। ইউরো অভিযান শুরু করার আগে এটাই তাদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ। ইউরোর জন্য বর্তমান দলটি থেকে তিনজনকে বাদ দিতে হবে স্পেনের। কাউকেই বাদ দিতে নারাজ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে বললেন, সিদ্ধান্তটি নেওয়া বেশ।

## লাউ খেলে মিলবে যে উপকার

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** গরমে বাঙালির অনেক বাড়িতে মুরগি ও লাউ এবং মুখরোচক লাউ-চিংড়িরই কদর বেশি। কিন্তু শরীরের কথা যদি ভাবি, তাহলে বেশি কার্যকরী হলো লাউয়ের রস। বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদের জন্য লাউ অব্যর্থ দাওয়াই। পুষ্টিবিদরা বলেন, লাউ পাতায় রয়েছে ফাইবার, কার্ব, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ভাণ্ডার। তাই নিয়মিত এই শাক খেলে ছোট-বড় রোগব্যাধির ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। এছাড়া লাউয়ের ৯৬ শতাংশই পানি। ফলে নিয়মিত লাউ খেলে আমাদের শরীর হাইড্রেট থাকে। আসুন লাউ খাওয়ার কয়েকটি উপকারিতা জানি। *লো ক্যালোরি ও উচ্চমাত্রার আঁশ মেলে পাওয়া যায় লাউয়ে। ফলে যারা ওজন কমানোর কথা ভাবছেন তারা নিশ্চিন্তে খেতে পারেন লাউ। কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, পেট ফাঁপা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে এই সবজি। *কিডনির কার্যক্ষমতা বাড়ে নিয়মিত লাউ খেলে। লাউ খেলে দূর হবে হজমের সমস্যা। *লাউয়ে থাকা পটাসিয়াম ও ফাইবার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। *রক্তে কোলেস্টেরলের পইরমান কমাতেও লাউয়ের জুড়ি নেই। *লাউয়ে থাকা ভিটামিন, মিনারেল ও উচ্চমাত্রার পানি আমাদের ত্বক ও চুল সুস্থ রাখে। *ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে লাউয়ে। এই দুই উপাদান শরীরে ঘামজনিত লবণের ঘাটতি দূর করে। পাশাপাশি দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে। এদিকে কিছু গবেষণা দাবি করছে, রাতে ঘুম হওয়ার সমস্যা দূর করতে লাউয়ের ভূমিকা রয়েছে।

## ব্যথা কমাবে গান-ছবি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের শরীর এবং মন এক সুতায় গাঁথা। শরীর খারাপ থাকলে তার প্রভাব পড়ে মনে। আর মন খারাপ থাকলেও কিছুই ভালো লাগে না। পুরো শরীর যেন থমকে যেতে চায়। ভালো কিছু আমরা খুব দ্রুত গ্রহণ করি। যেমন ভালো গান, সুন্দর ছবি। এগুলো আমাদের মন ভালো করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে। বিশ্বাস হচ্ছে না? সম্প্রতি মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক লক্ষ্য করেছেন, প্রশান্তির ছবি যন্ত্রণা বা ব্যথা কমিয়ে দিতে পারে। প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এ প্রকাশিত একটি গবেষণার প্রধান গবেষক ম্যাথিউ রয় বলেন, আবেগ ব্যথার প্রতিক্রিয়াকে বদলে দিতে পারে। কারণ ব্যথা ও আবেগের অনুভূতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ব্যথার জন্য বৈদ্যুতিক শক ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখতে পান যে, খারাপ অনুভূতির কারণে ব্যথা বেড়ে যায়। গবেষকরা বলেন, এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানসিক অবস্থা ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মি. রয় আরও বলেন, ওষুধের বিকল্প হিসেবে প্রশান্তি উদ্দীপক উপাদান।

# ছেলেদের যেসব গুণ পছন্দ করে মেয়েরা

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** প্রেমের প্রথম ধাপ হলো আকর্ষণ। আপনি যদি তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করেন, তাহলে সেটিকে প্রেম বলা যায় না। আর যদি ঘটনাচক্রে প্রেম হয়েও যায়, তাহলে সেই সম্পর্ক বেশি দিন টেকে না। মেয়েদের কিছু গুণ দেখে ছেলেরা যেমন আকর্ষণ অনুভব করে, ঠিক তেমনি ছেলেদেরও কিছু গুণ আছে যা মেয়েরা পছন্দ করে। চলুন দেখে নিই ছেলেদের কোন গুণগুলো মেয়েদের আকর্ষণ করে। হাসি: মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে হাসি। এর মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস এবং সৌজন্য প্রকাশ পায়। মুখে কিছু না বলেও সুন্দর হাসি দিয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করা যায়। সত্যবাদিতা: কেউ প্রশ্ন করলে, আমরা কোনো কিছু না ভেবেই সত্য উত্তর দিই। সব সময় সত্য বলাটা শুধুমাত্র ভালোলাগা বা শ্রদ্ধা পাওয়ারই বিষয় নয়, বরং আকর্ষণীয়ও। মেয়েরা সোজা উত্তর পছন্দ করে। কেয়ারিং দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচ্ছন্নতা: বাহ্যিক সৌন্দর্য সঙ্গীকে যতটা আকর্ষণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ করে তার প্রতি আপনার কেয়ারিং দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে পরিপাটি উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। অন্যকে গুরুত্ব দেওয়া: সবার কথা মন দিয়ে শোনা, প্রয়োজনীয় তারিখ এবং বিভিন্ন ইভেন্ট নোটবুকে লিখে রাখা। নির্দিষ্ট দিনে তাকে কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া অথবা শুভেচ্ছা জানানোও আকর্ষণীয় করার একটি কৌশল। আই কন্টাক্ট: গায়ের রং যেমনই হোক, চোখ কিন্তু সব মানুষেরই সুন্দর। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। অন্তর্মুখী: নারীরা মনে করেন অন্তর্মুখী লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে বহির্মুখী লোকেরা অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান।

নারীরা এটা বেশ বুঝতে পারেন। তাই বন্ধু হিসেবে এমন ছেলে পছন্দ করলেও জীবনসঙ্গীর বেলায় নারীরা এটা মাথায় রাখেন। ভালো শ্রোতা: অনেকেই আছেন যারা ভালো শ্রোতা নন। কেবল নিজের কথাই বলতে ভালোবাসেন। মেয়েরা চান তাদের কথা প্রিয় মানুষটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তাই ভালো শ্রোতা না হলে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

# লেবু চা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নাকি খারাপ

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** নিয়মিত চা পান করলে শরীরের রক্তে উপস্থিত টক্সিক উপাদান বের করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে লেবু। দেহে টক্সিন যত কমতে থাকে, মস্তিষ্ক তত চনমনে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্ট্রেস লেভেল কমতে শুরু করে। এখন অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতন। শরীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এখন অনেকেই দুধ চা এড়িয়ে চলেন। আবার অনেকের পেটে সমস্যার কারণও লেবু দিয়ে চা পান করতে পছন্দ করেন। কিন্তু কখনও জানার চেষ্টা করেছেন যে এই লেবু চা পান করা স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকারক। না করেননি, তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক স্বল্প বিস্তর আলোচনা- লেবু খেলে শরীরের অনেক উপকার হয়। তেমন অতিরিক্ত লেবু খাওয়া ক্ষতিকারক। লেবু চা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। তবে আর কম বয়সীদের চায়ের প্রতি ঝোঁক থাকলে ঘন দুধ দেওয়া চা খেতে অনেকেই নিষেধ করে থাকেন। শরীরকে চনমনে করে তুলতে লেবুর গুরুত্ব অপরিসীম। তাইতো লেবুর চায়ের বিকল্প হয় না। লেবুতে উপস্থিত সাইট্রিক অ্যাসিড হজমে সহায়তা করে এবং কিডনিতে স্টোন হওয়ার আশঙ্কাও কিছুটা কমায়। লেবুর উপাদান যেমন শরীরের বিভিন্ন রোগ দূরে থাকতে সাহায্য করে তেমনই হার্টের সমস্যাও কমাতে এর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। জ্বরে অনেকেই টক খেতে বারণ করেন। শরীরকে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবমুক্ত করতে লেবু চা খাওয়ার কথা বলে থাকে অনেকে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা ত্বকের উন্নতিতে সাহায্য করে। এমনকি এজন্য ব্রণর প্রকোপও কমে। লেবু সবাইকে সমানভাবে সাহায্য করে না। যাদের মাথায় টক পড়ার সমস্যা আছে তাদের লেবু এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। প্রতিবেদনটি সচেতনতার উদ্দেশ্যে লেখা। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ

# ধূমপান ছাড়তে পারছেন না?

**লাইফস্টাইল ডেস্ক :** ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জানা সত্ত্বেও অনেকে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন না। কাজটা যতটা ভাবা সহজ, ঠিক ততটাই চ্যালেঞ্জিং। প্রতিদিন একাধিক সিগারেট সেবনে শরীরে তৈরি হচ্ছে নানা জটিলতা। ফুসফুস তো বটেই, সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ওপরও খারাপ প্রভাব পড়ছে। ধূমপানে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক বা অন্যান্য স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। অনেকে ধূমপান ত্যাগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কারণ নিকোটিন এবং তামাক জাতীয় দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্তি হতে পারে বলে অভ্যাস ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে খুব কঠিন। সবচেয়ে বেশি কষ্টের হলো উইথড্রয়াল সিনড্রোম। এতে অনেকখানি শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়ে যান ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তিটি। তবে মানুষের কাছে আসাধ্য কিছু নেই। সব অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে মানুষ। তবে কিছু টিপস আছে যা ফলো করলে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব। ধূমপানের কারণে শরীরে তৈরি হয় নিকোটিনের ওপরে নির্ভরশীলতা। আর তাই ধূমপান হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে শরীর নিকোটিন থেকে বঞ্চিত হয় এবং দেখা যায় বিভিন্ন লক্ষণ। শরীরে যদি অন্য কোনো উপায়ে নিকোটিনের সরবরাহ দেওয়া যায় তবে ধূমপানের ওপরে নির্ভরশীলতা কমে আসে। এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে নিকোটিন প্যাচ বা নিকোটিন চুইং গাম। নিরোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ধূমপানের অভ্যাস দূর করতে সাহায্য করে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ড্রাগ এবিউজের মতে, এনআরটি বা নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করার সময় প্রত্যাহারের লক্ষণগুলো পরিচালনা করতে সহায়তা করে। নিকোটিন প্রতিস্থাপন থেরাপি অন্যান্য বিষাক্ত পণ্য ছাড়াই ন্যূনতম পরিমাণ নিকোটিন প্রদান করে। টিংলিং, বমি বমি ভাব, মেজাজের পরিবর্তন, ঘনত্বের অভাব ইত্যাদি উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য আপনার যাত্রা আপনার রুচিবোধ এবং আপনার ক্ষুধাকেও প্রভাবিত করতে পারে। আপনার জীবনযাত্রায় এই বিশাল পরিবর্তনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, আপনাকে অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে হবে না। পাবমেডের মতে, ধূমপানের ফলে ভিটামিন সি শরীরকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, ভিটামিন 'বি' স্ট্রেস বিরোধী হরমোনের বৃদ্ধিকে উন্নীত করতে পারে। ধূমপানের অভ্যাস দূর করতে আকুপাংচারের সাহায্য নিতে পারেন। ইউএস এনআইএইচ-এর মতে, আকুপাংচার ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করা লোকেদেরও সাহায্য করতে পারে। আকুপাংচার আপনাকে স্ট্রেস-হরমোন প্রতিক্রিয়া উপশম করতে, নিকোটিনের আসক্তি কমাতে এবং এন্ডোমরফিন নামক অনুভূতি-ভালো হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে। ধূমপান ত্যাগ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। আপনার বন্ধু এবং পরিবারের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে দ্বিধা করবেন না। আপনি যদি আপনার বন্ধুদের ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানান, তাহলে তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারে এবং আপনার কাজের জন্য আপনাকে দায়বদ্ধ রাখতে পারে। থেরাপিস্ট এবং ডাক্তার এবং এমনকি অনলাইন সহায়তা গোষ্ঠীগুলো একজন ধূমপায়ী থেকে একজন অধূমপায়ী পর্যন্ত আপনার যাত্রাকে সহজ করতে সাহায্য করতে পারে।